নগর সংস্করণ

মঙ্গলবার

২২ অক্টোবর ২০২৪

৬ কার্তিক ১৪৩১, ১৮ রবিউস সানি ১৪৪৬

৮ পৃষ্ঠার নকশাসহ মোট ২৪ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪১

রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে ক্ষুব্ধ অন্তর্বর্তী সরকার

হাসিনার পদত্যাগ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, তাঁর কাছে শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই। এ বক্তব্যকে মিথ্যাচার বললেন আইন উপদেষ্টা।

> রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার ক্ষমতা সংসদের। এখন সংসদ নেই। কিন্তু এখন অনেক কিছু আইনের বাইরে হচ্ছে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে।
>
> **শাহদীন মালিক**, আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। একাধিক উপদেষ্টা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্তও করেছেন। রাষ্ট্রপতি 'মিথ্যাচার' করছেন বলে মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

তবে প্রতিক্রিয়া, আলোচনা-সমালোচনার মুখে বঙ্গভবন থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগকেন্দ্রিক মীমাংসিত বিষয়ে নতুন করে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি না করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বিতর্ক সৃষ্টি করে অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল কিংবা বিব্রত করা থেকে বিরত থাকার জন্যও সবার প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আড়াই মাসের মাথায় ১৯ অক্টোবর দৈনিক *মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপকালে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, তিনি শুনেছেন, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন; কিন্তু তাঁর কাছে কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। এই কথোপকথন পত্রিকাটির রাজনৈতিক ম্যাগাজিন 'জনতার চোখ'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

এই বক্তব্য প্রকাশের পর অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতাদের মধ্যেও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও রাষ্ট্রপতির মন্তব্য নিয়ে চলে আলোচনা-সমালোচনা।

সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, আগামী বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রাষ্ট্রপতির বক্তব্য নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে নিজের দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি, এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং এটা হচ্ছে ওনার শপথ লঙ্ঘনের শামিল।'

আসিফ নজরুল তাঁর এমন প্রতিক্রিয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি (রাষ্ট্রপতি) নিজেই ৫ আগস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে পেছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওনার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং উনি তা গ্রহণ করেছেন।'

সরকার গঠনসহ বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করে আইন উপদেষ্টা বলেন, তিনি যদি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন, তাহলে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা আছে কি না, সেটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় ভেবে দেখতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির (ওএমএস) এ দোকান থেকে প্রতিদিন ২০০ ভোক্তা চাল ও আটা পান; কিন্তু লাইনে দাঁড়ান এর চেয়ে বেশি মানুষ। ফলে সকাল নয়টায় দোকানটি খোলার কথা থাকলেও পণ্য কিনতে ভোর পাঁচটা থেকেই সেখানে ভিড় করতে থাকেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা। গতকাল সকালে ফরিদপুর সদরের বদরপুরে। ছবি : আলীমুজ্জামান

চাল তেল চিনি ও পেঁয়াজের দাম বেড়েছে

বাজারদর

এক সপ্তাহে বাজারে ডিমের দাম কমেছে; কিন্তু বেড়েছে চারটি পণ্যের দাম।

শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

বাজারে এক সপ্তাহে একটি পণ্যের দাম কমেছে, বেড়েছে চারটির। দাম কমার তালিকায় আছে শুধু ডিম। নতুন করে মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও পেঁয়াজের।

চারটি পণ্যের দাম আরও বাড়ল এমন এক সময়ে, যখন বাজারে কোনো স্বস্তি নেই। এই চার পণ্য কেনা ছাড়া সংসারও চলে না। পণ্যগুলোর দাম কমাতে সরকার শুল্ক-করে ছাড় দিয়েছে; কিন্তু এর সুফল এখনো বাজারে পড়েনি।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, শুল্কছাড়ের পণ্য এখনো বাজারে আসেনি। বিশ্ববাজারেও দাম বাড়ছে। অন্যদিকে বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, শুল্ক কমানোর সঙ্গে বাজারে সরবরাহ বাড়াতে হবে, তাহলে প্রভাব পড়বে। দাম যাতে কমে, সে বিষয়ে নজরদারিও দরকার।

চালের দাম বাড়ছে

নিম্ন আয়ের মানুষ সবচেয়ে চাপে পড়ে চালের দাম বাড়লে। দেশে দু-তিন বছর ধরেই চালের দাম বেশ চড়া। এ সপ্তাহে খুচরা বাজারে মাঝারি ও সরু চালের দাম কেজিতে ১-৩ টাকা বেড়েছে। বেশি বেড়েছে মাঝারি চালের দাম, যার ক্রেতা স্বল্প আয়ের মানুষ।

ঢাকার কারওয়ান বাজার ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের খুচরা বাজার ঘুরে দেখা যায়, গতকাল সোমবার মাঝারি মানের ব্রি-২৮ চাল বিক্রি হয়েছে ৬১-৬২ টাকা কেজি, যা গত সপ্তাহে ছিল ৫৮-৫৯ টাকা। ব্রি-২৯ চাল কেনা যাচ্ছে ৬২-৬৪ টাকা কেজি। এ চালের দামও কেজিতে ৩ টাকা বেড়েছে। সরু চালের মধ্যে মিনিকেট ও নাজিরশাইলের দাম কেজিতে ১-২ টাকা বেড়েছে। রশিদ, ডায়মন্ডসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মিনিকেট প্রতি কেজি ৭০-৭২ টাকা এবং ভালো মানের নাজিরশাইল ৮০ টাকা বা তার বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। মোটা চালের কেজি ৫২-৫৫ টাকা। এ ক্ষেত্রে দাম বাড়েনি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সরবরাহ কিছুটা বাড়লেও কাটেনি গ্যাস-সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরবরাহ আগের চেয়ে কিছুটা বাড়লেও কাটেনি গ্যাস-সংকট। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত ও সার কারখানায় গ্যাসের সরবরাহ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তবে শিল্পকারখানা ও বাসায় গ্যাসের সরবরাহ তেমন বাড়েনি। এতে করে শিল্পকারখানায় উৎপাদন ধরে রাখা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। বাসায় রান্নার কাজেও গ্যাস পাচ্ছেন না রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের গ্রাহকেরা।

বাংলাদেশে তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সূত্র বলছে, দেশে দিনে গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে ৩০০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। দেশে গ্যাসের উৎপাদন নিয়মিত কমছে। এখন দিনে উৎপাদন হচ্ছে ১৯৬ কোটি ঘনফুট। আর কক্সবাজারের মহেশখালীতে দুটি ভাসমান টার্মিনালের মাধ্যমে এলএনজি থেকে সরবরাহ সক্ষমতা ১১০ কোটি ঘনফুট। এখন সরবরাহ হচ্ছে ৮২ কোটি ঘনফুট। এতে দিনে এখন গ্যাস সরবরাহ নেমে এসেছে ২৭৮ কোটি ঘনফুটে। গত সপ্তাহেও দিনে সরবরাহ ছিল ২৫০ কোটি ঘনফুটের নিচে।

গ্যাসের সরবরাহ বাড়াতে খোলাবাজার থেকে আরও এলএনজি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। ইতিমধ্যে কেনা শুরু করেছে পেট্রোবাংলা। একটি এলএনজি জাহাজ দেশে পৌঁছার পর সরবরাহ বেড়েছে। সরবরাহ আরও বাড়ানো হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জোনায়েদ সাকি ও বজলুর রশীদ ফিরোজের সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মনজুরুল ইসলাম**।

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

আয় নেই, কর্তব্যে নেই, মাথাভারী বাসস

গণমাধ্যমের হালচাল ৩

জাতীয় সংবাদ সংস্থা

বাসস চালাতে সরকার বছরে ৩৮ কোটি টাকার বেশি অনুদান দেয়। নিজস্ব আয় সামান্য। উঁচু পদে জনবল বেশি।

- বাসসের নিজস্ব আয় খুবই কম। দেশি গ্রাহক কম, বিদেশি গ্রাহক নেই।
- নিয়োগ হয় দলীয় বিবেচনায়। পদোন্নতিতে অনিয়ম।

রিয়াদুল করিম, *ঢাকা*

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান দায়িত্ব দেশ-বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে তা গণমাধ্যমের সাহায্যে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের জনগণের কাছে প্রচার করা; কিন্তু দেশের সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্ত ৫৮৪টি দৈনিক পত্রিকা ও ৩৬টি বেসরকারি টেলিভিশনের মধ্যে বাসসের গ্রাহকসংখ্যা ৫০-এর কম। দেশের বাইরে বাসসের কোনো গ্রাহক নেই।

বাসস সূত্র জানায়, দেশের যে ৪৭টি পত্রিকা ও টেলিভিশন সংস্থাটির গ্রাহক, তার মধ্যে নিয়মিত সেবা নেয় ২৮টি। দেশের বাইরে ভারত, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া—এই পাঁচ দেশের পাঁচটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে বাসস খবর আদান-প্রদান করে; কিন্তু তারা গ্রাহক নয়। তবে বাসস নিজে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এএফপির গ্রাহক।

সারা বিশ্বে সংবাদ সংস্থাগুলো মূলত গ্রাহকদের কাছে খবর বিক্রি করা আয়ে চলে; কিন্তু এই খাত থেকে বাসসের আয় নেই বললেই চলে। সূত্র জানায়, দেশের গ্রাহকদের কাছ থেকে সংস্থাটির বছরে ৬৭ লাখ টাকার মতো আয় হওয়ার কথা; কিন্তু এর প্রায় অর্ধেক থাকে অনাদায়ি। এর বাইরে ঢাকার মতিঝিলে বাসসের একটি ভবন ভাড়া থেকে তাদের বছরে ৬০ লাখ টাকা আয় হয়।

এই সংবাদ সংস্থাকে চালাতে বছরে ৩৮ কোটি টাকার বেশি অনুদান দিচ্ছে সরকার, যার প্রায় পুরোটাই খরচ হয় কর্মীদের বেতন-ভাতায়। দলীয়করণ আর নানা অনিয়মের মাধ্যমে ইচ্ছেমতো নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়ার ফলে বছর বছর এই ব্যয় বেড়ে চলেছে। আর তাতে মাথাভারী হয়ে ধুঁকছে জনগণের টাকায় চলা এই জাতীয় সংবাদ সংস্থা। সংস্থাটিতে কর্মরত ব্যক্তিদের প্রায় ৪৭ শতাংশই চাকরি করেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের গ্রেডে (বিশেষ গ্রেড ও গ্রেড-১)।

১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে বাসস। মূলত তখনকার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের (এপিপি) ঢাকা ব্যুরোকে বাসসে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

জামিন পেয়ে জেড আই খান পান্না

বিবেক ও মুখ বন্ধ রাখব না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জেড আই খান পান্না

হত্যাচেষ্টার অভিযোগে রাজধানীর খিলগাঁও থানায় করা মামলায় আগাম জামিন পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। আগাম জামিন চেয়ে তাঁর করা আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সোমবার এ আদেশ দেন।

আদেশের পর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না *প্রথম আলো*কে বলেন, 'রাজনৈতিক মামলা হলে গ্রহণ করতাম, কষ্ট হতো না। কিন্তু মামলাটি আমাকে কষ্ট দিয়েছে, পীড়া দিয়েছে। কারণ, এটা কোনো রাজনৈতিক মামলা নয়। একজন অচেনা লোক বাদী হয়ে মামলা করেছেন, অথচ তিনি আমাকে চেনেন না বলে গণমাধ্যমে এসেছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি তো একাত্তর সালেই মারা গেছি। এখন বর্ধিত জীবন যাপন করছি। আমি ভীত নই। জামিন পেয়েছি, তবে বিবেক ও মুখ বন্ধ রাখব না।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ১৯ জুলাই আহাদুল ইসলাম নামের একজনকে গুলি ও মারধর করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ১৭ অক্টোবর খিলগাঁও থানায় মামলা করেন আহাদুলের বাবা মো. বাকের। মামলাটিতে আসামি হিসেবে আওয়ামী লীগের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

১৬ উইকেটের দিনে রাবাদা-তাইজুল

প্রথম দিন শেষে

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস : ১০৬

দ. আফ্রিকা ১ম ইনিংস : ১৪০/৬

উৎপল শুভ্র, *ঢাকা*

সকালে দক্ষিণ আফ্রিকার এক বোলার একটা মাইলফলক ছুঁলেন। বিকেলে বাংলাদেশের এক বোলার। দুটিই দারুণ দর্শনীয়ভাবে।

কোনো ফাস্ট বোলারের কাছে যদি তাঁর স্বপ্নের দৃশ্যের কথা জানতে চান, একটা উত্তরই পাবেন। ডিগবাজি খেয়ে স্টাম্পের বাতাসে উড়তে দেখা। সকালে সেটাই উড়ল। তা-ও আবার একটি নয়, দু-দুটি। ৯৩ টেস্টের ক্যারিয়ারে এর আগে ৩৫ বার বোল্ড হয়েছেন মুশফিকুর রহিম। এমন অসহায়ভাবে কখনো হয়েছেন কি না, সন্দেহ!

বাইরে যাবে ভেবে বল ছেড়ে দিয়ে ব্যাটসম্যান বোল্ড হচ্ছেন, এই দৃশ্যও একজন বোলারের জন্য কম আনন্দের নয়। বিকেলে বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনারের মাইলফলক ছোঁয়ার আনন্দে যা আরেকটু রং লাগাল। ম্যাথু ব্রিটজকে যে এর আগে টেস্টে কখনো এভাবে বোল্ড হননি, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। টেস্টে ব্যাট করতে নামলেনই তো এই প্রথমবারের মতো।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আজকের আবহাওয়া
চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৬ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৯ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : বান্দরবানে ৩৪.৬° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৯° সেলসিয়াস

দুদকের মামলায় আপিলের অনুমতি পেলেন ড. ইউনূস

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা একটি মামলা বাতিলের আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি পেয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে ড. ইউনূসসহ সাত ব্যক্তির করা লিভ টু আপিল (আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন) মঞ্জুর করেছেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ গতকাল সোমবার এ আদেশ দেন।

দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে গত বছরের ৩০ মে মামলাটি করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, আসামিরা ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। অবৈধভাবে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অপরাধ।

ওই মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলাটির কার্যধারা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে ড. ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তৎকালীন শীর্ষ ছয় কর্মকর্তা গত ৮ জুলাই আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে গত ২৪ জুলাই হাইকোর্ট আবেদনটি খারিজ করে আদেশ দেন। অন্য ছয় আবেদনকারী হলেন গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল ইসলাম, পরিচালক আশরাফুল হাসান, নাজনীন সুলতানা, শাহজাহান, এস এম হাজ্জাতুল ইসলাম লতিফী ও নূরজাহান বেগম।

হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে সম্প্রতি লিভ টু আপিল করেন ড. ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের শীর্ষ কর্মকর্তারা। এদিকে এরই মধ্যে রাষ্ট্র বা দুদকের পক্ষে পিপি মামলাটি প্রত্যাহার চেয়ে আবেদন করেন। গত ১১ আগস্ট সেই আবেদন মঞ্জুর করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক।

গত ৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগ লিভ টু আপিল শুনানির জন্য ২১ অক্টোবর দিন ধার্য করেন। আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আবদুল্লাহ-আল-মামুন শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী খাজা তানভীর আহমেদ। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান এবং দুদকের পক্ষে আইনজীবী এম এ আজিজ খান শুনানিতে ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের' নির্বাহী পরিষদের সভায় (বাঁ থেকে) মো. নাহিদ ইসলাম, শারমীন এস মুরশিদ, সারজিস আলম, মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, নুরজাহান বেগম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। পিআইডি

ডিজিটালাইজেশনে জোর দিলেন প্রধান উপদেষ্টা

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই

ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাসস, *ঢাকা*

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডিজিটালাইজেশনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল সোমবার সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকে দ্রুত ডিজিটাল ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ই-রিটার্ন পোর্টালের মাধ্যমে কর বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা এবং বড় করপোরেশনগুলোকে তাদের পুরো সংস্থায় ই-রিটার্ন গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।

বৈঠকে ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি এনবিআরের এক দরজায় সব সেবা (ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো) প্রকল্পকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার ওপর নতুন করে জোর দেওয়া হয়।

অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তসংযোগ নিশ্চিত করা, একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রোডম্যাপ এবং ভূমিসংশ্লিষ্ট সেবা বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণ করা।

সংস্কার বাস্তবায়নে সমর্থন দেবে নেদারল্যান্ডস

এদিকে গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত ইর্মা ভ্যান ডিউরেন। এ সময় বাংলাদেশে সফলভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য ডাচ রাষ্ট্রদূতকে অভিনন্দন জানান প্রধান উপদেষ্টা।

ডাচ রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে কাজ করার স্মৃতিচারণা করেন, বিশেষ করে এ বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ছাত্র-জনতার বিপ্লব প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

প্রধান উপদেষ্টা গত মাসে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ডাচ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। বৈঠকে তিনি বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন, বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি খাতে কারিগরি সহায়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাঁর সরকারের কারিগরি সহায়তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন ডাচ রাষ্ট্রদূত।

এ ছাড়া দুজন ২০২৯ সালের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাণিজ্যিক সুবিধা, পোশাকশিল্পে কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বাংলাদেশের আসন্ন যুব উৎসব নিয়ে আলোচনা করেন।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের' কমিটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলমকে। এত দিন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। তাঁকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার ঢাকায় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিষদের দ্বিতীয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। পরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন সরকার অনুমোদিত একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবা ও জনকল্যাণমূলক বেসরকারি সংস্থা। গত জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের পরিবারকে আর্থিক ও মানবিক সহায়তা, পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান বা অন্য কোনো সুবিধা এবং আহত বা পঙ্গুত্ববরণকারী ব্যক্তিদের ওষুধসহ চিকিৎসাসেবা দেওয়া, কর্মসংস্থান, আর্থিক ও মানবিক সহায়তা বা অন্য কোনো উপযুক্ত সুবিধা দেওয়া এই ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হলেন সালাহউদ্দিন নোমান

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নেপালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরীকে সরকার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশের নতুন স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তিনি সেখানে মোহাম্মদ আবদুল মুহিতের স্থলাভিষিক্ত হবেন। গত রোববার সালাহউদ্দিন নোমানকে নিউইয়র্কে নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিসিএস (পররাষ্ট্র ক্যাডার) ১৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন নোমান ২০২০ সালের ১১ নভেম্বর থেকে কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

১৯৯৮ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেওয়া এই কূটনীতিক এর আগে দিল্লি ও ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রিধারী সালাহউদ্দিন নোমান এর আগে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেলেন মুশফিকুল ফজল

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাংবাদিক এম মুশফিকুল ফজলকে (আনসারী) রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তবে কোন দেশের রাষ্ট্রদূত করা হচ্ছে, সেটি গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত জানানো হয়নি।

গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছর মেয়াদে এম মুশফিকুল ফজলকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে রাষ্ট্রদূত পদে পদায়নের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো।

এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারিত হবে।

এদিকে আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে মস্কোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসান, ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান ও আবুধাবিতে রাষ্ট্রদূত মো. আবু জাফরের চুক্তির বাকি মেয়াদ বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ব্রিকস সম্মেলন শুরু আজ

বাসস, *ঢাকা*

পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিন ১৬তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। আজ মঙ্গলবার রাশিয়ার কাজানে তিন দিনের এ সম্মেলন শুরু হতে যাচ্ছে। সম্মেলনে যোগ দিতে গতকাল সোমবার রাতে পররাষ্ট্রসচিবের রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা।

শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে পররাষ্ট্রসচিব ব্রিকস সদস্যদেশগুলোর পররাষ্ট্রসচিব এবং অন্য আমন্ত্রিত নেতাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্রিকস ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান, মিসর, ইথিওপিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা।

এ বছর শীর্ষ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য—'ন্যায্য বৈশ্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য বহুপাক্ষিকতাকে শক্তিশালী করা'। সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং ব্রিকস উদ্যোগের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য সদস্যদেশগুলোর নেতারা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবেন।

পররাষ্ট্রসচিবের ২৫ অক্টোবর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

সাগরে লঘুচাপ, ঘূর্ণিঝড় 'দানা'য় রূপ নিতে পারে

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আগামী দুদিনের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এর কেন্দ্র ক্রমান্বয়ে সুগঠিত হচ্ছে। এর কেন্দ্রে বাতাস ও মেঘমালা জড়ো হচ্ছে। ফলে দেশের মূল ভূখণ্ডে মেঘ কমে, রোদ বাড়তে পারে। তবে আগামীকাল বুধবার থেকে দেশের উপকূলে বৃষ্টি শুরু হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়টি পরিণত হওয়ার পর ২৪ বা ২৫ অক্টোবরের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত উপকূলে আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, ঘূর্ণিঝড়টি সৃষ্টি হলে এর নাম হবে 'দানা'। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা থেকে ওই নাম ঠিক করা হয়েছে। কাতারের আবহাওয়াবিদেরা নামটি দিয়েছেন। যার বাংলা অর্থ 'মূল্যবান মুক্তা'।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান বলেন, সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আজ মঙ্গলবারের মধ্যে নিম্নচাপে এবং আগামী বুধ-বৃহস্পতিবারের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।

কাটেনি গ্যাস-সংকট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ ছাড়া শিগগিরই আরেকটি জাহাজ এসে পৌঁছার কথা রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের অনেক এলাকায় দিনের বেলায় অধিকাংশ সময় গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাস-সংকটে আবাসিক গ্রাহকদের ভোগান্তির পাশাপাশি শিল্পকারখানার উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে। জেলার ফতুল্লার শিল্পাঞ্চল ও পঞ্চবটী বিসিক শিল্পনগরীতে গ্যাসের চাপ না থাকায় শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

গতকাল সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল তাঁতখানা এলাকার গৃহিণী আয়েশা আক্তার বলেন, সকালে গ্যাস চলে যাওয়ায় দুপুরের খাবার তৈরি করতে পারেননি তাঁরা। বাইরে থেকে বড়দের খাবার কিনে খাওয়া গেলেও গ্যাস না থাকলে বাচ্চাদের খাবার তৈরিতে ভোগান্তি পোহাতে হয়।

গ্যাসের চাপ কম থাকায় বন্ধের দিনগুলোতেও খোলা রাখা হচ্ছে গাজীপুরের বিভিন্ন কারখানা। মহানগরীর ভোগরা, বোর্ডবাজার, ভবানীপুর ও কালিয়াকৈর উপজেলার বেশ কয়েকটি এলাকায় শিল্পকারখানা, সিএনজি স্টেশন ও বাসাবাড়িতে এখনো গ্যাস-সংকট রয়েছে। গাজীপুরের চন্দ্রা এলাকার একটি সিএনজি স্টেশনের ব্যবস্থাপক আব্দুল আলীম বলেন, গ্যাসের চাপ কম থাকায় গাড়িগুলোতে ঠিকভাবে গ্যাস দিতে পারছেন না। গাড়ির দীর্ঘ সারি লেগে থাকছে।

গাজীপুর তিতাসের ব্যবস্থাপক (ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন) মো. রেদোয়ান *প্রথম আলো*কে বলেন, কয়েক মাস ধরে গ্যাসের সমস্যা প্রকট থাকলেও গত শুক্রবার থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন **প্রতিনিধি**, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ।]

ভেলাবাইচ কলাগাছ, বাঁশের কঞ্চি ও দড়ি দিয়ে তৈরি করা হয় ভেলা। গ্রামীণ ঐতিহ্য ধরে রাখতে ও নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পাবনার চাটমোহরে হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী ভেলাবাইচ প্রতিযোগিতা। সাত বছর ধরে এ আয়োজন করে আসছে মহেলা গ্রামের বাসিন্দারা। গতকালের ছবি। হাসান মাহমুদ

১৬ উইকেটের দিনে রাবাদা-তাইজুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দক্ষিণ আফ্রিকান ফাস্ট বোলার কাগিসো রাবাদার ওয়ানডে অভিষেক এই মিরপুরেই। হ্যাটট্রিকসহ ৬ উইকেট নিয়ে যেটিকে স্মরণীয় করে রেখেছিলেন। সেই মাঠেই টেস্টের ৩০০তম উইকেট, যাতে একটা রেকর্ডও করে ফেললেন। যে রেকর্ডের কথা তাঁর জানাই ছিল না। রাবাদার চেয়ে কম টেস্ট খেলে ৩০০ উইকেট নিয়েছেন নয়জন বোলার। তবে তাঁর চেয়ে কম বল করে কেউই নন।

বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামের ২০০তম উইকেটেও একটা রেকর্ড আছে। তবে তা দেশীয়। সবচেয়ে কম টেস্ট খেলে বাংলাদেশের কোনো বোলারের ২০০ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। তার আগে অবশ্য ২০০ উইকেট নিয়েছেনই বাংলাদেশের একজন বোলার। তিনিও বাঁহাতি স্পিনার এবং এই টেস্টটা তাঁরই বিদায়ের রঙেই রঙিন হওয়ার কথা ছিল। নামটা বোধ হয় না বললেও চলে।

দেশে আসার অনুমতি না পেয়ে দুবাই থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়া সাকিব আল হাসান অবশ্য না থেকেও থাকলেন মিরপুরে। তাইজুলের সংবাদ সম্মেলনে ঘুরেফিরে এল তাঁর নাম। মিরপুর টেস্টের প্রথম দিনের আবহও বারবার যাঁর কথা মনে করিয়ে দিল। নানা সময়ে নানা পরিস্থিতিতে বাড়তি নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়েছে মিরপুর স্টেডিয়াম। তবে এবারের মতো সম্ভবত কখনোই নয়। পুলিশ আর সেনাবাহিনীর সতর্ক পাহারায় কালকের মিরপুর স্টেডিয়াম যেন লখিন্দরের বাসরঘর। বেহুলা-লখিন্দরের গল্পের মতো কোনো ফুটো দিয়ে যেন 'কালসাপ' ঢুকে পড়তে না পারে, তা নিশ্চিত করতে টিকিট বা অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ছাড়া কেউ স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তাতেই পা রাখতে পারলেন না। দুই দল স্টেডিয়াম ছেড়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত সুনসান রাস্তা ভুতুড়ে একটা অনুভূতি জাগিয়ে গেল। বাড়তি সাবধানতার কারণ তো অনুমেয়ই। আগের দিনই সাকিবের পক্ষ-বিপক্ষ দুই দলের মধ্যে মারামারি হয়েছে। টিকিট ছাড়া কিছু শিক্ষার্থীর গ্যালারিতে ঢোকার দাবি জানানো ছাড়া এদিন অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি।

স্টেডিয়ামের ভেতরে 'অপ্রীতিকর' যা কিছু হয়েছে, তার ভুক্তভোগী শুধুই ব্যাটসম্যানরা। টসজয়ী বাংলাদেশকে ১০৬ রানেই অলআউট করে দেওয়ার পর ৬ উইকেট পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকারও। আলোর স্বল্পতায় ৬ ওভার খেলা কম হয়েছে, তারপরও এক দিনেই ১৬ উইকেট! বোলারদের মৃগয়া তো বটেই, তবে মিরপুরের প্রথাগত টার্নিং উইকেট বলার উপায় নেই। প্রথম দিনেই তাইজুলের ৫ উইকেট তেমনই ভাবতে বলবে। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই পেসার রাবাদা ও মুল্ডারের তিন-তিন ৬ উইকেট আবার বলবে অন্য কথা। দুই ধরনের বোলারের প্রতিই উইকেটের এমন স্নেহধন্য আচরণ দেখে কাগিসো রাবাদা রীতিমতো অবাক। স্পিনিং উইকেট ভেবে বল করতে শুরু করে দেখলেন, তেমন সুইং না পেলেও বল উইকেটে পড়ার পর ভালোই এদিক-ওদিক করছে। বাংলাদেশের বোলিং লাইনআপে একমাত্র পেসার হাসান মাহমুদের বোলিংয়ের সময়ও দেখা মিলেছে যে সিম মুভমেন্টের।

সাম্প্রতিক সময়ে পেসাররা নতুন রূপে দেখা দেওয়ার পরও বাংলাদেশের মাত্র এক পেসার নিয়ে খেলতে নামা অবশ্যই অবাক হওয়ার মতো। প্রশ্নজাগানিয়াও বটে। সাকিব আল হাসান আসছেন এখানেও। সাকিবকে ছাড়া আগেও এর আগে খুব কম টেস্ট খেলেনি বাংলাদেশ। সেই সময় যে সমস্যায় পড়েছে, এবারও তা-ই। সাকিব মানে তো টু-ইন-ওয়ান—বাড়তি একজন ব্যাটসম্যান, বাড়তি একজন বোলার। বাংলাদেশ দল সেটির সমাধান খুঁজল কিনা আট নম্বরে আরেকজন ব্যাটসম্যান নিয়ে! তাঁর আবার টেস্ট অভিষেক। তা অভিষেকে কী করলেন জাকের আলী? কেশব মহারাজের বলে স্টাম্পড হওয়ার আগে ২ রান।

বাকিদের অবস্থাও অবশ্য তথৈবচ। চার টেস্ট পর দলে ফেরা ওপেনার মাহমুদুল হাসানই যা একটু ব্যতিক্রম। ৩০ রানের বেশি করতে পারেননি, তবে টিকে থাকার প্রতিজ্ঞাটা অন্তত বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট উইকেট আঁকড়ে থাকায়। খেলেছেন ৯৭ বল, বাকি ১০ ব্যাটসম্যান মিলে যেখানে ১৪৯! বোলিং-বীরত্বের আগে তাইজুল ব্যাটিংয়েও খারাপ করেননি। হোক না মাত্র ১৬ রান, কিন্তু সেটিই তো বাংলাদেশের ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

দিনের খেলা শেষে মিরপুর স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার সময় ৪ নম্বর গেটের সামনের ফুটপাতে দুই কাপড়ের দোকানির কথোপকথন কানে এল। তরুণ দোকানি মাথা নাড়তে নাড়তে বলছেন, 'বাংলাদেশ নাকি ১০৬ রানে অলআউট! এর চেয়ে দুঃখের কিছু হয় নাকি!' একটু বয়সী পাশের দোকানি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, 'আরে, বাংলাদেশ ১০৬ করেছে তো কী, ইন্ডিয়া তো সেদিন ৪৬ করেছে।'

কথা সত্যি। তবে ৪৬-এর পর দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত প্রবল বিক্রমে ফিরেও এসেছে। এই টেস্ট জিততে বাংলাদেশকেও এমন কিছু করতে হবে। এর আগে অবশ্য আরেকটি 'ছোট্ট' কাজ আছে। এরই মধ্যে ৩৪ রানে এগিয়ে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে দেওয়া।

তা হবে কি হবে না, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনই কীভাবে দেবেন! তবে যা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, তা হলো বৃষ্টি বাগড়া না দিলে এই টেস্ট স্বল্পায়ু হতে বাধ্য।

রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে ক্ষুব্ধ অন্তর্বর্তী সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আইন উপদেষ্টা ছাড়াও যুব, ক্রীড়া ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। নিজের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'রাষ্ট্রপতির কাছে মৌখিকভাবে পদত্যাগ করেছিল স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা। পদত্যাগপত্র নিয়ে বঙ্গভবনে যাওয়ার কথা থাকলেও ছাত্র-জনতা গণভবনের কাছাকাছি চলে আসলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন খুনি হাসিনা।'

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যান ৫ আগস্ট। সেই আন্দোলনের ছাত্রনেতারাও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'হাসিনাকে উৎখাত করা হয়েছে। একটি অবৈধ সরকারকে জনগণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করেছে। এখানে পদত্যাগের কোনো ভূমিকা নেই।'

আরেক সমন্বয়ক সারজিস আলম গতকাল ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেন, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের মতো লোক যদি বলেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগের দলিল তিনি রাখেননি, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা ছাত্রসমাজই নির্ধারণ করবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন ৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান সাংবাদিকদের কাছে পরিস্থিতি তুলে ধরেছিলেন। সেই অনুষ্ঠান সরকারি-বেসরকারি সব টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। সে সময় সেনাপ্রধান বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে। সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ করেছিলাম। আমরা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীন দেশের সব কার্যক্রম চলবে।'

৫ আগস্ট রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, 'আপনারা জানেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে আজ বঙ্গভবনে তিন বাহিনীর প্রধান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন সমন্বয়কের সঙ্গে আলোচনা হয়। শুরুতেই সেনাপ্রধান বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাঁর আলোচনা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। রাজনৈতিক নেতারাও এ সময় তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।'

এরপর অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানতে চাওয়া হয়। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের সভাপতিত্বে আপিল বিভাগের সব বিচারপতি মতামত দেন। এর ভিত্তিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয় ৮ আগস্ট। সেদিন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের শপথ পাঠ করান।

সে সময়ের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে আইন উপদেষ্টা বলেন, সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের অধীন সুপ্রিম কোর্টের মতামতের প্রথম লাইনটি হচ্ছে, দেশের বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। তারপর অন্যান্য কথা। এই রেফারেন্সটিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের সব বিচারপতির স্বাক্ষর আছে।

তবে এখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আড়াই মাস পর শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র নেই বলে রাষ্ট্রপতি যে বক্তব্য দেন, সেটাকে স্ববিরোধী বক্তব্য বলে উল্লেখ করেন আইন উপদেষ্টা।

আসিফ নজরুল বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, আপনার যদি শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা না থাকে বা আপনি যদি গুরুতর অসদাচরণ করেন, তখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনি থাকতে পারেন কি না, সেটি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ সংবিধানে রয়েছে।

অবশ্য বঙ্গভবন থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে উদ্ধৃত করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে প্রচার চালানো হয়েছে, তা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবের মুখে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগ, সংসদ ভেঙে দেওয়া এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাংবিধানিক বৈধতার ওপর যত ধরনের প্রশ্ন জনমনে উদ্রেক হয়েছে, সেগুলোর উত্তর আপিল বিভাগের আদেশে প্রতিফলিত হয়েছে।

শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র না থাকার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন যে বক্তব্য দিয়েছেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পদে থাকা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। সরকারের ভেতরেও এ নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহ্দীন মালিক *প্রথম আলো*কে বলেন, রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ বা অভিশংসন করার ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সংসদের রয়েছে। এখন তো সংসদ নেই; কিন্তু এখন তো অনেক কিছু আইনের বাইরে হচ্ছে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে।

তবে শাহ্দীন মালিক মনে করেন, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সর্বোচ্চ আদালতের মতামতের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। ঘটনাগুলো ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। ফলে পদত্যাগপত্রের দলিল নিয়ে অহেতুক বিতর্ক করা হচ্ছে। এর কোনো প্রয়োজন নেই।

বিবেক ও মুখ বন্ধ রাখব না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বর্তমান মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীসহ ১৮০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় ৯৪ নম্বর নামটি জেড আই খান পান্নার।

গতকাল জামিন আবেদনের সময় আদালতে উপস্থিত হন জেড আই খান পান্না। তাঁর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম। আবেদনকারীর পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, আইনজীবী শাহ্দীন মালিক, মো. শাহীনুজ্জামান প্রমুখ শুনানিতে ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ভুঞা।

জামিন আবেদনকারীর অপর আইনজীবী মো. শাহীনুজ্জামান বলেন, ওই মামলায় পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করার সময় পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আইনজীবী আহসানুল করিম সাংবাদিকদের বলেন, এই যে গণহারে মামলা ও নিষ্পাপ লোকদের একটা নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, সেটি বন্ধ না হলে মামলার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

'উনি কেডা জানি না'

মামলার বাদী মো. বাকের (৫২) জেড আই খান পান্নাকে চেনেন না। বাদী বলেছেন, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে মামলা করেছেন। এ কাজে পুলিশ তাঁকে সহযোগিতা করেছে।

মো. বাকের রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করেন। গতকাল মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বাকের বলেন, তিনি জেড আই খান পান্নাকে চেনেন না এবং কীভাবে তাঁর নাম আসামির তালিকায় এসেছে, সেটাও জানেন না। আইনজীবী পান্না সম্পর্কে বাকের বলেন, 'উনি কেডা জানি না।'

> মামলার বাদী মো. বাকের বলেন, 'বিএনপি আর জামায়াতের আইনজীবীদের সহযোগিতা নিয়া মামলা করছি। তাঁদের হুকুমেই তো (মামলা) হইছে। তাঁরাই ভালো জানেন। পুলিশও হেল্প করছে। তাগোর সঙ্গে কথা কইলে বুঝতে পারবেন।'

মো. বাকের আরও বলেন, 'বিএনপি আর জামায়াতের আইনজীবীদের সহযোগিতা নিয়া মামলা করছি। তাঁদের হুকুমেই তো (মামলা) হইছে। তাঁরাই ভালো জানেন। পুলিশও হেল্প করছে। তাগোর সঙ্গে কথা কইলে বুঝতে পারবেন।' বাকেরের ভাষ্য, তিনি তাঁর ছেলের জন্য ন্যায়বিচার চান। তাই মামলা দায়েরের জন্য তাদের (বিএনপি আর জামায়াতের আইনজীবীদের) সহযোগিতা চেয়েছিলেন।

মামলা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাদী মো. বাকের বলেন, 'ভাই আমি অশিক্ষিত মানুষ। আর কাজ করি। এখন ব্যস্ত আছি। কিছু জানতে চাইলে থানায় যান। তারা সব জানে।'

নাম বাদ দিতে আবেদন

মামলার এজাহার থেকে জেড আই খান পান্নার নাম বাদ দিতে আবেদন করেছেন বাদী মো. বাকের। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে তিনি এ আবেদন করেন বলে *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেন খিলগাঁও থানার ওসি মো. দাউদ হোসেন।

বাদী মো. বাকেরের করা আবেদনে বলা হয়, 'উক্ত এজাহারের ৯৪ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে (৬৫) অজ্ঞতা ও ভুলবশত আসামি করা হয়। ৯৪ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মামলাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করিতে মর্জি হয়।'

ওসি মো. দাউদ হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বাদী মো. বাকেরের আবেদন পেয়েছি। উনি নিজে এসেই তা দিয়ে গেছেন। দেখুন, সেখানে ওনার স্বাক্ষরও আছে। আমি এই আবেদন এখন তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেব। তাঁকে চাপ দিয়ে নাম প্রত্যাহার করার আবেদন করানো হয়নি। নিজে থেকেই দিয়েছেন।'

তবে এই আবেদনের বিষয়ে মো. বাকেরের সঙ্গে পরে আবার কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তাঁর মুঠোফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।

জেড আই খান পান্না মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) চেয়ারপারসন। তিনি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী নানা আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালানো বন্ধের আদেশ চেয়ে গত ২৯ জুলাই আইনজীবীদের একটি দল হাইকোর্টে আবেদন করে। ওই আবেদনের পক্ষে আদালতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন জেড আই খান পান্না। শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণের সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ২৯ জুলাই নাগরিক উদ্যোগে গঠিত জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের সদস্যও ছিলেন তিনি।

গত ২৯ জুলাই 'গণহত্যার বিচার চাই, গায়েবি মামলা-গ্রেপ্তার ও নির্যাতন বন্ধ করো' শিরোনামে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে একটি মানববন্ধন হয়। 'আইনজীবী সমাজ'-এর ব্যানারে আয়োজিত সেই মানববন্ধনে ছিলেন জেড আই খান পান্না।

সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বিষয়ে সমালোচনামুখর ছিলেন জেড আই খান পান্না। সংবিধান নতুন করে লেখার যে কথা বলা হচ্ছে, তারও তীব্র সমালোচনা করছিলেন তিনি। জেড আই খান পান্না গণমাধ্যমে বলেছেন, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে সংবিধান রচিত হয়েছে, তার ঘোষণাপত্র পাল্টানো যাবে না। যদি করে, তাহলে যুদ্ধ না, মহাযুদ্ধ হবে।

> ওনার বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং তিনি এটি গ্রহণ করেছেন।

আসিফ নজরুল, আইন উপদেষ্টা, শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে রাষ্ট্রপতির বক্তব্য প্রসঙ্গে

সংক্ষেপে

আরও ৩ জেলায় ২০০ আইন কর্মকর্তা নিয়োগ

বগুড়া, ঠাকুরগাঁও ও ঝিনাইদহের বিভিন্ন আদালতে ২০০ জন সরকারি আইন কর্মকর্তা—সরকারি কৌঁসুলি (জিপি), অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি, সহকারী সরকারি কৌঁসুলি, পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর ও সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। তাঁদের মধ্যে ১০৭ জন বগুড়ায়, ২১ জন ঠাকুরগাঁওয়ে এবং ৭২ জনকে ঝিনাইদহের আদালতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত রোববার রাতে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং থেকে এ-সম্পর্কিত তিনটি নিয়োগাদেশ জারি করা হয়। উপসলিসিটর (জিপি-পিপি) সানা মো. মাহরুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত নিয়োগ আদেশে জেলা তিনটির জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং তাঁদের অধীন আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ জজ আদালতে এর আগে নিয়োগ করা সব আইন কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তাঁদের নিজ নিজ পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
বাসস, *ঢাকা*

খেলা

ছোট ভাই বসেছে খেলনা গাড়িতে। তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বড় বোন। গতকাল সকালে রংপুর সদর উপজেলার দীঘিরপাড়া এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

পদত্যাগপত্র জমা দিলেন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান

একদল শিক্ষার্থীর বিক্ষোভ-অবরোধের মুখে চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তপন কুমার সরকার। গত রোববার রাতের সেই ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল সোমবার তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব বরাবর চেয়ারম্যানের পদ থেকে তাঁকে প্রত্যাহারের আবেদনপত্র দিয়েছেন। জানতে চাইলে তপন কুমার আবেদনপত্র দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে রোববার এসএসসি পরীক্ষার সব বিষয়ের ফলাফল বিবেচনায় (বিষয় ম্যাপিং) নিয়ে 'বৈষম্যহীনভাবে' এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দাবিতে একদল শিক্ষার্থী ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে বিক্ষোভ-অবরোধ করেন। দিনভর অবরোধের মুখে রাতে চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন তপন কুমার। ১৫ অক্টোবর এইচএসসি-সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। স্থগিত হওয়া বিষয়গুলোর পরীক্ষা আন্দোলনের মুখে বাতিলের কারণে এবার এইচএসসি পরীক্ষার মূল্যায়ন হয়েছে ভিন্ন পদ্ধতিতে।
বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পক্ষকালব্যাপী ট্রাফিক সপ্তাহ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া হচ্ছে কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজের চার শিক্ষার্থী গতকাল দুপুরে গুলশান ২ চৌরাস্তা এলাকায় এ দায়িত্ব পালন করে। ছবি : জাহিদুল করিম

রাজনীতিসহ কিছু বিষয় থাকবে রূপরেখায়

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গ ও নতুন সংবিধান রচনা—এসব বিষয় রূপরেখায় থাকবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে রাজনীতি কীভাবে হবে, সে বিষয়ে অতি দ্রুত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে রূপরেখা ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গ এবং নতুন সংবিধান রচনা—এসব বিষয়ও রূপরেখায় থাকবে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগ থানা চত্বরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সেখানে সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, বাংলাদেশে রাজনীতি কীভাবে হবে, ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা, 'ফ্যাসিস্ট' রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও নতুন সংবিধান রচনা—এসব ব্যাপারে অতি দ্রুত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে রূপরেখা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিপ্লব শেষ হয়নি। বর্তমান সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান রচনার মাধ্যমে বিপ্লব পূর্ণাঙ্গ হবে।

আবদুল হান্নান বলেন, 'আমরা মুজিববাদী রাজনীতির নিঃশেষ চাইছি। আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদে যারা ইন্ধন দিয়েছে, প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ১৪ দলকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে।'

শাহবাগ থানা চত্বরে ওই সংবাদ সম্মেলন করা হয় একটি মামলার বিষয়ে তথ্য জানাতে। গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা করেছিলেন। ওই ঘটনায় গতকাল বিকেলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৯১ জনের নাম উল্লেখ করে শাহবাগ থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে মামলার আবেদন করা হয়েছে। এই আবেদনে (এজাহার) অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে আরও ৮০০ থেকে ১০০০ জনকে।

মামলার বাদী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক মাহিন সরকার। মামলার আবেদনে ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে শেখ হাসিনাকে। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মাজহারুল কবির ও সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ১৮টি হল কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককেও এজাহারে আসামি করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে মামলার আবেদনের বিষয়ে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর গতকাল রাত নয়টায় মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, এজাহারে অনেক নাম। যাচাই-বাছাই শেষে এজাহারটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে।

'নিশ্বাস নেবে জেলহাজতে'

শাহবাগ থানা চত্বরের সংবাদ সম্মেলনে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মাহিন সরকার বলেন, 'আপনারা যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে তথ্যপ্রমাণসহ নিকটস্থ থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করবেন। কারণ, বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশে এসব কুলাঙ্গার, হামলাকারী ও হত্যাকারীদের স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নেওয়ার অধিকার নেই। তারা নিশ্বাস নেবে জেলহাজতে।'

শাহবাগ থানা চত্বরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন। প্রথম আলো

সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক আবদুল কাদের অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বলেন, কালবিলম্ব না করে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে। ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোয় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। ভিন্নমতাবলম্বীরা নিজেদের অধিকারের পক্ষে বিন্দুমাত্র টুঁ শব্দ করতে পারত না। কেউ কথা বললে তাকে গেস্টরুম-গণরুমে নির্যাতন করে থানায় সোপর্দ করা হতো।

ছাত্রলীগ ফ্যাসিবাদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করেছিল বলে মন্তব্য করেন আবদুল কাদের। তিনি বলেন, এত রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রলীগ নামে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন থাকতে পারবে না। সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, কালবিলম্ব না করে এই সন্ত্রাসী ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ করতে হবে। অবিলম্বে মামলার আসামিদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে মামলার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এটা সারা দেশে চলমান থাকবে। জেলা-উপজেলা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে মামলা দেওয়া হবে।

ক্যাম্পাসে মশালমিছিল

গতকাল সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনের পর ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মশালমিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে মিছিলটি শুরু হয়।

মিছিলে 'মুজিববাদ মুর্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'মুজিব লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না', 'এক হয়েছে সারা দেশ, ছাত্রলীগের দিন শেষ' এ রকম স্লোগান দেওয়া হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আবার রাজু ভাস্কর্যের সামনে ফিরে আসে।

পরে সেখানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ছাত্রলীগ থাকবে কি না, তা ঠিক হয়ে গেছে ১৫ জুলাই। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের কবর রচিত হয়ে গেছে ৫ আগস্ট। ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন আর কখনো হবে না।

ডিএমপির ট্রাফিক পক্ষ

ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে থাকবেন শিক্ষার্থীরা, পাবেন ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানী ঢাকার সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গতকাল সোমবার থেকে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫ দিন ট্রাফিক পক্ষ পালিত হবে। এই কাজে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও কাজ করবেন। তাঁদের দেওয়া হবে সম্মানী ভাতা।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গতকাল রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মাঠে ট্রাফিক পক্ষের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন। এর আগে উপদেষ্টার নেতৃত্বে শোভাযাত্রা হয়। এতে পুলিশ সদস্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বর্তমানে প্রায় দুই কোটি মানুষ ঢাকা শহরে বাস করেন। রাজধানীতে যে সংখ্যক রাস্তা থাকা দরকার, বাস্তবে তা নেই। সড়কে সড়কে বৈধ-অবৈধ যানবাহনের আধিক্য। এ ছাড়া সময়ে-সময়ে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে রাস্তা অবরোধ করায় সড়কের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। সব মিলিয়ে যানজট দিন দিন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

এ সময় উপদেষ্টা বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০০ ছাত্র ট্রাফিক সপ্তাহে কাজ করবেন। পরে এই সংখ্যা বাড়ানো হবে। তাঁদের সম্মানী ভাতা দেওয়া হবে। ছাত্ররা ৫ আগস্টের পর রাস্তায় ভালো কাজ করেছেন এবং এখন তাঁরা ট্রাফিকের সঙ্গে কাজ করে ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নত করতে পারবেন বলে মনে করেন তিনি।

অবশ্য ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সূত্র জানায়, গতকাল ৩০০ শিক্ষার্থী সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ট্রাফিক বিভাগের সঙ্গে অংশ নিলেও আজ মঙ্গলবার থেকে প্রতিদিন এক হাজার শিক্ষার্থী ট্রাফিকের সঙ্গে কাজ করবেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদ সরকারের পতনের পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ওই সময় ছাত্র-জনতা স্বেচ্ছায় সড়কে দিনরাত কাজ করে শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে সরকার ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল চালু করতে গবেষক দল কাজ করছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তা সম্ভব হবে।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, রাজধানীবাসীর ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম বন্ধ ছিল। সে সময় রাস্তার শৃঙ্খলা রক্ষায় ছাত্র-জনতা কাজ করেছে। সরকারের প্রতিটি অঙ্গ সক্রিয় রাখতে সহযোগিতা করার জন্য তরুণেরা যেভাবে সহযোগিতা করছেন, এটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ডিএমপি কমিশনার মো. মাইনুল হাসান ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আবদুল হাফিজ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ আবদুল মোমেন ও পুলিশের মহাপরিদর্শক মো. ময়নুল ইসলাম।

রাজু ভাস্কর্যের নারীর মাথায় হঠাৎ কালো হিজাব

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের নারীর মাথা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল কালো হিজাব দিয়ে। রোববার রাতে এমনটি দেখা যায়। পরে কয়েকজন সেই কাপড় নামিয়ে ফেলেন।

তবে ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি লিটন নন্দী রোববার রাত ১২টার দিকে আরও কয়েকজনকে নিয়ে কাপড় নামিয়ে ফেলেন। লিটন নন্দী গতকাল সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে ঘটনা বিশ্লেষণ করে জড়িত ব্যক্তিদের যেন শনাক্ত করা হয়।

এ ঘটনা জানার পর রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ দুজন সহকারী প্রক্টরকে ঘটনা দেখার জন্য পাঠান। সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও মো. রবিউল ইসলাম রাত একটার দিকে রাজু ভাস্কর্য এলাকা পরিদর্শনে যান।

সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা রাজু ভাস্কর্যে গিয়ে দেখি, কাপড় নামিয়ে ফেলা হয়েছে। কে বা কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, এখন পর্যন্ত এটি আমরা জানতে পারিনি। তবে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাদের শনাক্ত করা হবে।'

রোববার রাতে রাজু ভাস্কর্যের নারীর মাথা ঢেকে দেওয়া হয় কালো হিজাবে। ছবি : প্রথম আলো

প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ বলেন, 'আমরা আজকের মধ্যেই তিন থেকে চারজন সদস্যের একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে দেব এ বিষয়ে। আর বিভিন্ন এজেন্সি থেকে ভিডিও ফুটেজ নিয়ে আমরা এটি তদন্ত করব। এখানে এসব করা যাবে না।'

১১ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক লাখ মানুষ নিহত

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত ১১ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত প্রায় দেড় লাখ মানুষ।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ উপলক্ষে গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। 'সড়ক সেক্টরে সীমাহীন অব্যবস্থাপনা : দায়িত্ব নেবে কে?' শীর্ষক এই আলোচনা সভার আয়োজক বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।

আলোচনা সভায় গত ১১ বছরের সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন তুলে ধরেন যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী। একই সঙ্গে তিনি সড়ক খাত সংস্কার কমিশন গঠনের দাবি জানান।

যাত্রী কল্যাণ সমিতির দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, সড়ক খাতে আওয়ামী লীগ সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, চরম অব্যবস্থাপনা, চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্যের কারণে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১১ বছরে দেশে ৬০ হাজার ৯৮০টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছেন ১ লাখ ৫ হাজার ৩৩৮ জন। আহত ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮৪৭ জন। সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছেন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়। নিহত মানুষের হার ৩৯ দশমিক ৬৫। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পথচারী ১৭ হাজার ১৫০ জন। চালক ১৪ হাজার ৯২৮ জন। এই সময়ে আঞ্চলিক মহাসড়কে ৩৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং জাতীয় মহাসড়কে ৩১ দশমিক ৭৬ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটে।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, বাংলাদেশে সড়কে যেটা হয়, তা দুর্ঘটনা না, এটা কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড।

সভায় সভাপতিত্ব করেন যাত্রী কল্যাণ সমিতির সহসভাপতি তাওহিদুল হক লিটন। আরও বক্তব্য দেন এবি পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক এ বি এম শাহাদাত হোসেইন, গণপরিবহন বিশ্লেষক আবদুল হক।

টাকার অভাবে অস্ত্রোপচার হচ্ছে না ওমর ফারুকের

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

আরিফুল হক, *রংপুর*

প্রতিদিন অটোভ্যান চালিয়ে সংসার চালাতেন ওমর ফারুক (৩৩)। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে সেই রোজগার বন্ধ। এখন তিনি পুরোদমে শয্যাশায়ী। টাকার অভাবে তাঁর অস্ত্রোপচার হচ্ছে না। শেষ সম্বল একটি গরু বিক্রির টাকাও শেষ হয়েছে। চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ফারুক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

রংপুর নগরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শেখ পাড়ায় ওমর ফারুকের বাড়ি। তাঁর সংসারে স্ত্রী ও দুই সন্তান আছে। ছেলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ছে। আর মেয়ের বয়স আড়াই বছর।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ১৮ জুলাই বিকেলে রংপুর শহরের মডার্ন মোড়ের পাশে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ফাতেমা হিমাগারের কাছে অটোভ্যান মেরামত করছিলেন ওমর ফারুক। আন্দোলনকারী বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে ওমর ফারুক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে চেতনা হারিয়ে ফেলেন। চেতনা ফিরলে ওমর ফারুক বুঝতে পারেন, তিনি হাসপাতালে আছেন। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৬ দিন চিকিৎসা নেন। তাঁর তলপেটে গুলি লাগে।

ওমর ফারুকের স্ত্রী জোহরা বেগম বলেন, তাঁর স্বামীর একবার অস্ত্রোপচার হয়েছে। আরও একবার অস্ত্রোপচার করতে হবে। কিন্তু তাঁদের সেই সামর্থ্য নেই। তাঁর স্বামী রিকশাভ্যান চালিয়ে যা আয় করতেন, তা দিয়েই সংসার চলত। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে সেটাও এখন বন্ধ। চিকিৎসার খরচ চালাতে ধারদেনাও হয়েছে অনেক। অস্ত্রোপচারের খরচ কীভাবে জোগাবেন, তা নিয়ে চিন্তায় আছেন। সেই সঙ্গে তাঁর স্বামী আগের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন কি না, তা নিয়েও আছে শঙ্কা।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত ভ্যানচালক ওমর ফারুক। ছবি : প্রথম আলো

জোহরা বেগম বলেন, 'একটা গরু আছলো। সেই গরুটাও বিক্রি করছি। স্বামীর চিকিৎসার জন্য প্রতি সপ্তাহে ম্যালা টাকা লাগে। কিছু টাকা ধারও করছি। কত মানুষ আসিল, দেখি গেল, কিন্তু কোনো সাহায্য পাইনো না। এলা কেমন করি সংসার চলবে, স্বামীর চিকিৎসা হইবে।'

ওমর ফারুক গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে এখনো সরকারিভাবে কোনো সহযোগিতা পাননি। তবে একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা চিকিৎসা খরচ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে অর্থের অভাবে চিকিৎসা প্রায় বন্ধ।

সাবেক এক মন্ত্রী ও দুই এমপি রিমান্ডে

প্রথম আলো ডেস্ক

পৃথক মামলায় সাবেক এক মন্ত্রী ও দুই এমপির দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রাজধানীর পল্টন থানায় একটি মামলায় গতকাল সোমবার সাবেক মন্ত্রী ইমরান আহমদকে তিন দিনের রিমান্ডের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

নোয়াখালী-৪ আসনের সাবেক এমপি মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরীকে ২০১৩ সালে শ্রমিক দলের এক কর্মীকে হত্যার মামলায় গতকাল দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন নোয়াখালীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। ছাত্র-জনতার ওপর হামলার মামলায় গতকাল সুনামগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক এমপি মুহিবুর রহমানের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন সুনামগঞ্জের দ্রুত বিচার আদালত।

করোনা শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি

যাত্রাবাড়ীতে নিহতদের স্মৃতিফলক উন্মোচন

ছাত্র-জনতার আন্দোলন

যাত্রাবাড়ী গোলচত্বরে নির্মিত এই স্মৃতিফলক উন্মোচন করা হয়েছে গতকাল বিকেলে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় নিহতদের নাম-পরিচয় সংবলিত স্মৃতিফলক 'শহীদী ঐক্য চত্বর'-এর উন্মোচন করেছে জুলাই বিপ্লব পরিষদ। স্মৃতিফলকে প্রাথমিকভাবে ৪৮ শহীদের নাম স্থান পেয়েছে। ভবিষ্যতে যাচাই-বাছাই করে আরও নাম যুক্ত হবে।

শহীদ পরিবারের সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা গতকাল সোমবার বিকেলে যাত্রাবাড়ী গোলচত্বরে নির্মিত এই স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন।

স্মৃতিফলকে নামের পাশাপাশি শহীদদের পেশা, জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। এতে স্থান পাওয়া শহীদদের মধ্যে শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, সাংবাদিক, প্রবাসী, ফ্রিল্যান্সার (স্বাধীন পেশার মানুষ), মিস্ত্রি, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, অটোরিকশাচালকসহ নানা পেশার মানুষ রয়েছেন।

জুলাই বিপ্লব পরিষদ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে যাত্রাবাড়ীতে ৫৮ নিহত ব্যক্তির নাম পেলেও যাচাই-বাছাই করে ৪৮ জনের তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। স্মৃতিফলকে আপাতত তাঁদের নাম-পরিচয় যুক্ত করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী সময়ে এখানে আরও নাম যুক্ত করা হবে।

স্মৃতিফলকে নামের পাশাপাশি শহীদদের পেশা, জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। প্রথম আলো

স্মৃতিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানের শুরুতে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের অনেকে কালো পোশাক পরে আসেন। 'আবু সাঈদ, মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ', 'আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না'সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগানও দেন উপস্থিত ছাত্র-জনতা।

স্মৃতিফলক উন্মোচনের আগে নিহতদের পরিবার, আন্দোলনকারী ও আয়োজকেরা বক্তব্য দেন। সন্তান হারানোর কথা বলতে গিয়ে নিহত ব্যক্তিদের মা-বাবাদের কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েন।

শহীদী ঐক্য চত্বরের স্মৃতিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জুলাই বিপ্লব পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্য শাকিল আহমেদ, আবুল হাসান, বিএনপি নেতা নবী উল্লাহ নবী প্রমুখ।

চাল তেল চিনি ও পেঁয়াজের দাম বেড়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কারওয়ান বাজার ও কৃষি মার্কেটের পাইকারি দোকান থেকে বিভিন্ন বাজারের খুচরা বিক্রেতারা চাল কিনে নিয়ে বিক্রি করেন। দুই বাজারের খুচরা দোকানেও দাম কিছুটা কম থাকে। সে তুলনায় রাজধানীর অন্য বাজার ও পাড়ার খুচরা দোকানে দাম আরও বেশি।

কৃষি মার্কেটের বেঙ্গল রাইস এজেন্সির মো. নাজিম উদ্দিন বলেন, ধানের সরবরাহ কম, এ কারণ দেখিয়ে মিলের মালিকেরা চালের দাম বাড়িয়েছেন।

এখন আমন মৌসুম চলছে। এই মৌসুমে অসময়ের অতিবৃষ্টি ও বন্যায় আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর আসছে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমনে উৎপাদন কম হলে চালের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে।

এদিকে দুই দিন আগে সরকার চাল আমদানির শুল্ক-কর কমিয়ে দেয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে বলা হয়েছিল, শুল্ক-কর কমানোর ফলে আমদানি পর্যায়ে প্রতি কেজি চালের দাম ১৪ টাকা ৪০ পয়সা কমবে। যদিও চাল আমদানি এখনো শুরু হয়নি।

চালের বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পরিস্থিতি বুঝে চাল আমদানি বাড়াতে হবে। যাতে বাজারে সরবরাহে কোনো সংকট তৈরি না হয়। ঘাটতির আশঙ্কা থেকে মিলমালিকেরাও সুযোগ নিতে না পারেন।

তেল, চিনি ও পেঁয়াজ

মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকার ভোজ্যতেল ও চিনিতে শুল্ক-কর ছাড় দিয়েছে। যদিও এর প্রভাব এখনো বাজারে পড়েনি। পণ্য দুটির দাম বেড়েছে। এক সপ্তাহে চিনির দাম বেড়েছে কেজিতে ৩-৪ টাকা। বাজার ও দোকানভেদে এখন এক কেজি খোলা চিনি ১৩০-১৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সরকার ৮ ও ১৭ অক্টোবর দুই দফায় চিনির শুল্ক-কর কমায়। সর্বশেষ দফায় এনবিআরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, চিনি আমদানিতে খরচ কমবে কমবেশি ১১ টাকা। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছেন, শুল্কছাড়ের চিনি বাজারে এখনো আসেনি।

১৭ অক্টোবরই ভোজ্যতেলের শুল্ক কমানো হয়। ব্যবসায়ীরা মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়ার পর সরকার শুল্ক কমায়, যাতে দাম বাড়াতে না হয়। কিন্তু সরকারি সংস্থা টিসিবি বলছে, খোলা সয়াবিন তেল ও পাম তেলের দাম লিটারে ১-২ টাকা বেড়েছে এক সপ্তাহে। বাজারে খোলা সয়াবিন প্রতি লিটার ১৫৩-১৫৬ টাকা ও পাম তেল ১৪৮-১৫১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বোতলজাত তেলের দাম বাড়েনি।

গত দুই দিনে কেজিতে পেঁয়াজের দাম ১০-১৫ টাকা বেড়েছে। দেশি পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে প্রতি কেজি ১২০-১৩০ টাকায়। আমদানি করা পেঁয়াজের দাম কিছুটা কম, ১১০-১১৫ টাকা।

দেশে পেঁয়াজের বড় পাইকারি ব্যবসাকেন্দ্র পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বোয়ালমারী হাটের আড়তদার রাজা হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, আমদানি করা পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। ভারত থেকে আসার পর প্রতি কেজি পেঁয়াজ ১০০ টাকার ওপরে পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে। এ কারণে দেশি পেঁয়াজের দামও বাড়িয়েছেন কৃষকেরা। তিনি আরও জানান, কৃষকের কাছে পেঁয়াজের মজুত শেষের দিকে। বছরের এ সময়ে মুড়িকাটা পেঁয়াজ বাজারে আসার কথা। কিন্তু বন্যা-বৃষ্টির কারণে মুড়িকাটা পেঁয়াজ লাগাতে দেরি করেন কৃষকেরা। এটিও মূল্যবৃদ্ধির একটি কারণ।

শুল্কছাড়ের পর ডিম আমদানি শুরু হয়েছে। সরকার বাজারে নজরদারিও করছে। এতে ডিমের দাম কমেছে। গতকাল খুচরা বাজারে ফার্মের মুরগির বাদামি ডিম প্রতি ডজন ১৪৫-১৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা কয়েক দিন আগে ১৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে গতকাল শুল্কছাড়ে ভারত থেকে আমদানি করা ডিম খালাস শুরু হয়। আমদানিকারকের প্রতিনিধি সূত্রে জানা গেছে, যে খরচ পড়েছে, তাতে পাইকারিতে প্রতিটি ডিম ৯ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব হবে।

'এতটা বাড়বে কেন'

দীর্ঘদিন ধরে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশের আশপাশে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরও বেশি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি মানুষের ক্ষোভের একটি কারণ ছিল নিত্যপণ্যের দাম। নতুন সরকার দাম কমানোর চেষ্টা করছে। হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির পেছনে অসময়ে বৃষ্টি ও বন্যাকে দায়ী করা হচ্ছে।

এদিকে বাজারে এখনো মুরগি, বিভিন্ন ধরনের মাছ ও সবজির দাম চড়া। আলুও প্রতি কেজি ৫৫-৬০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। সরকার আলু আমদানিতে শুল্কছাড় দিলেও দাম তেমন একটা কমেনি।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী সালমা আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বন্যার কারণে সবজি, পেঁয়াজ, মুরগিসহ অন্যান্য পণ্যের দাম কিছুটা বাড়তে পারে, এটা বুঝি। কিন্তু এতটা বাড়বে কেন? দাম কমাতে সরকারের নানা উদ্যোগ দেখছি, বাজারে গিয়ে তার সুফল তেমন একটা পাচ্ছি না।'

ফটোসাংবাদিক শোয়েবুর রহমান মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শোয়েবুর রহমান

অনলাইন নিউজপোর্টাল বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জ্যেষ্ঠ ফটোসাংবাদিক শোয়েবুর রহমান (মিথুন) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ক্যানসার আক্রান্ত শোয়েবুর সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৭ বছর।

শোয়েবুর স্ত্রী, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও সহকর্মী রেখে গেছেন।

শোয়েবুরের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন।

সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর উত্তর দনিয়া মসজিদে শোয়েবুরের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে জুরাইন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

শোয়েবুর রহমানের বাবা মজিবুর রহমান ছেলের রুহের মাগফিরাত কামনায় সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

ঢাকায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদ এবং মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানী ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ছাত্রলীগের সাবেক কয়েকজন নেতা।

গতকাল সোমবার সকালে গুলিস্তানের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ মিছিল হয়।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সব মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'শেখ হাসিনাকে জোর করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে।' শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে অন্যায় করা হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, তাঁরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসেছেন। মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন, গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক আবু আব্বাস ভূঁইয়া, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শেখ মুহাম্মদ জামাল হোসাইন, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা এনামুল হক, হাসান আহম্মেদ খান, এম এম নাজমুল হাসান, সোহেল রানা, পারভিন মিশু প্রমুখ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

পরিচালকের পদ নিয়ে বিএনপি-জামায়াতপন্থী চিকিৎসকদের হাতাহাতি

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালকের পদ নিয়ে ড্যাব ও এনডিএফের সমর্থক চিকিৎসকেরা বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এ নিয়ে চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

বিএনপি-সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যাব। অন্যদিকে জামায়াত-সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন এনডিএফ বা ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দলটির সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাচিপ বা স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সদস্যরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। এখন স্বাস্থ্য বিভাগের বড় পদে আর স্বাচিপের কাউকে রাখা হচ্ছে না। পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে ড্যাব আর এনডিএফের মধ্যে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একাধিক পরিচালকের পদে সম্প্রতি রদবদল হয়েছে। এর মধ্যে একটি পদে পদায়ন নিয়ে ড্যাব ও এনডিএফের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। দুই পক্ষই পদটিতে নিজেদের লোক চায়।

আয় নেই, কর্তব্যে নেই, মাথাভারী বাসস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাসসের কাজ কী

'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন'বলে চলে বাসস। ওই আইনে বাসসের 'দায়িত্ব ও কার্যাবলি' নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। সেখানে আট ধরনের কাজ ও দায়িত্বের কথা বলা আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ দেশ-বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে গণমাধ্যমের সাহায্যে তা বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের জনগণের কাছে প্রচার করা। জাতীয় সংবাদ বহির্বিশ্বে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বাংলাদেশের জাতীয় বার্তা সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। দেশে বা দেশের বাইরের গণমাধ্যম বা বার্তা সংস্থার সঙ্গে সংবাদ, ফিচার, ছবি বা ভিডিও চিত্র ক্রয়-বিক্রয় করা।

বাস্তবে বাসসের উল্লেখযোগ্য গ্রাহক নেই। নিজেদের ওয়েবসাইটে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সংবাদ প্রচার করে বাসস। নিজেদের ফেসবুক পেজেও নানা সংবাদ শেয়ার করা হয়; কিন্তু এসব ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠকদের সাড়া কম।

বাসসের ওয়েবসাইটে গড়ে প্রতিদিন কত পাঠক প্রবেশ করেন (হিট) তা জানা যায়নি। তাদের ফেসবুক পেজে অনুসারী মাত্র ৫ হাজার ৬০০ জন। ফেসবুকে শেয়ার করা খবরে লাইক পড়ে খুবই নগণ্য।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন মাহবুব মোর্শেদ। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা চান বাসস যেন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর নজর কাড়তে পারে, ধীরে ধীরে সে ধরনের প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচার করা হবে। অতীতে বাসসের সঙ্গে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার চুক্তি ছিল। এখন সেভাবে নেই। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিউজ আদান-প্রদানের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। বর্তমান জনবল দিয়ে সেটি কঠিন। তবে বর্তমান জনবলের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে।

বাসসের আয়-ব্যয়

আইনে বাসসের আয়ের উৎস হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি অনুদান, গ্রাহক ফি ও সংবাদ, নিবন্ধ, ফিচার, ছবি ও অন্যান্য দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও রয়্যালটি, বিজ্ঞাপন থেকে আয় এবং অন্যান্য বৈধ উৎসের কথা বলা হয়েছে। তবে নিজস্ব আয় বাড়ানোর কোনো চেষ্টা বাসসের কখনো ছিল না। সংস্থাটি পুরোপুরি সরকারি অনুদাননির্ভর বলে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা একাধিক কর্মী জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত অর্থবছরে (২০২৩-২৪) বাসসের জন্য সরকারি অনুদান ছিল ৩৮ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে কর্মীদের বেতন-ভাতায়। এর মধ্যে কর্মীদের যাতায়াত ভাতা, শিক্ষা ভাতা, বৈদেশিক ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, মুঠোফোন ভাতা, কাপড় ধোলাই ভাতা, উৎসব ভাতা, অধিকাল ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা ও অন্যান্য ভাতা খাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৮ কোটি টাকা। বিজ্ঞাপন থেকে বাসসের আয় নেই। তবে গত অর্থবছরে বাসস বিজ্ঞাপন খাতে ব্যয় করেছে দেড় লাখ টাকা।

আয়ের বিষয়ে বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব মোর্শেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশি গ্রাহক তুলনামূলকভাবে কম। তবে অনেক গণমাধ্যম বাসসের ওয়েবসাইট থেকে প্রতিবেদন নিয়ে ব্যবহার করে। তিনি বলেন, গ্রাহক বাড়াতে এবং গ্রাহকদের কাছে পাওনা আদায়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রাহক কী চায় সেই ফিডব্যাক (মতামত) নেওয়া হবে। বাসসের ওয়েবসাইট থেকে আয় এবং অডিও-ভিডিও সেবা চালু করে আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। মতিঝিলে বাসসের পুরোনো ভবনটি ভেঙে নতুন ভবন করা গেলে সেখান থেকেও আয় বাড়ানো যাবে।

বাসস নবম ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী কর্মীদের বেতন-ভাতা দিয়ে থাকে। নবম ওয়েজ বোর্ডে সর্বোচ্চ ধাপ হলো বিশেষ গ্রেড। এটি শুধু ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও প্রধান সম্পাদকের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু বাসসে চিত্র ভিন্ন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সংস্থাটিতে ৫০ জন আছেন বিশেষ গ্রেডে। যাঁদের ৪৮ জন সংবাদকর্মী এবং প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের দুই প্রধান রয়েছেন। এই দুই পদে দীর্ঘদিন ধরেই বিশেষ গ্রেড দেওয়া হচ্ছে। যদিও ওয়েজ বোর্ডে সংবাদকর্মী ছাড়া কাউকে বিশেষ গ্রেড দেওয়ার সুযোগ নেই। আর গ্রেড-১-এ আছেন ১১ জন সাংবাদিকসহ মোট ৩০ জন। বাসসে কর্মরত ১৭২ জনের মধ্যে ৮০ জনই বেতন-ভাতা পান বিশেষ গ্রেড ও গ্রেড-১ অনুযায়ী।

সরকার বদল হলে পদোন্নতি

বাসসে যাঁরা চাকরি করেন, বিশেষ করে সংবাদকর্মীদের প্রায় সবাই স্পষ্টত দুটি পক্ষে বিভক্ত। একটি পক্ষ আওয়ামী লীগ সমর্থক, আরেকটি বিএনপি অথবা জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক। নব্বই-পরবর্তী সময়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদগুলোতে বাসসে রাজনৈতিক বিবেচনায় বাড়তি ও অযোগ্য জনবল নিয়োগ, নিয়ম লঙ্ঘন করে দফায় দফায় পদোন্নতি এবং স্বজনপ্রীতিসহ নানা অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে। সরকার পরিবর্তনের পরপরই বাসসে বঞ্চনা ও হয়রানির আওয়াজ ওঠে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বাসসে নিয়মনীতি না মেনে ৫২ জন সাংবাদিক/কর্মকর্তাকে গ্রেড-১-এ এবং ২৭ জনকে বিশেষ গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ১২ জুলাই বাসসের পরিচালনা বোর্ডের সভায় এসব পদোন্নতির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেওয়া হয়।

২০০২ সালে করা বাসসের পদোন্নতি ও গ্রেড উন্নয়ন নীতিমালা অনুযায়ী, প্রথম গ্রেড থেকে বিশেষ গ্রেডে উন্নীত করতে হলে প্রথম গ্রেডে ১০ বছর চাকরি করতে হবে; কিন্তু যে ২৭ জনকে তখন বিশেষ গ্রেড দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের কারও ক্ষেত্রেই এই শর্ত মানা হয়নি। এই ২৭ জন প্রথম গ্রেডে কর্মরত ছিলেন এক বছর থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। অনেকটা একই অবস্থা ছিল প্রথম গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও।

২০১২ সালে বাসসের পরিচালনা বোর্ডের ওই সভার কার্যপত্র থেকে জানা যায়, এই পদোন্নতির সময় সংস্থাটির চেয়ারম্যান ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ছিলেন প্রয়াত ইহসানুল করিম (সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব)। শর্ত পূরণ না করার পরও পদোন্নতি দেওয়ার পেছনে তখনকার কর্তৃপক্ষের যুক্তি ছিল, বৈষম্য নিরসন করে একটি সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা।

এবার আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির পরও প্রায় একই চিত্র দেখা গেছে। বাসস সূত্র জানায়, সরকার পতনের পরদিন ৬ আগস্ট বাসসে ৪০ জন সাংবাদিক ও কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাঁরা সবাই বিএনপি অথবা জামায়াত সমর্থক। আওয়ামী লীগ আমলে তাঁরা 'বৈষম্যের শিকার এবং বঞ্চিত' ছিলেন বলে দাবি করে নিজেদের পদোন্নতি আদায় করে নেন। পদচ্যুত হওয়ার আগে বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ এসব পদোন্নতি দিয়ে যান। নতুন করে পদোন্নতি দেওয়ার পর বাসসে বেতন-ভাতা খাতে মাসে খরচ বেড়েছে ৪ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ বছরে প্রায় ৬০ লাখ টাকা খরচ বেড়েছে এই দফায়।

প্রথম আলোর হাতে আসা একটি অফিস আদেশে দেখা গেছে, ৬ আগস্ট একজন স্টাফ রিপোর্টারকে একটি আদেশের মাধ্যমে একসঙ্গে তিনটি পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাঁকে সরাসরি বিশেষ গ্রেড দেওয়া হয়। আগের গ্রেডগুলোতে পদোন্নতি দেখানো হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বছরে, ভূতাপেক্ষভাবে। ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী, স্টাফ রিপোর্টার থেকে বিশেষ গ্রেডে মোট বেতন প্রায় ৫০ হাজার টাকা বেশি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একসময় বাসসে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি হতো পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তে। এটাই নিয়ম; কিন্তু আওয়ামী লীগের বিগত ১৫ বছরের শাসনামলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই নিয়ম মানা হয়নি। ২০১৪ সালে বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব (সাবেক) আবুল কালাম আজাদ। তিনি গত আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর এই পদে ছিলেন। সূত্র জানায়, আবুল কালাম আজাদের আমলে বেশ কিছু নিয়োগ ও পদোন্নতি নিয়ে প্রশ্ন আছে। এর মধ্যে একটি হলো তিনি বাসসের পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া ১০ জনকে বিশেষ গ্রেড ও ১ নম্বর গ্রেডে পদোন্নতি দেন। গত বছরের ২ মে বাসসের পরিচালনা বোর্ডের সভায় এই পদোন্নতি বাতিল হয় এবং বাড়তি নেওয়া বেতন-ভাতা সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত হয়; কিন্তু বাসসের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিদ্ধান্তটি কার্যকর করেননি।

মাথাভারী বাসস

বাসস সূত্র জানায়, সংস্থাটির মোট অনুমোদিত পদ আছে ১৯৯টি। সহসম্পাদক পদ ১২টি। সেখানে কর্মরত মাত্র ৩ জন। অন্যদিকে ১২টি বার্তা সম্পাদক পদের বিপরীতে কর্মরত ১৪ জন। স্টাফ রিপোর্টারের ২৩টি পদের মধ্যে কর্মরত ৯ জন। আর বিশেষ সংবাদদাতার ১১টি পদের বিপরীতে রয়েছেন ১৯ জন। সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টারের ১৬টি পদের বিপরীতে এখন আছেন ২০ জন।

স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম

বাসসের একাধিক কর্মী জানান, আওয়ামী লীগ আমলে আবুল কালাম আজাদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ার পর তাঁর ছয়জন আত্মীয়কে বাসসে নিয়োগ দেন। বাসসের সাবেক চেয়ারম্যান ইউসুফ হোসেন হুমায়ুনের তিনজন আত্মীয়কে চাকরি দেওয়া হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বেতন-ভাতার মধ্যে পরিবহন খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ মাসে ২৩ হাজার টাকা গাড়ির খরচ বাবদ নিয়েছেন। জ্বালানি খরচও নিয়মিত নিয়েছেন তিনি। একটি কমিটি গঠন করে তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে কয়েকটি পদের জন্য এসব ভাতা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে আবুল কালাম আজাদের মুঠোফোনে কল এবং খুদে বার্তা পাঠানো হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

বাসসে নিয়ম ভেঙে পদোন্নতি ও অন্যান্য অনিয়মের মাধ্যমে ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) একাধিকবার লিখিত অভিযোগ করেন সংস্থাটির সাবেক বার্তা সম্পাদক আবুল কালাম (মানিক)। তবে দুদক এসব অভিযোগ তদন্ত করেনি।

পটপরিবর্তনের সঙ্গে পদ পরিবর্তন

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাসসের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন আওয়ামী লীগপন্থীরা। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরপর সেসব পদে দায়িত্ব পেয়েছেন মূলত বিএনপিপন্থীরা। পরিবর্তনগুলো হয় ১৭ আগস্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে মাহবুব মোর্শেদকে নিয়োগের আগেই।

অবশ্য এসব পদে পরিবর্তন নিয়েও প্রশ্ন আছে। সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক (বর্তমানে ছুটিতে) আনিসুর রহমান ১৯ আগস্ট তথ্য উপদেষ্টা বরাবর একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, বাসসে কর্মরত কিছুসংখ্যক সাংবাদিক তাঁকে লাঞ্ছিত করার হুমকি দিয়ে এসব পরিবর্তনের চিঠিতে সই করতে বাধ্য করেন; কিন্তু সংস্থার আইন ও বিধি অনুযায়ী, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে তিনি কোনো নিয়োগ বা পদায়নের এখতিয়ার রাখেন না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পরে ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব মোর্শেদ এসব পদায়ন অনুমোদন দেন।

পরিচালনা বোর্ডে কারা

আইন অনুযায়ী বাসসের পরিচালনা বোর্ড হয় চেয়ারম্যানসহ ১৩ সদস্যের। এর মধ্যে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ছয়জন পরিচালক থাকেন পদাধিকারবলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি। ছয়জন পরিচালক সরকার মনোনীত।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এই বোর্ডও গঠন করা হয় দলীয় বিবেচনায়। গত ১৫ বছরে দেখা গেছে সংস্থাটিতে যাঁরা চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই আওয়ামী লীগপন্থী হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর দলটির নেতা ইউসুফ হোসেন হুমায়ুনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত নন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোলাম রহমান, সাংবাদিক রাহাত খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সর্বশেষ ২০২৩ সালে সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়।

২০২৩ সালে গঠন করা বাসসের পরিচালনা বোর্ডে সরকার মনোনীত গণমাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন *ভোরের কাগজ* সম্পাদক শ্যামল দত্ত, *দ্য পিপলস লাইফ* সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, চট্টগ্রামের দৈনিক *আজাদীর* সম্পাদক এম এ মালেক এবং একাত্তর টিভির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক (বাবু)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস *প্রথম আলোকে* বলেন, সংবাদ প্রতিবেদনের মূল তিনটি দিক হলো অ্যাকুরেসি (সঠিকতা), অবজেকটিভিটি (বস্তুনিষ্ঠতা) ও ফেয়ারনেস (পক্ষপাতহীনতা)। এগুলো বাসস, বিটিভি, বেতারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অনুসরণ করে না। মানুষ তাদের খবর বিশ্বাস করে না। বাসস মূলত দলীয় প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, অসত্য প্রচারের জন্য কেন জনগণের টাকা ব্যয় করা হবে?

আগামী পর্ব : **বিটিভির দর্শক নেই, অন্ধকারে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব**

দুই সংবাদপত্রের ব্যাখ্যা

গতকাল প্রকাশিত 'নিয়মিত আয়কর দেয় ১ শতাংশ সংবাদপত্র' শিরোনামের খবরের ব্যাখ্যা দিয়েছে দৈনিক মানবজমিন ও বণিক বার্তা।

মানবজমিন জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই পত্রিকাটি প্রতি অর্থবছরে আয়কর পরিশোধ করে আসছে। গত অর্থবছরেও (২০২৩-২৪) আয়কর পরিশোধ করেছে।

বণিক বার্তা জানিয়েছে, তাদের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বিজ বাংলা মিডিয়া লিমিটেড কর অঞ্চল-৮ এ নিবন্ধিত এবং তারা নিয়মিত রিটার্ন ও কর দেয়।

গণ-অভ্যুত্থান একই সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক পরিসর ও গণতান্ত্রিক শক্তির উদ্বোধনের বাস্তবতাও তৈরি করেছে।
জোনায়েদ সাকি
প্রধান সমন্বয়কারী
গণসংহতি আন্দোলন

সাক্ষাৎকার

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনীতি ও অন্তর্বর্তী সরকারের নানা উদ্যোগ ও সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে *প্রথম আলো*র সঙ্গে কথা বলেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী **জোনায়েদ সাকি** ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক **বজলুর রশীদ ফিরোজ**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মনজুরুল ইসলাম**।

গণতন্ত্র ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রকাঠামো প্রয়োজন

প্রথম আলো : বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো গত সরকারের আমলে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছে। অবশেষে ২০২৪ সালে এসে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতন হলো। এই গণ-অভ্যুত্থান কি নতুন কোনো দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে? এর রাজনৈতিক তাৎপর্য কী?

জোনায়েদ সাকি : দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে আওয়ামী লীগ পুরো রাষ্ট্রকে একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা দুটো বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছিলাম। এর মধ্যে একটি হলো জনগণের সামনে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্ন হাজির করা এবং জনগণের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা। জনগণের মধ্যে একটি বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান তৈরি হওয়ার জমিন প্রস্তুত হলেও জনগণের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবেই ছাত্রসমাজের একটা বড় ভূমিকা আমাদের দেশে আমরা দেখেছি।

২০২৪ সালে কোটা নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের প্রতি সরকারের অপমানজনক বক্তব্য, দমন-পীড়ন, হত্যাকাণ্ড এ আন্দোলনকে সমগ্র সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। নির্বিচার গণহত্যা আন্দোলনকে অনিবার্যভাবে 'এক দফা' তথা সরকার পতনের আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায়। যখন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করে, সেটা গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

এবারের গণ-অভ্যুত্থানের মোটাদাগে দুটি রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং যুদ্ধের ঘোষণায় প্রতিশ্রুতি ছিল, নতুন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু '৭২ সাল থেকেই ৫৩ বছর ধরে এই রাষ্ট্রকে প্রধানত উল্টো পথে হাঁটতে দেখেছি। 'বৈষম্যহীন' শব্দটাকে ভিত্তি করে এবারের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থান '৭১ সালের সেই প্রতিশ্রুতিকেই আবার নতুন করে সামনে নিয়ে আসে। জনগণের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

গণ-অভ্যুত্থান একই সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক

জোনায়েদ সাকি

পরিসর ও জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তির উদ্বোধনের বাস্তবতাও তৈরি করেছে। এর ফলে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভব নয়।

প্রথম আলো : গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আড়াই মাস পেরিয়ে গেছে। এই সরকারের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

জোনায়েদ সাকি : ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের গণ-অভ্যুত্থানের ওপর দাঁড়িয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকারের একটি বড় সাফল্য হলো, তারা সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক চাপগুলো দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। তবে একই সঙ্গে বলতে হবে, অনেকগুলো ক্ষেত্রে সরকারের দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সে রকম কিছু ক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থাপনার ঘাটতি লক্ষ করছি। এর মধ্যে ভেঙে পড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন, গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে কিছু অসন্তোষ দেখা গেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ কমানো যায়নি। তা ছাড়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

প্রথম আলো : আপনারা তো শুধু সরকার নয়, ব্যবস্থারও পরিবর্তন চেয়েছিলেন। সেই পরিবর্তন কতটা হলো?

জোনায়েদ সাকি : জনপ্রতিনিধিত্বহীন একটি ফ্যাসিস্ট সরকারের অপসারণ সব অর্থেই একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের জবান খুলে গেছে বা বাক্‌স্বাধীনতা ফিরে এসেছে। যে বিপুল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থান তৈরি হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের মানুষ নতুন নামে একই রকমের শাসন আর মেনে নেবে না। ফলে শুধু ব্যক্তি বা দলের নাম বদল করে অগণতান্ত্রিক শাসন দিয়ে মানুষকে আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না। নতুন একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

এই রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হবে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি রাষ্ট্রকাঠামো; যেখানে নিপীড়নমূলক আইন থাকবে না, ধনবৈষম্য থাকবে না; আর্থিক খাতে দুর্নীতি দূর করা হবে, সব কাজে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা থাকবে। ধর্মীয় জাতিগত কিংবা লিঙ্গীয় পরিচয়, রাজনৈতিক বিশ্বাস কিংবা জীবনচর্চার পার্থক্যের কারণে কারও অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না।

প্রথম আলো : সংবিধান নিয়ে আপনারা অনেক দিন ধরে কথা বলছেন। সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত?

জোনায়েদ সাকি : বাংলাদেশের সংবিধানে অনেকগুলো গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হলেও কার্যত সেগুলো বাস্তবায়নের কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেসব অধিকার কেড়ে নেওয়ার সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত আছে। প্রধানমন্ত্রীর একচেটিয়া ক্ষমতা বাহাত্তরের সংবিধানকে চরম অগণতান্ত্রিক করেছে। এতে ক্ষমতারও কোনো ভারসাম্য নেই। প্রথম থেকেই এই সংবিধান জবাবদিহিহীন ক্ষমতার উৎস। সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে একে আরও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ও একচেটিয়া ক্ষমতার উপযোগী করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যৎ সংবিধান যাতে একটি জনগোষ্ঠী আকারে আমাদের বিকাশে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে, সেটা নিশ্চিত করাটা জরুরি।

সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে দ্রুত রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে

প্রথম আলো : আপনারা দীর্ঘদিন ধরে সুষ্ঠু নির্বাচন ও সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। ২০২৪ সালে এসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতন হলো। এই গণ-অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক তাৎপর্য কী?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : যেকোনো সাফল্যের পেছনে মানুষের শ্রম থাকে, সংগ্রাম থাকে, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্যের পেছনেও থাকে দীর্ঘদিনের লড়াই। দুর্নীতি, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তো ছিলই, এর সঙ্গে নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করা নিয়ে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪—এই তিনটি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছিল।

এর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে এসে ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের সফল অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন হয়েছে। শুধু ৩৬ দিনের আন্দোলনেই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে—এভাবে ভাবাটা ঠিক নয়।

এই অভ্যুত্থানে দুটি বিষয় গণ-আকাঙ্ক্ষারূপে হাজির হয়েছে। একটি হলো বৈষম্যবিরোধিতা; অপরটি ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অপসারণ। এই অভ্যুত্থানের শ্রেণিগত সক্ষমতার প্রশ্ন রয়েছে। তবে এর রাজনৈতিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

প্রথম আলো : গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দুই মাস পেরিয়ে গেছে। এই সরকারের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : সামগ্রিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা ও অরাজকতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যতটা মনোযোগ প্রয়োজন ছিল, অন্তর্বর্তী সরকার সেটা দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। দুই মাস যদিও যথেষ্ট সময় নয়, তবু দ্রব্যমূল্য, বাজার পরিস্থিতি ও শ্রমজীবী দরিদ্র জনজীবনের দুর্দশা লাঘবে ব্যর্থতা স্পষ্ট। সরকারের কাজের সমন্বয়হীনতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অগ্রাধিকার নির্ধারণে অস্পষ্টতা রয়েছে।

প্রথম আলো : বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি শব্দ হলো সংস্কার। অন্তর্বর্তী সরকারও সংস্কারের কথা বলছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন

বজলুর রশীদ ফিরোজ

গঠন করা হয়েছে। এসব কমিশনের কাছে আপনাদের প্রত্যাশাগুলো কী?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : এই কমিশনগুলো সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করবে না; তবে সমাধানের কিছু পথ দেখাবে—জনগণ এমন প্রত্যাশা করে। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সংকট চিহ্নিত করা, সমাধানের পথ নির্দেশ করা এবং খানিকটা দূর করার উদ্যোগ নেবে কমিশনগুলো।

তবে মীমাংসিত বিষয়ে নতুন বিতর্কও যেন সংকটের জন্ম না দেয়, সে ব্যাপারে কমিশনকে সতর্ক থাকতে হবে। বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সংস্কারের রূপরেখা, পরিধি, সময়সীমা ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা না হওয়ায় পুরো বিষয়টি এখনো অন্ধকারে রয়েছে।

প্রথম আলো : সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান কী? বাহাত্তরের সংবিধানের সংশোধন না নতুন সংবিধান প্রণয়ন—আপনাদের দাবি কোনটা?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : ৫২ বছর ধরে যারা দেশ শাসন করেছে, ক্ষমতার স্বার্থে তারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানকে অস্বীকার করেছে কিংবা পাশ কাটিয়েছে অথবা বিকৃত করে গোঁজামিলের দলিলে পরিণত করেছে। আপাতত অগণতান্ত্রিক সংশোধনীগুলো বাতিল করে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীর সমানাধিকার, মৌলিক অধিকারের আইনি সুরক্ষা, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা এবং ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে সংশোধন করলেই চলবে বলে মনে হয়। একটি সুষ্ঠু-অবাধ নির্বাচনসহ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার ন্যূনতম সংস্কার করার চেয়ে এই সরকারের বেশি কিছু করা উচিত হবে না।

প্রথম আলো : কোনো কোনো দল আগে নির্বাচন, পরে সংস্কার—এমন কথা বলেছে। রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

বজলুর রশীদ ফিরোজ : সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাগজে-কলমে সংস্কারই যথেষ্ট নয়; সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন জরুরি। আগে-পরের বিষয় নয়, স্বচ্ছ ও যৌথ মতামত বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আগে-পরে এই বিতর্কে জড়িয়ে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না।

সংস্কার ও নির্বাচন—একটা অপরটার বিরোধী নয়; কিন্তু আলোচনাটা এমনভাবে হচ্ছে যেন একটা করলে আরেকটা করা যাবে না। দুটিই সমান্তরালভাবে করতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যতটুকু সংস্কার, ততটুকু করে দ্রুত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ।

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নয়—এ বিষয়ে সব দল একমত। নির্বাচনকে টাকা, সাম্প্রদায়িকতা ও পেশিশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। 'না' ভোটের বিধান, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনসহ যতটুকু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর জন্য যতটুকু সংশোধন প্রয়োজন, ততটুকুই সংস্কার করা দরকার।

প্রথম আলো : সংস্কারের জন্য সরকারকে কত সময় দিতে চান? কত দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেটা যৌক্তিক হবে বলে মনে করেন?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনো সময় বেঁধে দিতে চাই না। তবে তাদেরকে অনির্দিষ্টকাল সময় দেওয়াও ঠিক হবে না। সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে দ্রুতই একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করা দরকার। না হলে জনমনে সন্দেহ তৈরির অবকাশ থেকে যাবে।

স্তন ক্যানসার সেরে গেলেও আবার ফিরে আসতে পারে

ভালো থাকুন

অধ্যাপক ডা. রওশন আরা বেগম
রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগ,
জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

নারীদের স্তন ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর অক্টোবর মাসকে বিশ্বব্যাপী স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস হিসেবে পালন করা হয়। গবেষণা বলছে, দেশে নারীদের ১৯ শতাংশ স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার আইএআরসির সর্বশেষ গবেষণা অনুসারে, প্রতিবছর ১২ হাজার ৭৬৪ নারী ক্যানসারে আক্রান্ত হন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম ধাপে ধরা পড়লে এবং সময়মতো সঠিক ও পূর্ণ চিকিৎসা নিলে ৯০ শতাংশ ক্যানসার রোগীর সুস্থ হওয়া সম্ভব।

সমস্যা হলো, অনেক সময় স্তন ক্যানসার সেরে যাওয়ার পাঁচ-সাত বছর পর আবার ফিরে আসতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'মেটাস্ট্যাটিক ডেভেলপমেন্ট' বলা হয়। ক্যানসার ফিরে আসা অনেকটাই নির্ভর করে পারিবারিক ইতিহাসের ওপর। সাধারণত তিন রকম জায়গায় ক্যানসার ফিরে আসার শঙ্কা থাকে। প্রথমত, আগের জায়গায় আবার হতে পারে। আবার আগের জায়গার আশপাশে দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া রক্তের মাধ্যমে ক্যানসার কোষ বাহিত হয়ে দেহের অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কেন হয় পুনরাবৃত্তি

সেরে ওঠার পর আবার আক্রান্ত হওয়ার কারণ দেহে ক্যানসার কোষের উপস্থিতি বা রয়ে যাওয়া; যা সিটি স্ক্যান বা ম্যামোগ্রাফির মতো পরীক্ষায়ও সহজে ধরা পড়ে না। রোগীর বুঝতে বুঝতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। সাধারণত প্রথমবার ক্যানসার থেকে সেরে ওঠার পর তিন-চার বছরের মধ্যেই আবার তা ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে। কারও ক্ষেত্রে এই সময়রেখা ১০-১২ বছর।

কী করে বুঝবেন

হঠাৎ স্তনে ব্যথা অনুভব হলে সাবধান হওয়া উচিত। ক্যানসার ফিরে আসার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এটি। বুক, পিঠ, পাঁজরের হাড়ের ভেতর তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হতে পারে। স্তনের আকারে হঠাৎ কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লে সাবধান হতে হবে। এ ছাড়া নিজের হাতের স্পর্শে মাঝেমধ্যে খেয়াল করুন, স্তনে কোনো ফোলা বা গোটা বা পিণ্ড রয়েছে কি না। তেমন হলে বুঝতে হবে, ক্যানসার ফিরে আসছে।

ঠান্ডার সমস্যা না থাকার পরও শ্বাস নিতে কষ্ট হলে বা বুকে চাপ অনুভব হলে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, স্তন ক্যানসার সেরে ওঠার পর তা ফুসফুসে ছড়িয়ে যেতে পারে। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে অনেকে ক্লান্ত থাকেন। এর জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম নেওয়ার পরও ক্লান্তি বা দুর্বল অনুভব করলে সেটা স্বাভাবিক নয়।

মেটাস্ট্যাটিক স্তন ক্যানসার মস্তিষ্ক পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। তেমনটা হলে স্নায়ুজনিত সমস্যা হতে পারে। কোনো ঘটনা ভুলে যাওয়া, মাথাব্যথা করা, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কী করবেন

প্রথম কথা হলো, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্তন ক্যানসারের পূর্ণ চিকিৎসা করতে হবে। অনেকে মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে দেন, এটা ভয়ংকর। দ্বিতীয়ত, পুরোপুরি সেরে ওঠার পরও বা সুস্থ হওয়ার পরও নির্দিষ্ট সময় পরপর চিকিৎসকের চেকআপে থাকতে হবে।

» আগামীকাল পড়ুন :
চুল পেকে গেলে কী করবেন

সাগরের তলদেশে বিয়ে

বিচিত্র

এনডিটিভি

বিয়ে মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। একসময় সাদামাটা আয়োজনে বিয়ের অনুষ্ঠান হতো। এখন দিনটি অসাধারণ ও রঙিন করে তুলতে মানুষ কত-কী না করেন।

কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেউ রাজপ্রাসাদ ভাড়া করেন, কেউ ভাড়া করেন দুর্গ, আবার কেউ কিনে বা ভাড়া নিয়ে নেন আস্ত এক দ্বীপ। তাই বলে সমুদ্রের পানির নিচে বিয়ের আয়োজন! যদিও এমন আয়োজন নজিরবিহীন নয়। এর আগে সমুদ্রের তলদেশে বিয়ে হয়েছে। তবে সেই সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা।

নিজেদের বিশেষ দিনটি আরও স্মরণীয় করে তুলতে সৌদি আরবের হাসান আবু আল-ওলা ও ইয়াসমিন দফতারদার এমনই এক আয়োজন করেছেন। জেদ্দায় আরব সাগরের স্বচ্ছ জলরাশির নিচে অত্যাশ্চার্য কোরাল প্রাচীরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এই জুটি। সৌদি আরবের স্থানীয় একটি ডাইভিং দল তাঁদের এ স্বপ্নপূরণে সহায়তা করেন।

হাসান ও ইয়াসমিন উভয়ই ডাইভিংয়ে (পানির নিচে প্রাণবৈচিত্র্য উপভোগ করতে ডুব দেওয়া) আগ্রহী। এ কারণেই তাঁরা বিয়ের জন্য সমুদ্রের তলদেশকে বেছে নেন।

প্রতীকী ছবি : রয়টার্স

পরে দিনটির কথা মনে করে হাসান বলেন, 'এটা সত্যিই এক বিস্ময় ছিল। আমরা প্রস্তুত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন ফয়সাল ও তাঁর দল আমাদের বললেন, সমুদ্রের পানির নিচে তাঁরা আমাদের বিয়ে উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, কোনো সমস্যাতেই পড়তে হয়নি। উদ্‌যাপন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে।'

এই জুটির বিয়ের এ গল্প অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে। সৌদি আরবে এটাই প্রথম সমুদ্রের পানির নিচে কোনো বিয়ের আয়োজন। দুঃসাহসিক জুটিদের মধ্যে এ ধরনের বিয়ে আয়োজনের আগ্রহ বাড়ছে। হাসানের আশা, তাঁর বিয়ের গল্প শুনে আরও মানুষ এমন আয়োজনে আগ্রহী হবেন।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫০১

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

স্লিপ অ্যাপনিয়ার আর কী কী কারণ থাকতে পারে?

চোখ কট কট করছে!

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাক-কান-গলার গঠনগত কিছু ত্রুটির কারণেও স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। আবার মস্তিষ্কের যে অংশ ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে, সেই অংশে কোনো সমস্যা হলেও স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২			৩	৪	
				৫			
৬							
				৭	৮		৯
	১০		১১		১২	১৩	
১৪							
১৫					১৬		১৭
		১৮					

বাঁ থেকে ডানে
১. জানাশোনা। ৩. তৃণ। ৫. মন্দ পরামর্শ। ৬. বিয়ের পর বর-বধূ যে প্রমোদবিহারে যায়। ৭. পদ্ধতি। ১২. তরুণ অবস্থা বা বয়স। ১৪. সৌন্দর্যের মাধুর্য। ১৫. ভিন্ন। ১৬. ফিরে আসে এমন। ১৮. অতি কুৎসিত।

ওপর থেকে নিচে
১. শুভ লক্ষণযুক্ত। ২. গমনাগমন। ৩. ঘর্ম। ৪. অত্যন্ত ভীত। ৫. অবিবাহিত নারী বা বালিকা। ৮. তেতো। ৯. গণনার যোগ্য। ১০. ভস্ত্রা। ১১. প্রশংসাবাদ। ১৩. রক্ত। ১৪. রূপবতী। ১৬. কাপড়ের তৈরি লম্বা ও চ্যাপটা ফালি। ১৭. সেই ব্যক্তি।

গত সমস্যার সমাধান

তি	রো	ধা	ন		র	স	দ
	খা		বো	ধ	গ	ম্য	
সা		ভোঁ	দ	ড়		ক	ফ
রা	জ		য়		ফি		র
	মা	না		মো	ক	দ্দ	মা
জ		ত	ন্ত্রী		ফি		ন
মা	ন	ব		ফো	ক	র	
ট		উ	জা	লা		বি	স্ব

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

কথা অমৃত

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পাই যে অভিজ্ঞতা থেকে কেউ কিছু শেখে না।

জর্জ বার্নার্ড শ
আইরিশ নাট্যকার (১৮৫৬-১৯৫০)

সুডোকু

1	9			7				
	5	6			8			1
3			2		1			
	8		7	1		3		
4								2
		7		4	9		1	
			9		4			5
9			5			2	7	
				6			9	3

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

3	7	6	1	9	8	2	5	4
1	9	5	4	3	2	8	6	7
4	2	8	6	7	5	1	3	9
9	8	4	2	5	6	7	1	3
7	3	1	8	4	9	6	2	5
5	6	2	3	1	7	4	9	8
6	5	7	9	8	1	3	4	2
8	1	3	5	2	4	9	7	6
2	4	9	7	6	3	5	8	1

কৌতুক

শিক্ষক বললেন, 'পল্টু, মনে কর, তুই জাহাজে করে যাচ্ছিস। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। তখন তুই কী করবি?' পল্টু বলল, 'দ্রুত নোঙর ফেলব, স্যার।'
শিক্ষক বললেন, 'ধর, একটু পর আবারও ঝড়-বৃষ্টি! কী করবি?'
পল্টু বলল, 'আবারও নোঙর ফেলব।' শিক্ষক বললেন, 'আবারও ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে?'
পল্টু বলল, 'আবারও নোঙর ফেলব!' শিক্ষক বিরক্ত, 'ওহ্! তুই এত নোঙর পাস কই?'
পল্টু বলল, 'স্যার, আপনি এত ঝড়-বৃষ্টি পান কই?'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

বিএনপির দুই নেতা গ্রেপ্তার | গাজীপুরের গাছা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিএনপি দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। প্রতিনিধি, গাজীপুর

সংক্ষেপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ৪ নভেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে আগামী ৪ নভেম্বর। ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩ জানুয়ারি শুরু হবে। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৩ জানুয়ারি আইবিএ, ৪ জানুয়ারি চারুকলা, ২৫ জানুয়ারি কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন, ১ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান, ৮ ফেব্রুয়ারি ব্যবসায় ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে ৪ নভেম্বর দুপুর ১২টায়। শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন ২৫ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এবারের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি ১ হাজার ৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

বুয়েট

ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনের জনগণের ওপর ইসরায়েলের নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একদল শিক্ষার্থী। গতকাল সোমবার দুপুরে বুয়েটের শহীদ মিনারের সামনে তাঁরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধনে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রতি সংহতি এবং যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে মানববন্ধন শেষে ইসরায়েলের পতাকায় আগুন দেন শিক্ষার্থীরা। মানববন্ধন শুরুর আগে শিক্ষার্থীরা বুয়েটের প্রবেশপথে ইসরাইলের পতাকা এবং প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ছবি মাটিতে ফেলে রাখেন। তারা পা দিয়ে পতাকা ও ছবি মাড়িয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের হন। মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা, 'ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি'; 'আমাদের পরাজয় বলতে কিছু নেই, আমরা মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী'; 'ওয়ান উম্মাহ, ওয়ান বডি'; 'আমরা সবাই রাসুল সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা' ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।
প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে খাবারের দোকানের জন্য নতুন করে ইজারার পরিকল্পনার প্রতিবাদে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য দেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। ছবি: প্রথম আলো

বাহাদুর শাহ পার্ক দোকানের জন্য ইজারা গণবিরোধী

সুধী সমাবেশ

পুরান ঢাকার এই পার্কের চারপাশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কবি নজরুল সরকারি কলেজসহ অন্তত ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

প্রতিবেদক, *জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*

রাজধানীর বাহাদুর শাহ পার্কে খাবারের দোকান বসাতে নতুন করে ইজারা দেওয়ার পরিকল্পনাকে গণবিরোধী সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, ইজারা দেওয়া হলে পুরান ঢাকাবাসী আগের মতো আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

ইজারার পরিকল্পনার প্রতিবাদে গতকাল সোমবার পার্কের ভেতরে শহীদ স্মৃতিবেদিতে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনু মুহাম্মদ এ কথা বলেন। 'ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ পার্ক ও পার্কের ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংগ্রাম পরিষদ' এ সমাবেশের আয়োজন করে।

আনু মুহাম্মদ বলেন, যদি (পার্ক) ইজারা দেওয়া হয়, পুরান ঢাকাবাসী আগের মতো আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'বর্তমান পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান পরিবেশ রক্ষায় অনেক কাজ করেছেন। তিনি বাহাদুর শাহ পার্কের খাবার দোকান বিষয়ে অবহিত আছেন। আশা করি, প্রধান উপদেষ্টা, পরিবেশ উপদেষ্টা ও অন্যরা এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।' তিনি বলেন, গত সরকারের সময়ে স্থানীয় লোকজনের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে পার্কে খাবারের দোকান করার জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

সমাবেশে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যসচিব আক্তারুজ্জামান বলেন, ইজারা বাতিলের দাবিতে ৮ অক্টোবর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসককে জরুরি চিঠি দেওয়া হয়েছে। পরদিন প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে জরুরি চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতেও কাজ না হওয়ায় পরিবেশ উপদেষ্টাকে স্মারকলিপির অনুলিপি দেওয়া হয়। তবুও করপোরেশন ইজারা দেওয়ার ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে।

সদস্যসচিব আরও বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকেও ১৫ অক্টোবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি, এই সরকার প্রাণ-প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংসের প্রকল্প বাতিল করতে যথাযথ ভূমিকা নেবে। তা না হলে পুরান ঢাকাবাসী রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে।'

সভায় স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরাও বক্তব্য দেন।

পুরান ঢাকায় ৮৫ দশমিক ৩ কাঠা আয়তনবিশিষ্ট বাহাদুর শাহ পার্কের চারপাশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কবি নজরুল সরকারি কলেজসহ অন্তত ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও এই পার্ক ব্যবহার করেন। জনমত উপেক্ষা করে সেই পার্ক ইজারা দেয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। পার্কের ভেতরে খাবারের দোকান বসিয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট করার প্রতিবাদে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। পরে এই পার্ক রক্ষার দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের চারটি সংগঠন মিলে গড়ে তুলেছে ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ পার্ক ও পার্কের ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংগ্রাম পরিষদ।

বাহাদুর শাহ পার্কের নাম ছিল 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের বেশ কয়েক বছর পর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহর নামানুসারে পার্কের নামকরণ করা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক'।

গুলশান লেক ভরাটের কার্যক্রম বন্ধ করল পরিবেশ অধিদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর গুলশান লেকের একাংশ ভরাটের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। গতকাল সোমবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভিযান চালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি দল।

গতকালই *প্রথম আলোয়* 'টিন-জালের বেড়া দিয়ে গুলশান লেক দখলের অভিযোগ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ইউএনবি জানায়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের নির্দেশনা অনুযায়ী গতকালের অভিযান চালানো হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়জুন্নেছা আক্তারের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের দলটি গুলশানের এ কে খন্দকার বীর উত্তম সড়কের হোল্ডিং নম্বর-৪/এ ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে লেকের কিছু অংশ ভরাট দেখতে পায়। ভরাটের প্রমাণ পাওয়ায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত লেকের ওই অংশে ভরাটের কার্যক্রম বন্ধ রাখার নোটিশ দেয় পরিবেশ অধিদপ্তর। এ ছাড়া আইন অমান্য হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

গুলশান লেক একটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা। এই লেক ভরাটে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে।

জি এম কাদের বললেন

রাজনীতিতে বন্ধুকে 'শত্রু' বানানোর ফল কঠিন হতে পারে

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাজনীতিতে বন্ধুকে 'শত্রু' বানানোর ফল কঠিন হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেছেন, রাজনীতিতে বন্ধুর সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতারা বন্ধুকে শত্রু বানানোর চেষ্টা করছেন। এভাবে বন্ধুকে শত্রু বানিয়ে ভালো ফল আশা করা কঠিন। কোনো জটিল পরিস্থিতি হলে তখন তাঁরা বন্ধুহীন হয়ে পড়তে পারেন বলেও মন্তব্য করেন জি এম কাদের।

জি এম কাদের

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে জি এম কাদের এ কথা বলেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করলেও এখনো জাতীয় পার্টিকে ডাকেনি। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের।

সংবাদ সম্মেলনে জি এম কাদের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাঁর দেওয়া বক্তব্য, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারগুলো তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে আন্দোলনে দলের নেতা-কর্মীদের ভূমিকা এবং দুজন কর্মী নিহত হওয়ার তথ্য তুলে ধরেন।

পদত্যাগকারী সমন্বয়কদের নিয়ে নতুন প্ল্যাটফর্মের আত্মপ্রকাশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক হয়েছেন আবদুর রশিদ এবং সদস্যসচিব ফাহমিদা ফাইজা।

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে পদত্যাগকারী সমন্বয়কদের নিয়ে 'গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলন' নামে নতুন প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে প্ল্যাটফর্মের নাম ও সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হয়।

নতুন প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু ও তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবদুর রশিদ এবং সদস্যসচিব হিসেবে হয়েছেন ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ফাহমিদা ফাইজা। এ ছাড়া ৪৬তম ব্যাচের ইমরান শাহরিয়ারকে মুখপাত্র এবং ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রুদ্র মোহাম্মদ সফিউল্লাহকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়। তাঁদের মধ্যে আবদুর রশিদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক এবং ফাইজা ও সফিউল্লাহ জাবি শাখার সমন্বয়ক ছিলেন।

জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনাকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য চার সদস্যের এ আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং খুব দ্রুত তাদের আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নতুন প্ল্যাটফর্মের মুখপাত্র ইমরান শাহরিয়ার।

ইমরান শাহরিয়ার বলেন, 'একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা কাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছি। গত ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পুরো জাতির বুকে জাগ্রত হয়েছিল একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন, যে নতুন বাংলাদেশে কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি থাকবে না, যে বাংলাদেশে বৈষম্য ও নিপীড়ন থাকবে না, যে বাংলাদেশে ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা থাকবে, যে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা থাকবে এবং যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে নিরাপদ ও উচ্চশিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত। এ স্বপ্নকে সামনে রেখেই আপামর জনতা নবগঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি, যে চেতনাকে লালন করে মানুষ এ সরকারকে সমর্থন দিয়েছিল, সে চেতনা এ সরকার লালন করতে পারছে না।'

তবে সর্বশক্তি দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ইমরান শাহরিয়ার বলেন, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মত ও পথের শিক্ষার্থীরা আলাদাভাবে একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমরা মনে করি, বৃহত্তর পরিবর্তনের জন্য স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি। এরই অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোচ্চার ও সচেতন শিক্ষার্থীরা মিলে আমরা এই "জুলাই অভ্যুত্থান" এবং এর চেতনাকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য "গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলন" নামে একত্র হয়েছি। আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সহযোগিতা করব এবং একই সাথে তার লাগামও টেনে ধরব।'

লেবানন থেকে প্রথম ধাপে দেশে ফিরলেন ৫৪ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুদ্ধের কারণে লেবানন থেকে গতকাল সোমবার প্রথম ধাপে দেশে ফিরেছেন ৭ শিশুসহ ৫৪ প্রবাসী বাংলাদেশি। আগামীকাল বুধবার আরও ৬৫ জনের দেশে ফেরার কথা।

এদিকে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানান, সেখান থেকে যাঁরা ফিরতে চান, তাঁদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হবে।

লেবানন থেকে গতকাল স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে দেশে ফিরেছেন নরসিংদীর মোহাম্মদ হোসাইন। তিনি সাত বছর আগে সেখানে গিয়েছিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিন বছর আগে। তাঁদের ১১ মাস বয়সী সন্তান মাহাদির জন্ম লেবাননেই।

হোসাইন বলেন, 'আমি ১৫ দিন ধরে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সাগরপারে ছিলাম। সেখানে এখন খুব ঠান্ডা পড়ছে। খুব বাতাস, খুব খারাপ অবস্থা। যত দ্রুত সম্ভব, যারা দেশে ফিরতে চায়, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।'

সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে হোসাইন বলেন, 'আমি যেখানে থাকতাম, সেই ভবনের পাশের চার-পাঁচটি ভবন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোমার বিকট শব্দে থাকা যায় না। ইসরায়েলি বিমান সব সময় আকাশে উড়তে থাকে। কখন বোমা ফেলে এ নিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয়।'

এদিকে লেবানন থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ফেরানোর সরকারি উদ্যোগ জানাতে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সিআইপি লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে দেশে ফিরেছেন নরসিংদীর মোহাম্মদ হোসাইন। ছবি : প্রথম আলো

সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানান, লেবানন থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ফেরাতে সব উদ্যোগ অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের ফিরিয়ে আনার খরচ সরকার বহন করবে। যাঁরা ফিরতে চান, তাঁদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।

আসিফ নজরুল বলেন, লেবাননে এক লাখের মতো বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছেন। তাঁর মধ্যে ১ হাজার ৮০০ জন দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

ইউরোপের তিন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক জামায়াতের আমিরের

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপের তিন দেশ নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেনের কূটনীতিকেরা জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজধানীর গুলশানে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরালড গুলব্র্যান্ডসেনের বাসায় গতকাল সোমবার এ বৈঠক হয়।

বৈঠকে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রেক্স মোলার ও সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকসে ছাড়া নরওয়ের ডেপুটি হেড অব মিশন মারিয়ান রাবে ন্যাভেলসরুডও উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেনের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচনপদ্ধতি আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমানে নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেনে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনপদ্ধতি বিদ্যমান থাকায় এ ব্যাপারে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনপদ্ধতি চালুর ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের পরামর্শ তুলে ধরেন।

জামায়াতে ইসলামী জানিয়েছে, বাংলাদেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেনের রাষ্ট্রদূতেরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

বৈঠকে অন্যদের মধ্যে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মো. সেলিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

গজারিয়ায় ব্যাংকে টাকা না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ন্যাশনাল ব্যাংক শাখায় টাকা না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন গ্রাহকেরা। গতকাল সোমবার বেলা তিনটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শতাধিক গ্রাহক অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন।

গ্রাহকেরা মহাসড়ক অবরোধ করায় আধা ঘণ্টার মতো যান চলাচল বন্ধ থাকে। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে গ্রাহকেরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল শুরু হয়।

ব্যাংকের কয়েকজন গ্রাহক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ ব্যাংকে টাকা সঞ্চয় করা গ্রাহকেরা তিন মাস ধরে ব্যাংকে তাঁদের সঞ্চিত টাকা ওঠাতে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। কাউকেই চাহিদামতো টাকা দিচ্ছে না ব্যাংক। এ ছাড়া অনেক গ্রাহক ২ থেকে ১ দিন পর পর সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ব্যাংকে অপেক্ষা করে টাকা না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে যান। ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বারবার বলেও তাঁরা প্রতিকার পাচ্ছিলেন না।

কয়েকজন গ্রাহক অভিযোগ করেন, 'ব্যাংকের কর্মকর্তারা স্বজনপ্রীতি করেন। তাঁদের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ভালো, তাঁদের ব্যাংক বন্ধ হলে সন্ধ্যার সময় চাহিদামতো টাকা দেওয়া হয়। এ ছাড়া গ্রাহকদের টাকা না দেওয়ার জন্য ব্যাংকের অফিসার ব্যাংকে এসে প্রবেশ গেট বন্ধ করে বসে থাকেন। দু-একজন মাঝেমধ্যে জানান, দুই থেকে তিন মাস পর এসব সমস্যা মিটে যাবে। প্রতিদিন আমাদের ব্যাংকের প্রবেশ গেটে টাকা নেওয়ার অপেক্ষায় থেকে শেষে খালি হাতে সন্ধ্যায় ফিরতে হচ্ছে। তাই আমরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলাম।'

নাফিজ দেওয়ান, আবুল হোসেন নামের দুজন গ্রাহক বলেন, 'কষ্ট করে টাকা জমিয়ে আমরা সে টাকা এখন প্রয়োজনের সময় পাচ্ছি না। এ জন্য বাধ্য হয়ে আন্দোলন করেছি।'

এ বিষয়ে জানতে ন্যাশনাল ব্যাংক গজারিয়া শাখার সহকারী ব্যবস্থাপক মো. জাকির হোসেনের মুঠোফোনে ফোন করা হলে তিনি কেটে দেন।

গজারিয়া থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, 'ব্যাংক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যত দূর শুনেছি গ্রাহকেরা তাঁদের চাহিদামতো বেশি টাকা চাচ্ছিলেন। ব্যাংক সে পরিমাণ টাকা দিতে না পারায় কিছু নারী মহাসড়কে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত করতে চান।'

পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আরও পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলাদা প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এম এনামুল্লাহ। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক খন্দকার মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ।

হত্যার দায়ে তিনজনের মৃত্যুদণ্ড

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে শাহিন আলম (২২) নামের এক সেনাসদস্যকে হত্যার দায়ে তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবু শামীম আজাদ এই রায় দেন।

নিহত শাহিন চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মানিকের কান্দি গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন সিদ্ধিরগঞ্জের সিআই খোলা এলাকার আলী হোসেনের ছেলে জীবন, সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি বাতানপাড়ার শওকত আলীর ছেলে মো. সুমন মিয়া ও একই এলাকার আসলাম মিয়ার ছেলে মো. জুম্মন মিয়া। তবে রায় ঘোষণাকালে আসামি সুমন মিয়া পলাতক ছিলেন।

মামলার এজাহারে সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৫ জানুয়ারি রাতে পটুয়াখালীতে কর্মরত শাহিন সাত দিনের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের উদ্দেশে রওনা হন। পথে তাঁর বন্ধু ফারহান হাবিবের বাসায় সিদ্ধিরগঞ্জের হিরাঝিল এলাকা রাত্রি যাপন করতে যাচ্ছিলেন। মৌচাক ১০ তলার মোড়ে পৌঁছালে তিন ছিনতাইকারী তাঁর পথ রোধ করেন। তাঁর সঙ্গে থাকা মানিব্যাগ ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। তিনি বাধা দেওয়ায় তাঁরা তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁকে সিএমএইচে নেওয়া হলে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় শাহিনের ভাই সাইফুল ইসলাম সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় আদালত তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

সংহতি প্রকাশে কিয়েভ সফর

ইউক্রেনের প্রতি সংহতি প্রকাশে কিয়েভ সফরে গেলেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন। রয়টার্স

সংক্ষেপে

রাশিয়া

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন ইউলিয়া

রাশিয়ার প্রয়াত বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যখন আর ক্ষমতায় থাকবেন না, তখন একদিন তিনি দেশে ফিরে যাবেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন। গতকাল সোমবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে কারাগারে মারা যান নাভালনি। এরপর বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করতে একজন নেতাও এগিয়ে আসেননি। দেশের বাইরে থাকা নানা ভাগে বিভক্ত রুশ ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যেও দৃশ্যমান অন্তর্কোন্দল রয়েছে। ইউলিয়া বলেন, 'যখন ঠিক সময় আসবে, একজন প্রার্থী হিসেবে আমি নির্বাচনে অংশ নেব।' তবে পুতিন যত দিন ক্ষমতায় আছেন, তত দিন দেশে ফিরবেন না বলে জানান তিনি। ১৯৯৯ সালের শেষ দিন থেকে এখনো ক্ষমতায় আছেন পুতিন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি আকস্মিক মারা যান ৪৭ বছর বয়সী কারাবন্দী নাভালনি।

রয়টার্স, *মস্কো*

ব্রাজিল

লুলার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন। এ জন্য পূর্বনির্ধারিত রাশিয়া সফর বাতিল করেছেন তিনি। লুলার চিকিৎসক রবার্তো কালিল এক সাক্ষাৎকারে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথার পেছনের অংশে আঘাত পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট লুলা। আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় সেলাই দিতে হয়েছে। তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তবে সেটা গুরুতর নয়। লুলার রাশিয়ায় অনুষ্ঠেয় ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। চিকিৎসকেরা তাঁকে আপাতত আকাশপথে দীর্ঘ ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এ জন্য গত রোববার রাশিয়া সফর বাতিল করেন তিনি। ৭৮ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট লুলা প্রাত্যহিক সাধারণ কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন। প্রেসিডেন্টের দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, রোববার স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় রাশিয়ার উদ্দেশে ব্রাজিল ছাড়ার কথা ছিল প্রেসিডেন্ট লুলার।

রয়টার্স, *ব্রাসিলিয়া*

তুরস্ক

গুলেন মারা গেছেন

তুরস্কের ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লা গুলেন যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তুর্কি গণমাধ্যম ও গুলেন-সংশ্লিষ্ট একটি ওয়েবসাইট গতকাল সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে। আঙ্কারার অভিযোগ, ২০১৬ সালে তুরস্কে ব্যর্থ অভ্যুত্থানচেষ্টার পেছনে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী গুলেন। তুরস্কে ও দেশটির বাইরে একটি শক্তিশালী ইসলামি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন গুলেন। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থানচেষ্টার জন্য গুলেনকে অভিযুক্ত করেন। এ অভিযোগ মাথায় নিয়েই গুলেন তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলো পার করেন। তবে তিনি শুরু থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছিলেন।

রয়টার্স, ইস্তাম্বুল

ইসরায়েলের বোমা হামলার মুখে নতুন আশ্রয়ের উদ্দেশে ছুটছেন লেবাননের বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা। গতকাল দেশটির রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে। ছবি : এএফপি

অভিযান চালাতে দিলে যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি

লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসন

যুদ্ধবিরতিতে ইসরায়েলের শর্ত হচ্ছে, হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লেবাননে অভিযান চালানোর সম্পূর্ণ অনুমতি দিতে হবে।

রয়টার্স

লেবাননে যুদ্ধবিরতি নিয়ে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একটি নথি হস্তান্তর করেছে ইসরায়েল। লেবাননে যুদ্ধ থামাতে তাতে কূটনৈতিক সমাধানের কথা বলা আছে। তবে এতে তাদের শর্ত রয়েছে। গত রোববার মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওএস যুক্তরাষ্ট্রের দুজন ও ইসরায়েলের দুজন কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে।

যুদ্ধবিরতিতে রাজি হতে ইসরায়েলের শর্ত হচ্ছে, তাদের সেনাবাহিনী আইডিএফকে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লেবাননে অভিযান চালানোর সম্পূর্ণ অনুমতি দিতে হবে। হিজবুল্লাহ যাতে আবার সংগঠিত হতে না পারে এবং ইসরায়েল সীমান্তে সামরিক স্থাপনা গড়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে না পারে, সে জন্য ইসরায়েলি সেনারা লেবাননে অভিযান চালাবেন। এ ছাড়া ইসরায়েলি বিমানবাহিনীকে লেবাননের আকাশসীমায় অভিযান চালানোর স্বাধীনতা থাকতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা এক্সিওএসকে বলেছেন, ইসরায়েলে যুদ্ধবিরতির জন্য যে শর্ত দিয়েছে, তাতে লেবানন বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রাজি হবে বলে মনে হয় না।

ইসরায়েলের এ শর্ত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। লেবাননের দূতাবাসও এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য নতুন করে প্রচেষ্টা শুরু করেছে। হিজবুল্লাহর নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিহত হওয়ার পর তা জোরদার করা হয়েছে। যুদ্ধবিরতির কূটনৈতিক প্রচেষ্টা হিসেবে হোয়াইট হাউসের বিশেষ দূত আমোস হোচস্টেইন সোমবার বৈরুত সফর করছেন। এ ছাড়া মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য গতকাল মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা দেন। হোচেস্টেইন লেবাননের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি এবং পার্লামেন্টের স্পিকার নাবিহ বেরির সঙ্গে আলোচনা করবেন। বেরি বলেছেন, হোচস্টেইনের সফর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আগে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর শেষ সুযোগ। তিনি আরও বলেন, এর আগে ২০০৬ সালে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে শেষ বড় যুদ্ধের অবসান ঘটানো চুক্তি থেকে কোনো ধরনের বিচ্যুতি হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর মধ্যেও লেবাননের বৈরুত ও ফিলিস্তিনের গাজায় ব্যাপক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গতকাল সোমবার ইসরায়েলি বাহিনী বাস্তুচ্যুত লোকজনের জন্য স্কুল ও আশ্রয়কেন্দ্র থেকে শুরু করে গাজা ও বৈরুতে হামলা করেছে।

হোচেস্টেইনের সফরে কোনো আশার আলো দেখছেন না লেবাননের বাসিন্দারা। একটি গাড়ির ওয়ার্কশপের মালিক ৬১ বছর বয়সী টনি রাওয়ানদোস বলেন, 'এটা সময়ের অপচয়। আমরা কি হিজবুল্লাহর অস্ত্র থেকে মুক্তি পাব? হোচেস্টেইন কিছুই করতে পারবেন না।'

লেবাননের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হামলা

হিজবুল্লাহকে অর্থায়ন করার অভিযোগে লেবাননের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আল-কারদ আল-হাসানের একাধিক শাখায় হামলা করেছে ইসরায়েল। বৈরুতের দক্ষিণের শহরতলিতে ১১ বার হামলা চালানো হয়েছে। সেগুলোর বেশ কয়েকটির লক্ষ্যবস্তু ছিল আল-কারদ আল-হাসান। ইসরায়েলের দাবি, ইরান-সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহকে অর্থায়ন করে আসছে আল-কারদ আল-হাসান ব্যাংক। এ জন্য লেবাননজুড়ে ব্যাংকটির শাখাগুলোতে হামলা করেছে তারা। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিবৃতিতে বলেছে, তাদের ব্যাংকের শাখায় শাখায় এমন হামলা শত্রুপক্ষের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। একই সঙ্গে বোঝা যাচ্ছে যে ইসরায়েল এখন কোথায় হামলা চালাবে, তা খুঁজে পাচ্ছে না। এ কারণে তারা যত্রতত্র হামলা চালাচ্ছে।

দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশন থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী 'ইচ্ছা করে' তাদের একটি অবস্থানের ক্ষতি করেছে।

ইসরায়েলে থাড মোতায়েন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেছেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের উন্নত ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা থাড ইসরায়েলে পাঠিয়েছে এবং তা যথাস্থানে মোতায়েন করা হয়েছে।

সীমান্তে টহল নিয়ে চীন-ভারত মতৈক্য

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা হিসেবে পরিচিত দুই দেশের সীমান্তে টহল নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। সমঝোতার অংশ হিসেবে ২০২০ সালের সংঘর্ষের আগে দুই দেশের সেনারা যেসব জায়গায় টহল দিতেন, সেখানে যেতে পারবেন। গতকাল সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই সমঝোতার ভিত্তিতে আগামী দিনে সেনা প্রত্যাহারের পথ প্রশস্ত হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ মঙ্গলবার ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে রাশিয়ায় যাচ্ছেন। তাঁর এই সফরের আগে পররাষ্ট্রসচিবের এই ঘোষণাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অবশ্য পররাষ্ট্রসচিব স্পষ্ট করে জানাননি, এর ফলে সীমান্ত সংঘাতের আগে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দুই দেশের সেনাবাহিনী যে অবস্থানে ছিল, সেখানে ফিরে যাবে কি না। আর সম্প্রতি টহলের জন্য যে 'বাফার জোন' তৈরি হয়েছিল, সেটির কী হবে।

২০২০ সালের জুন মাসে পূর্ব লাদাখের গলওয়ানে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে বহু হতাহত হয়। অভিযোগ, সেই সংঘর্ষের আগে থেকেই চীনের সেনারা ভারতীয় ভূখণ্ডের অনেকটাই দখল করে নিয়েছিল।

ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অভিযোগ, লাদাখের প্রায় দুই হাজার বর্গ কিলোমিটার ভারতীয় ভূখণ্ড চীন দখল নিয়েছে। লাদাখ পরিস্থিতি নিয়ে ভারতীয় সংসদে বিতর্কের দাবিও সরকার এখন পর্যন্ত মানেনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের লাদাখ পরিস্থিতি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার আরজিও মানা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরের প্রাক্কালে গতকাল বিশেষ ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রসচিব এই প্রসঙ্গে বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ভারত ও চীন কূটনৈতিক ও সামরিক পর্যায়ে আলোচনা চালাচ্ছে। সেই আলোচনা থেকেই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর টহল নিয়ে এই সমঝোতায় পৌঁছেছে দুই দেশ। এই সমঝোতার ভিত্তিতে সেনা প্রত্যাহার ও ২০২০ সালে তৈরি হওয়া সমস্যা এড়ানো সম্ভব হবে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই আরও নির্দিষ্ট করে জানিয়েছে, ডেপসাং ও ডেমচক এলাকায় টহল নিয়ে সমঝোতা হয়েছে।

জনসমর্থনে এখনো সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে কমলা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ইমারসন কলেজের জরিপে কমলার সমর্থন ৪৯ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৮। এবিসি নিউজের জরিপে কমলার সমর্থন ৪৮ শতাংশ, ট্রাম্পের ৪৬।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর দুই সপ্তাহ। জনসমর্থনের দিক থেকে জাতীয় জরিপগুলোর গড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে মাত্র ১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনের আগে দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বিবিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের আগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জনসমর্থন নিয়ে জরিপ করেছে। সেই জরিপগুলোর গড় হিসাবে দেখা গেছে, সামান্য ব্যবধানে কমলা হ্যারিস এগিয়ে রয়েছেন। এবিসি নিউজের ফাইভথার্ট এইটের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে কমলার সমর্থন ৪৮ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৬ শতাংশ।

গত জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে জো বাইডেন সরে যাওয়ার পর কমলাকে সমর্থন দেন। এর পর থেকে কয়েক সপ্তাহ দ্রুত তাঁর সমর্থন বেড়েছিল। এক পর্যায়ে গত আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকে সমর্থনের বিষয়টি অনেকটাই স্থিতিশীল হয়ে গেছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর কমলা ও ট্রাম্পের টেলিভিশন বিতর্কে কমলা জয়ী হলেও জরিপে তার প্রভাব পড়েনি।

জাতীয় জরিপে একজন প্রার্থী কতটা জনপ্রিয়, সে বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও নির্বাচনের ফলাফলের সঠিক চিত্র এ থেকে পাওয়া যায় না। এবারের নির্বাচনে সাতটি দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মত দিয়েছেন বিশ্লেষকেরা। এ সাত অঙ্গরাজ্যের মধ্যে মিশিগান, উইসকনসিন ও নেভাদায় ১ পয়েন্টে এগিয়ে কমলা। অন্যদিকে পেনসিলভানিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনায় ১ পয়েন্টে এগিয়ে ট্রাম্প। জর্জিয়া ও অ্যারিজোনায় ২ পয়েন্টে এগিয়ে ট্রাম্প।

- জাতীয় জরিপগুলোয় গড়ে ট্রাম্পের চেয়ে মাত্র এক পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে কমলা।
- ১০ সেপ্টেম্বরের টেলিভিশন বিতর্কে কমলা জয়ী হলেও জরিপে তার প্রভাব পড়েনি।

ফোর্বস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার ইমারসন কলেজের এক জরিপে দেখা গেছে, কমলা ১ পয়েন্টে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে। কমলার সমর্থন ৪৯ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৮ শতাংশ। তবে গত বুধবার ফক্স নিউজের এক জরিপে দেখা যায়, কমলায় চেয়ে ট্রাম্প ২ পয়েন্টে এগিয়ে। ট্রাম্পের সমর্থন ৫০ শতাংশ আর কমলার ৪৮ শতাংশ। বুধবার প্রকাশিত পৃথক দুটি জরিপে অবশ্য কমলাকে এগিয়ে রাখা হয়। এর মধ্যে ম্যারিস্ট কলেজের জরিপে কমলা ৫ পয়েন্টে এগিয়ে। *ইকোনমিস্ট* ও ইউগভের জরিপে কমলা ৪ পয়েন্টে এগিয়ে। অন্য বেশ কয়েকটি জরিপে দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর মধ্যে হার্ভার্ডের জরিপে কমলা ২ পয়েন্টে এগিয়ে। এবিসি ও ইপসসের জরিপেও একই ব্যবধানে এগিয়ে কমলা। তবে এনবিসির জরিপে দুই প্রার্থীর ৪৮ শতাংশ করে সমান সমান জনসমর্থন রয়েছে।

সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস

জরুরি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

১। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য দেশীয় মুদ্রায় ছকে উল্লেখিত চিকিৎসা সামগ্রীসমূহ ক্রয়ার্থে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ী/প্রস্তুতকারী/আমদানীকারক/ইন্ডেন্টিং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সীল মোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

২। দরপত্রের সিডিউল নিম্নের ছকে উল্লেখিত তারিখ ও সময় মোতাবেক সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস থেকে নগদ মূল্যে (অফেরৎযোগ্য) সংগ্রহ করা যাবে এবং সীল মোহরযুক্ত খামে এই মহাপরিদপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বক্সে আগামী ০৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে কোন কার্যদিবসে ০৯০০ হতে ১২০০ ঘটিকা পর্যন্ত দাখিল করা যাবে। ০৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ বেলা ১৩০০ ঘটিকায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ উন্মুক্ত করা হবে।

ক্রমিক নং	দ্রব্যের বিবরণ	দরপত্র বিক্রয়ের তারিখ		দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র নম্বর
		হইতে	পর্যন্ত		
ক।	ডিসপোজেবল	২৪-১০-২০২৪	০৭-১১-২০২৪ ১২০০ ঘটিকা	০৭-১১-২০২৪ ১৩০০ ঘটিকা	69/2024-2025/ Corres/Open

৩। দরপত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/নথিপত্র সংযুক্ত করতে হবে ঃ

ক। প্রিন্সিপাল এর নিকট থেকে স্থানীয় এজেন্সি সনদপত্র ।
খ। প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম ও দেশ ।
গ। দরপত্রের সাথে আইটেমের নমুনা/ক্যাটালগ।
ঘ। বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত রেজিস্ট্রেশন নম্বর/এমএ নম্বর/অনাপত্তি সনদ (NOC) এর কপি।
ঙ। **দরপত্রের হার্ড কপির সাথে MS Word এ প্রস্তুতকৃত সফট কপির পেন ড্রাইভ ।**
চ। দরপত্র ক্রয় রশিদ ।

৪। কার্যাদেশ প্রাপ্তির ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যে আইটেম সমূহ রেডি ষ্টক হতে সরবরাহ করতে হবে ।

৫। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন ।

তারিখ ঃ________ অক্টোবর ২০২৪

লেফটেন্যান্ট কর্নেল
সহ-মহাপরিচালক (স্টোরস)
সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

আই এস পি আর/বিবিধ/২০২৪/৪৫৪
২১/১০/২৪

আন্তর্জাতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারতকে অবশ্যই তার অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ নিয়ে ভারতের *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

পলাতক ইউপি চেয়ারম্যান

জনগণকে সেবা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না

৫ আগস্ট ক্ষমতার পালাবদলের পর অন্যান্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সঙ্গে অনেক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেও মামলা দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তাঁরা কেবল নিজ নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত নন, গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়েও বেড়াচ্ছেন।

ইউপি চেয়ারম্যানরা বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা বিতরণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। ওয়ারিশ সনদ, চারিত্রিক সনদ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে হয়ে থাকে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বরাতে *প্রথম আলোর* খবরে বলা হয়, ৫ আগস্টের পর থেকে সারা দেশে ১ হাজার ৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত, যা মোট ইউপির এক-তৃতীয়াংশ। তাঁদের বেশির ভাগের নামে হত্যা মামলা হয়েছে। অনেকে গ্রেপ্তারের আতঙ্কে আছেন। আবার কেউ কেউ হামলা হওয়ার আশঙ্কায় কার্যালয়ে যাচ্ছেন না।

কেন এই অবস্থা তৈরি হলো? যেসব ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা (বেশির ভাগই হত্যা মামলা), তাঁদের পক্ষে কি যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ আছে? বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হয়েছে মূলত শহরাঞ্চলে, যা সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মধ্যে। *প্রথম আলোর* খবর থেকেই জানা যায়, এসব মামলার বেশির ভাগই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে।

সংকট উত্তরণে সরকার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে সরকারি কর্মকর্তাদের খণ্ডকালীন নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু সেটা খুব কার্যকর হয়নি। *প্রথম আলো* বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে গিয়ে কার্যালয়ে তাঁদের কাউকে পায়নি। এ অবস্থায় সেবাপ্রার্থীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দেখা পাননি। *প্রথম আলোর* আরেক খবরে বলা হয়, গরিব মানুষের ভাতা দেওয়ার কাজও বন্ধ আছে ইউপি চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতিতে।

বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরও বাদ দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফল কী হবে, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া ঠিক হবে না জানিয়ে বলেন, যেসব ইউপি চেয়ারম্যান অনুপস্থিত, সরকারের উচিত হবে প্রথমে তাঁদের নোটিশ দেওয়া। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের পরিষদে উপস্থিত হওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া। এ সময়ে না এলে আসন শূন্য ঘোষণা করা। তারপর সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাসোসিয়েশন বলছে, ইউপি ভেঙে দিলে কিংবা চেয়ারম্যানদের অপসারণ করলে প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

যখন সর্বমহল থেকে স্থানীয় সরকার সংস্থাকে শক্তিশালী করার দাবি উঠেছে, তখন অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে 'স্থানীয় সরকারশূন্য' করে ফেলেছে। এ কথা সত্য যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে চরমভাবে দলীয়করণ করেছিল। বিরোধী মতের বা দলের প্রতিনিধিরা যাতে নির্বাচিত হতে না পারেন, সে জন্য নানা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল, নির্বাচন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার।

কিন্তু মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলা কোনো সমাধান নয়। আমরা আশা করব, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত নেবে। সেবাপ্রার্থী জনগণকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নেই।

শাহপরীর দ্বীপের বেড়িবাঁধ

ভাঙা অংশ জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করুন

বিগত সরকারের আমলে একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বহুস্তরীয় দুর্নীতির কারণে তার পরিপূর্ণ সুফল সাধারণ মানুষ খুব কম ক্ষেত্রেই পেয়েছে। সরকারি সংস্থা ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর অবৈধ অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এসব প্রকল্প। তা না হলে কেন কক্সবাজারের টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপে প্রায় ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণের মাত্র দুই বছরের মাথায় জায়গায় জায়গায় সিসি ব্লক ধসে যাবে? এর ফলে দ্বীপটির প্রায় ৪০ হাজার বাসিন্দার জীবন-জীবিকা ও জানমাল হুমকির মুখে পড়ল, তার দায় কে নেবে?

প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) তত্ত্বাবধানে ২০২২ সালের জুন মাসে শাহপরীর দ্বীপের পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশে প্রায় তিন কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মিত হয়। প্রথম দিকে বেড়িবাঁধের নির্মাণকাজ টেকসই ছিল, কিন্তু দক্ষিণপাড়া অংশে যেখানে সাগরের আগ্রাসন বেশি, সেখানে এসে তাড়াহুড়া করে কাজ শেষ করায় বাঁধের কাঠামো দুর্বল হয়েছে।

প্রথম আলোর প্রতিনিধি সরেজমিন দেখতে পেয়েছেন, শাহপরীর দ্বীপ এখন আতঙ্কগ্রস্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। বেড়িবাঁধের প্রায় ৫০টি জায়গায় সিসি ব্লক ধসে পড়ায় জোয়ারের পানি উপচে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। জোয়ারের ধাক্কায় মাটির বাঁধ ভেঙে গেলে আরও ঝুঁকি তৈরি হবে। এ পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় কিংবা জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানলে বেড়িবাঁধ বিলীন হয়ে শত শত মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানপাটসহ নানা অবকাঠামো সাগরগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বেড়িবাঁধের কাছাকাছি দূরত্বেই রয়েছে বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি।

এর আগে, ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে দ্বীপটির পশ্চিম পাশে ১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। ওই সময়ের জলোচ্ছ্বাসে শাহপরীর দ্বীপের প্রায় ১০ হাজার একরের চিংড়িঘের ও ফসলি জমি সাগরগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল। সেই ১ কিলোমিটার ভাঙা বাঁধ নির্মাণে ১০ বছরে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে পাউবো। কিন্তু দুর্নীতির কারণে বেড়িবাঁধটি পূর্ণাঙ্গভাবে করা যায়নি। ২০২২ সালে নতুনভাবে করা বেড়িবাঁধটির ক্ষেত্রেও একই পরিণতি দেখা যাচ্ছে।

পাউবো টেকনাফের উপসহকারী প্রকৌশলী জানিয়েছেন, ২ কোটি টাকা ব্যয়ে বেড়িবাঁধের ১০০ মিটারে নতুন করে সিসি ব্লক স্থাপনের জন্য একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নতুন বাঁধ মেরামতের জন্য কেন বরাদ্দ দিতে হচ্ছে? দেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও হাওর অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির নানা অভিযোগ রয়েছে পাউবোর বিরুদ্ধে। অনেক সময় তাদের গাফিলতির কারণে জানমালের প্রভূত ক্ষতি হয়। পাউবোকে জবাবদিহির আওতায় আনার সময় কি হয়নি?

শাহপরীর দ্বীপের বেড়িবাঁধের ভাঙা অংশ জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করুন।

চিঠিপত্র

খাবারের মান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু সৌন্দর্য শিক্ষার্থীদের ক্ষুধার তৃষ্ণা নিবারণ করে না। ক্ষুধার তৃষ্ণা নিবারণ করে মানসম্মত খাবার। শিক্ষার্থীদের ভালো পড়ালেখার জন্য ভালো পরিবেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মানসম্মত খাবারও গুরুত্বপূর্ণ। ভালো খাবার খেতে না পারলে একজন শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। নানাবিধ অসুস্থতায় নিপতিত হন। যার ফলে তাঁর পড়ালেখা, পরীক্ষা ও ফলাফল কিছুই ভালো হয় না। অথচ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের প্রথম সারির একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের খাবার এত নিম্নমানের, যেটি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ভাত অতি নিম্নমানের চালের তৈরি। রান্না করা ডাল যেন নদীর পানির মতো। এমনকি তার চেয়ে খারাপ স্বাদ। মাছ ও মুরগির টুকরাগুলো শর্ষের দানার মতো ছোট ছোট। রান্নার কোনো স্বাদ নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা বেঁচে থাকার তাগিদে এই মানহীন খাবারগুলো খেয়ে যাচ্ছেন! দিন দিন হলের খাবারের মান আরও অবনতি হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য চরম হতাশার বিষয়।

এ বিষয়ে বারবার অভিযোগের পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। সম্প্রতি নিয়োগ হলো নতুন প্রশাসন। অতএব নতুন প্রশাসনের কাছে বিনীত নিবেদন, শিগগিরই হলের খাবারের মান বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মুহাম্মাদ রিয়াদ উদ্দিন
শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

অর্থনীতি ও রাজনীতি

অন্তর্বর্তী সরকার ও অর্থনীতিতে মনোযোগের সংকট

বিরূপাক্ষ পাল

সেনাপতির মনোযোগের অভাব পরাজয়ের পূর্বশর্ত। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরুর আগে পাণ্ডবপক্ষের বিচলিত অর্জুনকে এ কথাই বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষমতা গ্রহণের আড়াই মাস পর মনে হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারও যেন ভুলে গেছে যে তাদের শাসন অনন্তকালের নয়। তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিপন্ন অর্থনীতিকে রক্ষা করা। কারণ, তারা বছর দুয়েক এই সিংহাসনে থাকবে। রাষ্ট্র সংস্কারের স্বার্থে প্রায় দুবছর ক্ষমতায় থাকাটা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এই সরকার পূর্বেকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো যদি মাত্র মাস তিনেক অবস্থান করত, তাহলে অর্থনীতি নিয়ে অত চিন্তা না করলেও হতো। কিন্তু দুবছর অর্থনীতি বেহাল অবস্থায় রাখা সম্ভব নয়। তাই অর্থনীতিতে জরুরি মনোযোগ আবশ্যক।

অর্থনীতিকে ন্যূনতম সুস্থ অবস্থায় টিকিয়ে রেখে এর পাশাপাশি যথাসম্ভব রাষ্ট্র সংস্কার করে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা এনে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা এই সরকারের কাজ। একটা গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার সূত্রপাত করা উপদেষ্টাদের পবিত্র দায়িত্ব। গত সরকারের অযোগ্যতম অর্থমন্ত্রী যেভাবে খেলাপি ঋণের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেই আদলে ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যার দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত হয়নি। এসবের পেছনে নানামুখী বিতর্ক সৃষ্টি করে সময় পার করলে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে না পড়া পর্যন্ত অর্থনীতি বিনিয়োগ আস্থায় গতিশীল হবে বলে মনে হয় না।

যে অর্থনীতি এখন শতকরা ৮ থেকে ১০ প্রবৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করতে পারত, তার কপালে কিনা এই অর্থবছরে জুটবে শতকরা ৪ ভাগ প্রবৃদ্ধির সান্ত্বনা পুরস্কার! বিশ্বব্যাংক সে রকম পূর্বাভাসই দিয়েছে। এই একটি বার্তাই অন্তর্বর্তী সরকারকে সচেতন করার জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বড় বার্তা মূল্যস্ফীতির নিরন্তর দহন। অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন যে মূল্যস্ফীতি আগের চেয়ে শতকরা ১ ভাগ কমেছে। কিন্তু তাতে মানুষের কষ্ট কমেছে কি না, সেটিই দেখার বিষয়। যাঁরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শাকসবজি কিনতে বাজারে যান, তাঁদের প্রতিক্রিয়া ভালো নয়। কেউ বলছেন, আগেই ভালো ছিল।

আইন উপদেষ্টা নিত্যপণ্যের উচ্চ মূল্যের জন্য জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ভালো লক্ষণ। কিন্তু তাঁর সব সহকর্মীকে এ বিষয়ে আরও মনোযোগী হতে হবে। আগের সরকারের একজন পরিকল্পনামন্ত্রী মনমতো তথ্য বানাতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের হার কম দেখিয়ে বাড়িয়ে দিতেন প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক। তাঁর এই হাতযশের গুণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী পরের মেয়াদে তাঁকে অর্থমন্ত্রীও বানিয়ে দিয়েছিলেন। লুণ্ঠনের সহায়তা কর্মেও তাঁর নামডাক ছিল বিস্তর। তিনি বানোয়াট তথ্যে দেশকে প্রায় 'উন্নত' বানিয়ে ফেলেছিলেন। তবে সাধারণ মানুষ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেওয়া অঙ্কের ধার ধারে না। তারা বোঝে যে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আয়বৈষম্য বাড়ছে।

প্রায় তিন বছর মূল্যস্ফীতির অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। তৎপর রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও। তিনি কয়েক দফা সুদের হার বাড়িয়েছেন, যা ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে। তবে বিনিয়োগ কমে যাবে বৈকি। ষাটটির মধ্যে অর্ধেকের বেশি ব্যাংকে উদ্বৃত্ত তারল্য রয়ে গেছে, যা বিনিয়োগে মন্দক্ষুধার নির্দেশক। মূল্যস্ফীতি উঁচু রয়েই যাচ্ছে। কারণ, মানুষ তারল্য নিজের কাছে ধরে রাখতে চায়। তাই ব্যাংক থেকে টাকা তোলার হিড়িক। 'দরবেশ' ও 'আউলিয়াদের' পাল্লায় পড়ে কমপক্ষে ১০টি ব্যাংক নড়বড়ে কিংবা মতান্তরে মুমূর্ষু। তাই ওই সব ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রাখতে চায় আমানতকারীরা। ঢেউ প্রভাব বা 'রিপল ইফেক্ট'-এর কারণে অন্য ব্যাংকগুলোও গ্রাহকদের অনাস্থার শিকার হয়েছে। তারাও সমাজে অপ্রয়োজনীয় তারল্য বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতিকে চড়া করে রেখেছে।

উপদেষ্টারা সম্মিলিতভাবে এই জায়গায় কাজ করতে পারেন। পোর্টফোলিও কার কোনটি, তাতে কিছু যায় আসে না। যেমন তথ্য উপদেষ্টার কাজ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নয়। কিন্তু আন্তরিক মনোযোগ থাকলে তিনিও মিডিয়াকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তাঁরা যেন বিভিন্ন স্থানে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য তুলে ধরেন। অর্থনীতির জন্য তথ্য এক শক্তিশালী পণ্য, যা ন্যায্যমূল্য, দামের সমতা ও সুষ্ঠু বণ্টনকর্মে সহায়তা জোগায়। তাই অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, সংবাদপত্র স্বাধীন থাকলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

অন্যদিকে সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টারও মূল্যস্ফীতি দমনে ভূমিকা বিশাল। বর্তমান মূল্যস্ফীতির পেছনে একটা বড় কারণ সিন্ডিকেট ও চাঁদাবাজি। শোনা যায়, ১৫ বছরের অভুক্ত চাঁদাবাজেরা ৫ আগস্টের বিকেল থেকেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কলুষিত রাজনীতির জগতে বাস করে আমরা তাঁদের স্বাগত জানাতে বাধ্য। কিন্তু আপত্তি এই যে নব্য চাঁদাবাজদের 'রেট' আগেরগুলোর চেয়ে অনেক উচ্চ। কারণ, নবাগতরা ১৫ বছরের মূল্যস্ফীতির চক্রবৃদ্ধি হার হিসাব করে নতুন 'পে-স্কেল' ঠিক করেছেন।

চাঁদাবাজদের আরেক গোপনীয়তার নিয়ম হচ্ছে, সংখ্যালঘুরা বেশি চাঁদা দেবেন, কিন্তু তাঁরা তা প্রকাশ করতে পারবেন না। পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ। কারণ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর্তমানে ইতিহাসের দুর্বলতম বিভাগ। এর কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। এই বিভাগের আন্তরিক মনোযোগ ছাড়া উচ্চ মূল্যের তীব্রতা কমানো সম্ভব নয়। বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, যোগাযোগ, রেল ও নৌপরিবহন, স্থানীয় সরকার, জ্বালানি, বিচার, আইন ও অর্থ বিভাগগুলোর অখণ্ড মনোযোগই পারে মূল্যস্ফীতি কমাতে। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি এখন অনেকটাই প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক নয়।

মুদ্রানীতিগত বিষয়গুলো ইতিমধ্যে আমলে এনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববাজারের ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ২০২২ সালের মে মাসে ১২৪ ডলারে উঠে গেলেও ২০২৪-এর এই অক্টোবরে ৭০ ডলারে নেমে এসেছে। বিশ্বের সব পণ্যের সূচক মূল্য ২০২২-এ এই দিনে ২৩০-এ উঠেছিল। সেটি আজ নামতে নামতে ১৬৪-এ ঠেকেছে। পণ্য ও তেলের এতটা অনুকূল বিশ্ববাজার গত চার বছরেও ছিল না। সমস্যা বাংলাদেশের ভেতরে এবং সরকারের ভেতরে। এসব জরুরি বিষয় বাদ দিয়ে সরকার কোন দিবস বাদ দেবে, 'জাতির জনক' খেতাব সরালে কী কী উপকার হবে, ৫৬ বছর আগে কোন নেতার কী ভূমিকা ছিল—এসব ইতিহাস সংস্কারে মনোযোগ দিয়েছেন। এগুলোর বিতর্কে বাগ্মিতার ঝাঁজ থাকলেও নেই অর্থনীতির কোনো কাজ।

এই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ পলিথিন নিষিদ্ধকরণ। এই কাজের দ্বিমুখী তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, এতগুলো 'জনদরদি' সরকার বাংলাদেশ পেয়েছে, কিন্তু কেউ এ কাজটিকে গুরুত্ব দেয়নি। কারণ, পলিথিন ফ্যাক্টরির মালিক কখনো কোনো না কোনো রাজনৈতিক 'দল' করেছে অথবা 'লীগ' করেছে। তাতেই সাত খুন মাফ। তাদের মধ্যে কেউ যদি ঋণখেলাপি হয় তাহলে সে নির্বাচনে 'নমিনেশন' পেয়েছে। অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক দল যা করবে না, সেগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সরকার সম্পন্ন করুক, এটিই প্রত্যাশা। পরিবেশ উপদেষ্টা সে রকম একটি তিক্ত বিষয় হাতে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এক দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা। রাজনীতিকেরা খুব অল্পই এসব দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করেন। তাই তাঁরা পুলিশের সংস্কার ঘটালেও গোয়েন্দা বিভাগের সংস্কারে হাত দেন না। কারণ, ক্ষমতায় গেলে গোয়েন্দাদের দলীয় কাজে ব্যবহার করা যায়। ঢাকার যানজট ও বায়ুদূষণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। বাসমালিকেরা 'মুড়ির টিন' দাবড়িয়ে কোটি টাকার মুনাফা করেন। যাত্রীরা নিরুপায় ও অসহায়।

পোশাক কারখানায় মধ্যাহ্নে মালিকপক্ষ খাবার জোগান দিলে স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতা বাড়ে কি না, এসব বিষয়ের মীমাংসামূলক সংস্কার এই সরকার করলে জাতি দীর্ঘ মেয়াদে উপকার পাবে। কারণ, এই কাজগুলো রাজনীতিকেরা করতে আগ্রহী হবেন না। চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট নির্মূল করা শুধু স্বরাষ্ট্রবিষয়ক কাজ নয়, এতে অর্থনীতির উপকার অনেক বেশি। এই সরকার সেদিকে অখণ্ড মনোযোগ আনবে, এটিই প্রত্যাশা।

● **ড. বিরূপাক্ষ পাল** যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক অ্যাট কোর্টল্যান্ড-এ অর্থনীতির অধ্যাপক

রাজনীতি

স্বৈরাচার ঠেকাতে দরকার সাংবিধানিক আদালত

কাজী জাওয়াদ

১৯৯০ সালের কথা। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের কাছে একটি বাসায় তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক চলছে। সেখানে জেনারেল এরশাদের বিদায় সুগম করার বিধি রচনা হচ্ছে। বাইরের ঘরে সাংবাদিকদের ভিড়। কিছুদিন আগেও লিয়াজোঁ কমিটির এমন বৈঠক থেকে বের হয়েই অনেক নেতা এরশাদের মন্ত্রী হওয়ার শপথ নিতে গেছেন। তবে ওই সন্ধ্যায় বাতাসে ছিল এরশাদ পতনের ঘ্রাণ।

১৯ নভেম্বরের বৈঠকটি থেকে তিন জোট প্রস্তাব দিল জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করবেন উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদের কাছে দায়িত্ব দিয়ে। যিনি তিন জোটের পছন্দসই এক ব্যক্তিকে (প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ) উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করার পর পদত্যাগ করবেন। বিচারপতি আহমদের ১০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ নিরপেক্ষ নির্বাচন দেবে। রাজনৈতিক দলগুলো অবাধ গণতন্ত্রের চর্চা শুরু করে দেবে। জনগণ ভাবল, এরপর সংসদীয় গণতন্ত্রের নহর থেকে ফল্গুধারা বইতে থাকবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতা করেন আরেক। নির্বাচনে বিজয়ের মুকুট শেখ হাসিনা পেলেন না। তাই তিনি নতুন ঘোষণা দিলেন। নির্বাচিত সরকারকে একদিনও শান্তিতে থাকতে দেবেন না। এরপর তো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের রাজনীতিতে কত কিছু ঘটে গেল। বিএনপি বিচারপতিদের অবসরের বয়স বাড়ায়, যার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন তার সম্পর্ক ছিল। এর বিরোধিতা করে ২০০৬ সালে লগি-বইঠার সহিংস আন্দোলন শুরু করে আওয়ামী জোট। এই পরিস্থিতি ক্ষমতায় নিয়ে আসে ফখরুদ্দীন-মইন সরকারকে। পরে তিনি ক্ষমতায় এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন স্বৈরাচারী ব্যবস্থা।

ইতিহাস বলে, দেশের প্রধান তিনটি দলই গণতন্ত্রের জন্য লিখিত অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেও তা ভঙ্গ করার ছলাকলায় জড়িত ছিল। তাদের বিরত করার কোনো ক্ষমতাই জনগণের হাতে ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল নিরুপায়। তিন জোটের সরকার পরিবর্তনের রূপরেখায় ভবিষ্যৎ সরকারগুলোর জবাবদিহির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এরশাদ পতনের সাফল্যে উল্লসিত জনগণও সেদিকে নজর দেয়নি।

এখন সংবিধান সংস্কারের নতুন কথা উঠেছে, কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রশ্ন করা যায়, এই সংস্কার কেমন হবে? রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাবে গড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। আবার কি 'কেঁচে গণ্ডূষ' করতে হবে?

বাংলাদেশের আইনে সব রকম অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা আছে। নাই কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কোনো বিচার, কোনো শাস্তি। তেমন ব্যবস্থাও সংবিধানে বা দণ্ডবিধিতে নেই। রাজনীতিকেরা বলেন, জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ পায়। নির্বাচনই যদি না হয় বা নৈশ নির্বাচন হয়, তাহলে? এ কারণে ১০-১৫ বছর পরপর আন্দোলনের ঘোরচক্রে দেশের রাজনীতি বাঁধা পড়ে গেছে।

এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় সাংবিধানিক আদালত গঠন করে বিচারের ব্যবস্থা করা। প্রসঙ্গত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংবিধানিক আদালতের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। থাইল্যান্ডে সাংবিধানিক আদালত অসাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের বিচার করতে পারে।

> বাংলাদেশে আওয়ামী লীগও আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন প্রণয়ন করে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ভূতাপেক্ষ অপরাধের বিচার করে। তাই নতুন আদালতে বিচার হলে তাদের আপত্তি করার কথা নয়

ইন্দোনেশিয়ায় ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক আদালতের রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে। সে দেশের বিচার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সহজ নয়। স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের সাংবিধানিক আদালত কোনো রাজনৈতিক দল, দলের আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করতে পারে।

বাংলাদেশে একটি সাংবিধানিক আদালত গঠন করা প্রয়োজন। যে আদালত ক্ষমতাসীন থাকা দলকেও স্বৈরাচারে পরিণত হওয়ার পথে বাধা দিতে পারবে। কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধও করতে পারবে। যার আইনে ক্ষমতাসীনের দায়মুক্তির সুযোগ থাকবে না। উচ্চশিক্ষিত আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, সমাজবিদদের নিয়ে একটি কমিশন বা কমিটিকে এ-সংক্রান্ত আইন রচনার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করার আইন আছে। কিন্তু দলের ঘোষণাপত্র বা নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তা করা যায় না। দল নিবন্ধন আইনটি সংশোধন ও সাংবিধানিক আদালতের মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে রাজনৈতিক দলগুলোকে আইন মানতে বাধ্য করা যায়।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আশঙ্কা হয়, যে দল ক্ষমতা পাবে, তারাই না আবার রাবণ হয়ে যায়। এটাও নিবারণ করা সম্ভব। এ জন্য সাংবিধানিক আদালতের বিচারক নিয়োগ ও আইন সংশোধনে প্রধান বিরোধী দলের সম্মতি নেওয়ার বিধান অবশ্যই থাকতে হবে। সর্বসাম্প্রতিক নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট যে দল পাবে, তাদেরকেই প্রধান বিরোধী দল বলে গণ্য করতে হবে।

আশু সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে স্বৈরাচারী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা করা উচিত। প্রয়োজনে পরে এই আদালত মামলাগুলো বিচারের জন্য সাংবিধানিক আদালতে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

স্বৈরাচারপন্থীরা হয়তো হইচই করবে, ইউটিউবে শত শত ভিডিও দেখা যাবে যে কোনো আইনে ভূতাপেক্ষ অপরাধের বিচার করা যায় না। বিশ্বে অবশ্য এমন নজির আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তির ২২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে জার্মানির কাইজারের বিচার করা হয়েছিল। ওই অনুচ্ছেদের বলে প্রথমত আইনটির অস্তিত্বের আগেকার অপরাধের জন্য বিচার করা হয়েছিল, দ্বিতীয়ত মিত্রশক্তির ট্রাইব্যুনালে যেসব অপরাধের জন্য বিচার করা হয়, সেগুলো বিশ্বের কোনো আইনের বইয়েই অপরাধ বলে গণ্য ছিল না। কিন্তু বিশ্ববাসী তা মেনে নেয়।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগও আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন প্রণয়ন করে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ভূতাপেক্ষ অপরাধের বিচার করে। তাই নতুন আদালতে বিচার হলে তাদের আপত্তি করার কথা নয়।

রাজার এবার নিজের আইন পালন করার পালা।

● **কাজী জাওয়াদ** সাংবাদিক ও অনুবাদক

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

ট্রাম্পের আরেকটি মেয়াদ প্রথমবারের চেয়ে খারাপ হবে

টম গিন্সবার্গ ও আজিজ হক

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ কি সত্যিই যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে বিপদের মধ্যে ফেলবে? প্রভাবশালী বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ট্রাম্প এতই 'দুর্বল', জনপ্রিয় হওয়ার জন্য এতটাই মরিয়া ও এতটাই 'আনস্মার্ট' যে তাঁর পক্ষে একনায়ক হওয়া সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন উদাহরণ খুব একটা নেই। তবে অন্য দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতা একবার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরলে আরও কঠোর ও দক্ষ হয়ে ওঠে। আর যেন তাদের ক্ষমতা হারাতে না হয়, এ জন্য তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও নিয়মকানুন ধ্বংস করতে শুরু করে।

এর প্রথম উদাহরণ হলেন ভিক্তর ওরবান। তাঁর ফিডেজ পার্টি দুবার হাঙ্গেরি শাসন করেছে। প্রথমবার ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। ওই সময় ওরবান অর্থনৈতিক রক্ষণশীল নেতা হিসেবে কাজ করেছেন। সে সময় যদিও তিনি গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। তবে তিনি ইউরোপীয় মূলধারার বাইরে যাননি। ২০০২ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর ফিডেজ আট বছর বিরোধী দলে কাটিয়েছিল। ২০১০ সালে ফিডেজ পার্টি জেতার সুবাদে ওরবান ক্ষমতায় ফিরে আসেন। তখন তিনি ফিরেছিলেন আর কখনো পরাজিত না হওয়ার সংকল্প নিয়ে। আর তা নিশ্চিত করতে তিনি নির্বাচনী এলাকার মানচিত্র বদলে ফেলেন, ভোটারের যোগ্যতা-সংক্রান্ত নিয়মকানুনে পরিবর্তন আনেন এবং নির্বাচন কমিশন, আদালত ও রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম দখল করে ফেলেন। এর ফলে বিরোধীদের পক্ষে জয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কথাই ধরুন। ১৯৮৯ সালে তারা প্রথমবারের মতো বড় একটা জোটের ছোট অংশ হিসেবে ক্ষমতার স্বাদ পায়। ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে তারা ক্ষমতায় আসে প্রথমবারের মতো এককভাবে। সেই সময়ে বিজেপি নেতা অটল বিহারি বাজপেয়ী অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দিয়েছিলেন। সে সময় 'গেরুয়াকরণ'-এর প্রচেষ্টা ছিল সীমিত।

মাঝখানে একবার ক্ষমতা হারিয়ে পরে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি বিপুল বিজয় লাভ করে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় তিনি গুজরাটে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সফলভাবে কাজ করেছিলেন। আর ঘটিয়েছিলেন মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা, যাতে নিহত হয়েছিল দুই হাজার মানুষ। মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে অর্থনৈতিক উদারতার গতি বাড়িয়ে দেন। সেই সঙ্গে প্রচারমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ, বিজেপিবিরোধীদের দমন আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দু সামাজিক আন্দোলনকারীদের সহিংসতা নিয়ে তাঁর নির্বিকার থাকা সবারই চোখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা এখন মোদির ভারতকে পূর্ণ গণতন্ত্রের বদলে নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন। ছবি : রয়টার্স

এ দুই উদাহরণে কিছু মিল পাওয়া যায়। দুই ক্ষেত্রেই পাওয়া যাচ্ছে একজন ক্যারিশমাটিক নেতা। এই নেতা স্বীকারই করেন না যে বিরোধী দলের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যায়। পরাজয়ের ভয় থেকেই গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতার জন্ম হয়। যখন একটি স্বৈরাচারপ্রবণতাসম্পন্ন দল দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, তখন সে জানে কীভাবে সরাসরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে হয়। এ দুই উদাহরণের সঙ্গে ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' (মাগা) আন্দোলনের মিল স্পষ্ট চোখে পড়ে। রূপান্তরিত বিজেপি আর ফিডেজের মতো আজকের রিপাবলিকান পার্টি নিজের নিকট অতীতের বিপরীত দিকে রওনা দিয়েছে। বর্তমান রিপাবলিকান পার্টি সম্পূর্ণ ব্যক্তির ক্যারিশমানির্ভর।

ফিডেজ আর বিজেপির মতোই ২০১৬ সালে মাগা আন্দোলন ছিল অনেকটা আনাড়ি। রাষ্ট্রের হাতিয়ারগুলোকে সে ঠিকমতো কাজে লাগাতে জানত না তখন। ট্রাম্প আরেকবার ক্ষমতায় এলে গতবারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে। এবার আর ভুল হবে না। সেই সঙ্গে তাঁর মিত্র প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে তাদের কর্তব্যকর্ম কী হবে, তা ঝালিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনে পরাজয়ের কারণে রিপাবলিকান জেদ মোটেই কমেনি। ফিডেজ ও বিজেপির ক্ষেত্রেও তা-ই দেখা গেছে।

ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা আছে। তবে তিনি এখন যথেষ্ট প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আগেরবারের শাসন, এবারের আন্দোলন আর ভারত ও হাঙ্গেরির মতো দেশের ডানপন্থী আন্দোলন থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আরেকটি ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দেবে, সন্দেহ নেই।

● **টম গিন্সবার্গ ও আজিজ হক** শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট** ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

শহরে বসতি

যে বসতি অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ভূমি ব্যবহার ছাড়া অন্যান্য অকৃষি কাজ পেশায় নিয়োজিত থাকেন, তাকে শহরে বসতি বলে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইংরেজি

Experience 8

ইকবাল খান, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

Questions

ix. How does Dickinson define hope?

Ans. Hope, in Dickinson's view, is inherently positive, a gentle yet powerful force that never demands anything in return. This portrayal of hope can encourage us to look at our own lives and recognize the significance of maintaining hope even when confronted with life's storms.

x. Why does hope ask nothing in written?

Ans. Hope has done so much for the speaker, and yet despite this, has never once asked for anything in return. This emphasizes the nature of hope as a gift, something that is freely given to us, something taken by each and every one of us without our needing to give anything back.

Answer to the question no A

i. In "'Hope' is the Thing with Feathers," Dickinson describes "hope" as a bird that lies within the soul. In stanza one, she introduces the metaphor of the bird, and tells us where it lives, "in the soul." While "perched" in the soul, the bird never stops singing even when there are no words.

ii. The speaker defines "Hope" as a feathered creature that dwells inside the human spirit. This feathery thing sings a wordless tune, not stopping under any circumstances. It's tune sounds best when heard in fierce winds. Only an incredibly severe storm could stop this bird from singing.

iii. In the poem, "Hope" is metaphorically transformed into a strong-willed bird that lives within the human soul—and sings its song no matter what. Essentially, the poem seeks to remind readers of the power of hope and how little it requires of people.

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর : সামন্ত জমিদার দিব্যোক।
প্রশ্ন : কৈবর্ত শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : মৎস্যজীবী সম্প্রদায়।
প্রশ্ন : রামপাল পার্শ্ববর্তী কতটি রাজ্যের সাহায্য নিয়ে বরেন্দ্র উদ্ধার করেন?
উত্তর : চৌদ্দটি।
প্রশ্ন : রামপাল কাকে পরাজিত করে বরেন্দ্র উদ্ধার করেন?
উত্তর : রাজা ভীমকে।
প্রশ্ন : পাল বংশের পতন ঘটে কখন?
উত্তর : রাজা মদনপালের সময়।
প্রশ্ন : পাল বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন?
উত্তর : রামপাল।
প্রশ্ন : দেব ও চন্দ্র বংশের শাসকেরা কোন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন?
উত্তর : প্রাচীন বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।
প্রশ্ন : দেব বংশের রাজধানী কোথায় ছিল?
উত্তর : দেব পর্বতে।
প্রশ্ন : দেব পর্বত কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে।
প্রশ্ন : বাংলা অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ ধরা হয় কোনটিকে?
উত্তর : চন্দ্র বংশকে।
প্রশ্ন : শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব কোন বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন?
উত্তর : দেব বংশের।
প্রশ্ন : শ্রী চন্দ্রের সময় চন্দ্র বংশের রাজধানী কোথায় ছিলেন?
উত্তর : মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে।
প্রশ্ন : সেন রাজাদের উত্থানকাল কখন?
উত্তর : একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে।
প্রশ্ন : সেন রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : রাজা বিজয় সেন।
প্রশ্ন : রাজা বিজয় সেন কাকে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসীন হন?
উত্তর : মদন পালকে।
প্রশ্ন : বাংলার কোন অঞ্চল জয় করার পর বিজয় সেন বিক্রমপুরে সেন বংশের রাজধানী স্থাপন করেন?
উত্তর : দক্ষিণ-পূর্ব।
প্রশ্ন : বিজয় সেনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন কে?
উত্তর : বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২, অধ্যায় ১

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জলবায়ু কী?
ক. ১০-১৫ বছরের আবহাওয়ার গড়
খ. ১৫-২০ বছরের আবহাওয়ার গড়
গ. ২০-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড়
ঘ. ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড়

২. অনুসন্ধানের জন্য প্রথম বিষয় কোনটি?
ক. প্রশ্ন তৈরি খ. উৎস নির্বাচন করা
গ. ছক তৈরি করা ঘ. পর্যবেক্ষণ করা

৩. প্রশ্নের ভেতরে যে মূল বিষয়গুলো থাকে, তাকে কী বলে?
ক. Key Concepts খ. Theory
গ. Hypothesis ঘ. Analogy

৪. প্রশ্নের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে কয়টি বিষয় থাকবে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৫. প্রশ্নের উত্তরের জন্য উৎসটি কেমন হতে হবে?
ক. আত্মীয় সম্পর্কীয়
খ. নির্ভরযোগ্য
গ. পূর্বপরিচিত
ঘ. অরাজনৈতিক

৬. অনুসন্ধানের পর্যবেক্ষণের ফলাফল কী করতে হবে?
ক. মুছে ফেলতে হবে
খ. গোপন রাখতে হবে
গ. লিখে রাখতে হবে
ঘ. দ্রুত প্রকাশ করতে হবে

৭. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ নয় কোনটি?
ক. সমস্যা নির্বাচন
খ. অনুসিদ্ধান্ত যাচাই
গ. সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন
ঘ. সমস্যার সংজ্ঞায়ন

৮. উত্তরদাতাকে নিশ্চিত করতে হবে—
ক. প্রশ্নের সময়সীমা
খ. ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা
গ. উত্তর প্রদানের স্বাধীনতা
ঘ. সব কটি

৯. অনুসন্ধানী কাজ উপস্থাপনের মাধ্যম নয় কোনটি?
ক. নাটক খ. সংবাদ পাঠ
গ. প্রতিবেদন ঘ. মাইকিং

১০. যখন সরাসরি অনুসন্ধানে প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়, তখন কী করতে হয়?
ক. সংগৃহীত তথ্যগুলো সাজাতে হয়
খ. অনুসন্ধানটি প্রথম থেকে শুরু করতে হয়
গ. অনুসন্ধানটি বাদ দিতে হয়
ঘ. নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করতে হয়

১১. তথ্য সাজানো-গোছানোর প্রক্রিয়াকে কী বলে?
ক. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ
খ. তথ্য সরবরাহ
গ. তথ্য বিশ্লেষণ
ঘ. তথ্য সংশ্লেষণ

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১ : ১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ ৯. ঘ ১০. ক ১১. গ

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-৫

ইংরেজি

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

1. Fill in the blanks with the words in the blank.

Important, collects, wakes up, from, mind, works, cleaner, Walk, Take, has, put, is.

Bulbul (a) ___ as a (b) ___ in the Sanker area. He is (c) ___ rubbish every morning. That's why, he (d) ___ at 5 o'clock. He (e) ___ a plastic bag to (f) ___ the rubbish in. He goes (g) ___ door to door to (h) ___ out the waste from the bin. He never (i) ___ to do it. He is an (j) ___ person to the people of Sanker area.

Answers: a. works, b. cleaner, c. collects, d. wakes up, e. takes, f. put, g. from, h. take, i. minds, j. important.

2. Fill in the blanks with 'fair and fare'.

Raiyan paid the bus (a) ___ and got down. He visited a trade (b) ___. When he got hungry he entered a hotel. He found the bill of (c) ___ high. He thought the hotelier was not (d) ___ enough to fix the price.

Answers: a. fare, b. fair, c. fare, d. fair.

3. Name the nouns of the underlined words.

a. Our team will win the match.
b. My mother is a kind lady.
c. Love is heaven.
d. Dhaka is a big city.
e. Milk is good for health.

Answers: a. Collective, b. Common, c. Abstract, d. Proper, e. Material.

4. Choose the appropriate word.

a. He is ___ to drinking. (devoted/ addicted)
b. Mecca is an ___ city. (Ancient/Old)
c. When I say that the boys are lazy, I ___ Abdul. (Accept/Except)
d. Students should not ___ unfair means in the examination hall. (Adopt)
e. We should follow the ___ of our teachers. (Advice/Advise)

Answers: a. addicted, b. ancient, c. except, d. adopt, e. advice.

5. Change the words as directed in the brackets.

a. Beauty: (Write its Adjective form)
b. Pure: (Write its verb form)
c. Seek. (Write its Past form)
d. Open: (Add 'ing' to it)
e. Know: (Write its noun form)

Answers: a. Beautiful, b. Purify, c. Sought, d. Opening, e. Knowledge.

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

অর্থনীতি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৫৬. অর্থনীতিতে উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কী বলে?
ক. চাহিদা খ. ভোগ
গ. বণ্টন ঘ. উৎপাদন

৫৭. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের সমষ্টিকে কী বলে?
ক. ব্যক্তিগত ব্যয় খ. আর্থিক ব্যয়
গ. সুযোগ ব্যয় ঘ. সামাজিক ব্যয়

৫৮. বনের কাঠ কেটে আসবাব তৈরি কোন ধরনের উৎপাদন?
ক. রূপগত খ. স্থানগত
গ. সময়গত ঘ. সেবাগত

৫৯. আখ থেকে চিনি তৈরি কোন ধরনের উৎপাদন?
ক. রূপগত উৎপাদন
খ. স্থানগত উৎপাদন
গ. সময়গত উৎপাদন
ঘ. সেবাগত উৎপাদন

৬০. কোনো ব্যক্তি একটি পতিত জমি ক্রয় করে সেখানে ফসল উৎপাদন করলে কোন ধরনের উৎপাদন হবে?
ক. রূপগত উৎপাদন খ. সময়গত উৎপাদন
গ. স্থানগত উৎপাদন
ঘ. মালিকানাগত উৎপাদন

৬১. উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৩ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৫ ভাগে ঘ. ৬ ভাগে

৬২. সাংগঠনিক কাঠামোর কাজ হলো—
i. সংগঠনের বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে ধরে রাখা
ii. লক্ষ্য অর্জন করা
iii. প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪ : ৫৬. ক ৫৭. ক ৫৮. ক ৫৯. ক ৬০. ঘ ৬১. গ ৬২.

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** ইংরেজি, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- **ষষ্ঠ শ্রেণি :** বিজ্ঞান
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** রসায়ন, হিসাববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা : ইংরেজি**
- **নোটিশ বোর্ড :** খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস অ্যানালিটিক্স অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে ভর্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স প্রোগ্রাম

রসায়ন | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৪৬. কোনটির অণুতে চারটি পরমাণু থাকে?
ক. নাইট্রোজেন খ. সালফার
গ. ফসফরাস ঘ. অক্সিজেন

৪৭. C_6H_5COOH যৌগটিতে কয়টি পরমাণু আছে?
ক. ১২টি খ. ১৪টি
গ. ১৫টি ঘ. ১৬টি

৪৮. নিচের কোনটি যৌগিক পদার্থ—
i. H^2 ii. CO^2
iii. H^2O
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৯. স্থায়ী কণিকা একত্র হয়ে কোনটি গঠিত হয়?
ক. মৌলিক কণিকা খ. পরমাণু
গ. অণু ঘ. আয়ন

৫০. পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে কী বলা হয়?
ক. ভর সংখ্যা
খ. পারমাণবিক ভর
গ. পারমাণবিক সংখ্যা
ঘ. ওজন

৫১. রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের অপর নাম কী?
ক. সৌর মডেল খ. বর্ণালী মডেল
গ. আদর্শ মডেল ঘ. তড়িৎ মডেল

৫২. ইলেকট্রনের অবস্থান কোথায়?
ক. কক্ষপথে খ. নিউক্লিয়াসে
গ. প্রোটনের সঙ্গে ঘ. নিউট্রনের সঙ্গে

৫৩. পরমাণুতে শক্তিস্তরের ধারণা দেন কে?
ক. রাদারফোর্ড খ. নীলস বোর
গ. জন ডাল্টন ঘ. মাদাম কুরি

৫৪. প্রধান শক্তিস্তর কী দিয়ে প্রকাশ করা হয়?
ক. a খ. b
গ. n ঘ. P

৫৫. পরমাণুর উপশক্তিস্তরকে কী বলা হয়?
ক. অরবিট খ. অরবিটাল
গ. সরকারি অরবিট
ঘ. সহ অরবিটাল

৫৬. কোন নীতিতে ইলেকট্রন বিন্যাস করা হয়?
ক. n+l খ. n-l
গ. n÷l ঘ. n+s

৫৭. আইসোটোপের কোনটি সমান থাকে?
ক. ভর সংখ্যা খ. নিউট্রন সংখ্যা
গ. প্রোটন সংখ্যা ঘ. ইলেকট্রন সংখ্যা

৫৮. খাদ্য সংরক্ষণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. ^{60}Co খ. ^{32}P
গ. ^{21}Zn ঘ. ^{20}S

৫৯. কেমোথেরাপিতে কী পদার্থ ব্যবহার করা হয়?
ক. মৌলিক খ. বিষাক্ত
গ. তেজস্ক্রিয় ঘ. সক্রিয়

৬০. কোন প্রক্রিয়ায় প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হয়?
ক. রাসায়নিক বিক্রিয়ায়
খ. ফিশান বিক্রিয়ায়
গ. দহন বিক্রিয়া
ঘ. সংযোজন বিক্রিয়া

৬১. ডলোমাইটের সংকেত কোনটি?
ক. $MgCO_3$ খ. $CaCO_3.MgCO_3$
গ. CaCO3 ঘ. CO_3

৬২. ক্যালামাইনের সংকেত কোনটি?
ক. $ZnCO_3$ খ. SO_2
গ. $ZnSO_4$ ঘ. Pb

৬৩. প্রতিটি পূর্ণ শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত?
ক. n খ. 2n
গ. $2n^2$ ঘ. $3n^2$

৬৪. হাইড্রোজেনের কয়টি আইসোটোপ আছে?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৭টি

৬৫. ১ গ্রাম হাইড্রোজেনের কয়টি অণু থাকে?
ক. 3.01×10^{23} খ. 3.61×10^{23}
গ. 3.023×10^{23} ঘ. 6.023×10^{23}

৬৬. কোন বিজ্ঞানী ত্রয়ীসূত্র প্রদান করেন?
ক. মাদাম কুরি খ. ডোবেরাইনার
গ. নিউটন ঘ. আইনস্টাইন

৬৭. নিচের কোনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ?
ক. ইউরেনাম খ. বেনজিন
গ. নাইট্রাস ঘ. টলুইন

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৩ : ৪৬. গ ৪৭. গ ৪৮. গ ৪৯. খ ৫০. গ ৫১. ক ৫২. ক ৫৩. খ ৫৪. গ ৫৫. খ ৫৬. ক ৫৭. গ ৫৮. ক ৫৯. গ ৬০. গ ৬১. খ ৬২. ক ৬৩. গ ৬৪. ঘ ৬৫. ক ৬৬. খ ৬৭. ক

হিসাববিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ আলী, *সিনিয়র শিক্ষক*
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

১. লেনদেন শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?
ক. দেনা-পাওনা খ. লাভ-ক্ষতি
গ. গ্রহণ ও প্রদান ঘ. আয়-ব্যয়

২. হিসাবরক্ষণের মূল ভিত্তি কোনটি?
ক. জাবেদাভুক্তকরণ
খ. খতিয়ানভুক্তকরণ
গ. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
ঘ. লেনদেন

৩. সেবার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হলে কিসের সৃষ্টি হয়?
ক. অনার্থিক ঘটনার
খ. লেনদেনের
গ. জবাবদিহির
ঘ. মূল্যবোধের

৪. লেনদেনের উৎস কোনটি?
ক. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান
খ. অ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
গ. আর্থিক পরিকল্পনা
ঘ. আর্থিক ঘটনা

৫. লেনদেন বলতে কী বোঝায়?
ক. দেনাপাওনা খ. একটি হিসাব
গ. পণ্য হিসাব
ঘ. অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য কোনো ঘটনা

৬. লেনদেনের উৎপত্তি কোনটি থেকে?
ক. ঘটনা থেকে
খ. অর্থসম্পর্কীয় ঘটনা থেকে
গ. আদান-প্রদান থেকে
ঘ. প্রাপ্তি ও প্রদান থেকে

৭. কোনটি ব্যবসায়িক লেনদেন হওয়ার জন্য আবশ্যক?
ক. যেকোনো ঘটনা
খ. আয়সংশ্লিষ্ট ঘটনা
গ. অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য ঘটনা
ঘ. খরচসংশ্লিষ্ট ঘটনা

৮. 'প্রতিটি লেনদেনেই দুটি পক্ষ থাকতে হবে'—এটি লেনদেনের কোন বৈশিষ্ট্য?
ক. দৃশ্যমানতা খ. স্বয়ংসম্পূর্ণ
গ. দ্বৈতসত্তা ঘ. স্বতন্ত্র

৯. প্রতিটি লেনদেনে কমপক্ষে কয়টি হিসাব থাকে?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ২ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. গ ৯. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল খুলনা

সপ্তম শ্রেণিতে বয়েজ ও গার্লস ক্যাডেট ভর্তি

■ মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল খুলনায় ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সপ্তম শ্রেণিতে বয়েজ ও গার্লস ক্যাডেট ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যোগ্যতা : বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে, ষষ্ঠ শ্রেণি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

পরিক্ষার সিলেবাস : www.mcsk.edu.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। বাংলা বা ইংরেজি যেকোনো একটি মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে।

বয়স : ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ১৩ বছর ৬ মাস।
উচ্চতা : সর্বনিম্ন ৪'-৮'/৫৬ ইঞ্চি (বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য)
মন্তব্য : উভয় চক্ষুতে : ৬/৬
দৃষ্টিশক্তি : চশমার পাওয়ার কোনো চক্ষুতেই (-) 2D-এর অধিক হবে না।
অ্যাসটিগম্যাটিজমের ক্ষেত্রে Spherical Equivalent হিসাব করতে হবে।

আরও তথ্য

আবেদনপত্র ফি : ২৫০০ টাকা।
পরীক্ষাকেন্দ্র : প্রবেশপত্রে উল্লেখ করা থাকবে।
শ্রেণি : সপ্তম (বয়েজ ও গার্লস ক্যাডেট)
পরীক্ষার তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

লিখিত পরীক্ষার বিষয়

বাংলা ৫০, ইংরেজি ৫০, গণিত ৫০ ও সাধারণ জ্ঞান ও আইকিউ ৫০, মোট ২০০ নম্বর। সময় ২ ঘণ্টা।

লিখিত, মৌখিক, স্বাস্থ্যগত ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার যেকোনো একটিতে অকৃতকার্য হলে অযোগ্যতা বলে ধরা হবে।
প্রবেশপত্র সংগ্রহ : ৭-১১ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

অনলাইনে ভর্তি আবেদনের সময়সূচি

৭ জানুয়ারি ২০২৫ রাত ১২টার মধ্যে www.mcsk.edu.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে।

অনলাইনে আবেদন করার কাগজপত্র

পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সাইজ ৩০০×৩০০ পিক্সেল ও সর্বোচ্চ ১০০ কিলোবাইট-JPEG)।
পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর (সাইজ ৩০০×১০০ পিক্সেল ও সর্বোচ্চ ৭০ কিলোবাইট-JPEG)।
জন্মনিবন্ধন সনদ (সর্বোচ্চ ৪০০ কিলোবাইট-JPEG)।
প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ৬ষ্ঠ বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সনদ।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে : mcsk.edu.bd

চিত্র প্রদর্শনী | শিশুকাল থেকে শিল্পীর আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে ‘এলিস ডায়েরি পেজেস’ নামে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টায়, ধানমন্ডির আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে।

ঢাকা ঘিরে বৃত্তাকারে নৌভ্রমণ

পায়ে হেঁটে, যানবাহনে চড়ে, এমনকি হেলিকপ্টারে করেও অনেকে ঢাকা শহর দেখে থাকবেন। কিন্তু নদীপথে ঢাকাটা আসলে কেমন? একসময় নদীকে ঘিরেই তো পত্তন হয়েছিল এই নগরীর। নৌপথে বৃত্তাকার সেই পথ ঘুরে এসেছেন **নিয়াজ মোর্শেদ** ও তাঁর সঙ্গীরা। তাঁরা বলছেন, সরকারি ও পরিকল্পিতভাবে পুরো এই নৌপথটি চালু করলে মানুষ এর সুফল পাবে।

টঙ্গী থেকে সদরঘাট

নদীর দুই পাশের ব্যস্ত নাগরিক জীবনের চিত্র চোখে পড়বে।

টঙ্গী
যাত্রা শুরু
যাত্রা শেষ
উত্তরা
উত্তরখান
তুরাগ
দক্ষিণখান
বিমানবন্দর
খিলক্ষেত
পল্লবী
ক্যান্টনমেন্ট
শাহ্ আলী
বাড্ডা
মিরপুর
কাফরুল
দারুস সালাম
গুলশান
আদাবর
শেরেবাংলা নগর
খিলগাঁও
মোহাম্মদপুর
তেজগাঁও
রামপুরা
রমনা
পল্টন
সবুজবাগ
ডেমরা
হাজারীবাগ
লালবাগ
কোতোয়ালি
যাত্রাবাড়ী
কামরাঙ্গীরচর
গেন্ডারিয়া
শ্যামপুর
কদমতলী
নারায়ণগঞ্জ

৩০০ ফিট থেকে টঙ্গী

এ অংশে নদী ও খাল মিশে একাকার। তাই এখানে নদী বেশি চওড়া। এখানে তেরমুখ ব্রিজ জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা।

১২ ঘণ্টায় ১০৭ কিমি

কত বড় নৌপথ, সময় লাগে কেমন : ১০৭ কিলোমিটারের বেশি এই নৌপথ ট্রলারে ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় ১২ ঘণ্টা।

যাত্রাপথ : টঙ্গী থেকে যাত্রা শুরু করে সদরঘাট হয়ে ডেমরা ব্রিজ, সেখান থেকে ৩০০ ফিটের নীলা মার্কেট, তারপর আবার টঙ্গী এসে যাত্রা শেষ।

কয়টি নদ-নদী : ঢাকাকে ঘিরে থাকা চার নদ-নদী শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ, বুড়িগঙ্গা ছাড়াও ধলেশ্বরী ও টঙ্গী খালের কিছু অংশ পড়বে যাত্রাপথে।

কেমন নৌযান নেবেন : ৩০ থেকে ৪০ জন বহন করতে পারে, এমন মাঝারি আকৃতির ট্রলার।

ভাড়া কেমন : নয়জনের একটি দল সম্প্রতি এই নৌপথ ঘুরে এসেছে। তাদের ট্রলারভাড়া লেগেছে ১৪ হাজার টাকা।

খাবারদাবার : দলটি নিজেরাই খাবারদাবার কিনে নৌকায় উঠেছিল। রান্নাবাটির জোগাড়যন্ত্র নিজেরাই করেছিল। খিচুড়ি নিজেরাই রান্না করেছিল।

ঘোরার ভালো সময় : জুন থেকে অক্টোবর যে কদিন নদীতে নতুন পানি থাকে। বাকি সময় নাব্যতা-সংকট থাকে। দূষণের কারণে নদী থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়।

ডেমরা ব্রিজ থেকে নীলা মার্কেট

এ অংশ সবচেয়ে সুন্দর। নৈসর্গিক দৃশ্যের দেখা মিলবে। এক পাশে ঢাকা, অন্য পাশে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ। নদীপথে এই অংশটুকু প্রায় ৪০ কিলোমিটার। এই স্থানে সবুজ সবচেয়ে বেশি। প্রচুর পাখি দেখা যাবে।

ঢাকার চারপাশের ১৮ সেতু

ঢাকায় ঢুকতে হলে কোনো না কোনো পয়েন্টে সড়কসেতু কিংবা রেলসেতু ক্রস করেই ঢুকতে হবে। ১০৭ কিলোমিটারের এই নৌযাত্রায় ১৮টি সেতুর নিচ দিয়ে যেতে হবে।

১. কামারপাড়া ব্রিজ
২. প্রত্যাশা ব্রিজ
৩. আশুলিয়া ব্রিজ
৪. বিরুলিয়া ব্রিজ
৫. আমিনবাজার ব্রিজ (গাবতলী)
৬. বছিলা ব্রিজ
৭. বাবুবাজার ব্রিজ (সদরঘাট)
৮. পোস্তগোলা ব্রিজ + পদ্মা সেতু রেল ব্রিজ
৯. মুক্তারপুর ব্রিজ
১০. মদনপুর ব্রিজ
১১. কাঁচপুর ব্রিজ
১২. ডেমরা ব্রিজ
১৩. চনপাড়া ব্রিজ
১৪. বেরাইদ ব্রিজ
১৫. ইছাপুরা ব্রিজ
১৬. বালু ব্রিজ
১৭. তেরমুখ ব্রিজ
১৮. টঙ্গী রেল ব্রিজ (টঙ্গী ব্রিজ)

সদরঘাট থেকে ডেমরা ব্রিজ

নদীর এই অংশে প্রচুর কলকারখানার দেখা পাওয়া যাবে।

প্রস্তুতি ও সতর্কতা

নৌকা কোথায় পাবেন : সম্প্রতি এই নৌপথ ঘুরে আসা দলটির একজন নিয়াজ মোর্শেদ। তাঁর মতে, রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় ইছাপুরায় (নীলা মার্কেটে কাছে) এ ধরনের ট্রলার পাওয়া যায়। সেখানকার মাঝিদের সঙ্গে আলাপ করে যাত্রা ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রস্তুতি : নৌপথটা ভালো করে স্টাডি করা চাই। পরিকল্পনাটা আসল। মাঝিকে নৌপথটা ঠিকঠাক বোঝাতে হবে। কারণ, বৃত্তাকার পুরো নৌপথটা সবার কাছে পরিচিত নয়। কেউ হয়তো নৌপথের একটা অংশে যাতায়াত করেন। তিনি শুধু ওই অংশটুকুই চেনেন।

সতর্কতা : মালবাহী নৌযান বড় ভয়ের কারণ। এগুলো প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটায়। সাঁতার জানলেও সঙ্গে লাইফ জ্যাকেট রাখা নিরাপদ। বৃষ্টির দিনে নৌযান ও নৌ পুলিশের টহল কম থাকে। এই সুযোগে কোথাও কোথাও ডাকাতের ভয় থাকতে পারে।

সিলেট

চা-বাগান

সারা বছরই চা-বাগানে বেড়ানো যায়। চা-বাগানের সবুজের সমারোহ দেখতে হলে বর্ষা মৌসুমকেই বেছে নিতে হবে। শীতের সময়ও অনেকে বেড়াতে যান চা-বাগানে। সিলেট শহরের আশপাশে মালনীছড়া চা-বাগান, লাক্কাতুরা চা-বাগান, তারাপুর চা-বাগান, হিলুয়াছড়া চা-বাগান, কেওয়াছড়া চা-বাগান ও খাদিম চা-বাগান রয়েছে।

দেখার কী আছে : সবুজ চা-বাগান, চা-শ্রমিকদের পাতা আহরণ, চা-শ্রমিকদের তৈরি চা-পাতার ভর্তা ‘পাতিছানা’, চা-বাগানের মধ্যে বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক খাল, চা-শ্রমিকদের পল্লি, মাটির ঘর।

রাজশাহী

পদ্মায় নৌভ্রমণ : আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর—এই সময়টা পদ্মায় নৌকা নিয়ে ঘোরার ভালো সময়। এ সময় ভ্রমণপিয়াসীদের ভিড়ও থাকে বেশি।

কোন স্পট থেকে ঘুরতে যায় : রাজশাহী শহরের টি-বাঁধ, হাইটেক পার্ক, ফুলতলা ঘাট এলাকায় মানুষকে নৌকায় উঠতে দেখা যায়।

ভাড়া কেমন : বিকেল থেকে ঘোরাঘুরি শুরু হয়। জনপ্রতি ন্যূনতম ৫০ টাকা ভাড়া। তবে ঘণ্টা চুক্তিতে অনেকে দল বেঁধে ঘোরেন। সে ক্ষেত্রে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা লাগে। তবে নৌকা ভেদে পার্থক্য হয়। দর-কষাকষি করলে দাম কমে।

মোহাম্মদপুরের পথখাবার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রয়েছে মোগল আমলের ঐতিহাসিক সাত গম্বুজ মসজিদ, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিবাহী আসাদ গেট আর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ। এখানে বেড়াতে এলে চমৎকার সময় কাটবে। সঙ্গে রয়েছে রসনাবিলাসের রকমারি আয়োজন। তার কিছু খোঁজ রইল এখানে।

মোস্তাকিম কাবাব অ্যান্ড স্যাপ

- শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর।
- এখানে আছে গরুর চাপ ১৫০ টাকা, শিক কাবাব ১৭০ টাকা, মুরগির বটি কাবাব ১৬০ টাকা, চাপ ১৬০ টাকা।
- ডুবোতেলে ভাজা ফুলকো লুচি, ছোট প্রতিটি ৩ টাকা, বড় ৬ টাকা।
- ০১৭১৯-৯২২৭০৯, ০১৭১৪-৩৬০০৪৪

মোমোল্লাস্ট

- সলিমুল্লাহ রোডের মোড়, মোহাম্মদপুর।
- এখানে ফুটপাতজুড়ে অনেক স্টল রয়েছে। এসব দোকানে মোমোর পাশাপাশি চাওমিন, শাশলিক ও বার্গার পাওয়া যায়।
- চিকেন মোমো, প্রতি প্লেটে ৬টি, দাম ১২০ টাকা।

পিঠাঘর

- ২৫ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর।
- এখানে আছে হরেক রকম মিষ্টি ও পিঠা।
- মালপোয়া ও পাটিসাপটা প্রতিটি ৪০ টাকা। পাটিসাপটার বক্সের প্রতিটিতে ৫টি পিঠা থাকে, দাম ২০০ টাকা।
- ০১৬২৫-২৩১১৪১

সিঙ্গাপুর জুস অ্যান্ড কফি হাউস

- ১০ টাউন হল, সিটি করপোরেশন মার্কেট, মোহাম্মদপুর।
- বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ফলের রস ৪০ থেকে ১৫০ টাকা। লাচ্ছি ৫০ টাকা, মিল্কশেক ৬০ থেকে ১৫০ টাকা। কফি ১০০ থেকে ১৫০ টাকা।
- ফালুদা আছে বেশ কয়েক রকমের, দাম ১০০ থেকে ৩৫০ টাকা।
- ০১৯৫৭-৫৪৫৭৩৫

ওয়ান বাইট

- ৪২ নূরজাহান রোড
- বিভিন্ন রকম ফাস্ট ফুড পাওয়া যায় দুপুর থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত।
- এখানকার চিকেন মোমো বেশ জনপ্রিয়। ৬টির প্লেট ১৩০ টাকা।
- ০১৬২২-৫৪৪৭৯৮

ফ্রাই বাকেট

- ১১/৯ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর।
- এখানে আছে মুরগির বিভিন্ন কম্বো, বার্গার, ফ্রাই ইত্যাদি।
- সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে এখানে বিভিন্ন অফার থাকে। ফ্যামিলি তান্দুরি প্যাকেজ জনপ্রিয়, দাম ৭৮৫ টাকা।
- ০৯৬১৩ ৭৯১৭৯১

সংস্কৃতির খবর

গ্যাটে ইনস্টিটিউট

নারীর সৃজনশীল সত্তার উদ্‌যাপন আদর্শ জায়গা সিস্টার লাইব্রেরি। নারী লেখক ও শিল্পীদের এক হাজার কাজ স্থান পেয়েছে সেখানে। ৯ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু ও কিশোরীদের নিয়ে কর্মশালা ‘সিস্টার লাইব্রেরি : কিডজিন’ ২৬ অক্টোবর, বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত, ধানমন্ডির গ্যাটে ইনস্টিটিউটে (বাড়ি ৫০, রোড ১১/এ)।

অ্যানিমেশন ফিল্ম

রাজধানীর মিরপুর রোডে অবস্থিত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকায় চলছে অ্যানিমেশন ফিল্ম *সং অব ঝিনুক*। ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে চলবে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত।

মহানগরে এ সপ্তাহে

চলচ্চিত্র নিয়ে কথা

চলচ্চিত্রবিষয়ক গবেষণা পত্রিকা *ম্যাজিক লণ্ঠন*-এর আয়োজনে ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ’ নিয়ে কথা বলবেন চলচ্চিত্রনির্মাতা রায়হান রাফী; ২৬ অক্টোবর বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একাডেমিক ভবনের ১৫০ নম্বর কক্ষে। ***প্রতিনিধি**, রাজশাহী*

• তথ্য দিয়েছেন **আশীষ উর রহমান**, *ঢাকা;* **আবুল হাসনাত**, *ঢাকা;* • ছবি : **দীপু মালাকার**, *ঢাকা*

পাঁচ দিন পর সূচক বাড়ল | পাঁচ দিন পতনের পর গতকাল ঢাকার শেয়ারবাজারের মূল্যসূচক ১২.৩৮ পয়েন্ট বেড়ে ৫,১৭৩.১১ পয়েন্টে উঠেছে।

অর্থনীতির বড় চ্যালেঞ্জ ‘অনিশ্চয়তা’

বিশ্লেষণ

অর্থনীতি শ্লথ হয়ে পড়ায় যদি প্রবৃদ্ধি বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী তলানিতে গিয়ে ঠেকে, তাহলে তা হবে কোভিডের সময়ের চেয়েও কম।

ওয়ালিউর রহমান, *ঢাকা*

কোভিড মহামারির পর সবচেয়ে কম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস বলছে, গতি হারাচ্ছে দেশের অর্থনীতি। বিভিন্ন সূচক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত কয়েক মাসে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আগের চেয়ে শ্লথ হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, অর্থনীতিতে যেসব অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সরকারের উচিত সেগুলোর দিকে দ্রুত মনোযোগ দেওয়া।

১০ অক্টোবর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেটে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ শতাংশ। তবে তা প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসের মধ্যবর্তী পয়েন্ট। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থনীতি ঠিকমতো না চললে প্রবৃদ্ধি কমে হতে পারে ৩ দশমিক ২ শতাংশ আর খুব ভালো করলে প্রবৃদ্ধি হবে সর্বোচ্চ ৫ দশমিক ২ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি যদি তলানিতে নেমে আসে, তাহলে তা হবে কোভিডের সময়ে অর্জিত প্রবৃদ্ধির চেয়েও কম। করোনোভাইরাস মহামারির সময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের মতে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক নিয়ামক হতে পারে দুটি বিষয়। এর মধ্যে একটি অর্থনীতিতে ‘উল্লেখযোগ্য’ অনিশ্চয়তা। বিশ্বব্যাংক বলছে, এ অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগ ও শিল্পের প্রবৃদ্ধি দুর্বল হবে। অন্যটি হলো দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা, যা কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সীমিত করে দেবে। এ কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সার্বিকভাবে কমবে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেনও মনে করেন, দেশের অর্থনীতিতে এখন সবচেয়ে বড় বাধা অনিশ্চয়তা। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, অর্থনীতির অনিশ্চয়তা যদি কাটানো না যায়, তাহলে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগের পথে হাঁটবেন না। যেকোনো অনিশ্চয়তায় বিনিয়োগকারীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। তাই অনিশ্চয়তা কাটাতে সরকারকে চেষ্টা করতে হবে, পদক্ষেপ নিতে হবে।

জাহিদ হোসেনের মতে, দেশের অর্থনীতির জন্য তিনটি সূত্র থেকে এ অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, যার কারণে শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আর্থিক খাতের দুর্বলতা, যা ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তৃতীয়ত, জ্বালানি খাতের দীর্ঘদিনের সমস্যা।

সংকোচনের ধারায় অর্থনীতি

অর্থনীতির সাম্প্রতিক শ্লথগতি অবশ্য হঠাৎ আসেনি। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। গত অর্থবছরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি শ্লথ হতে শুরু করে, যে ধারা চলতি বছর আরও জোরদার হতে পারে। অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির দিকে নজর রাখে যেসব দেশি প্রতিষ্ঠান, তারা জানাচ্ছে টানা তিন মাস ধরেই সংকোচনের ধারায় রয়েছে অর্থনীতি।

> দেশের অর্থনীতির জন্য তিনটি সূত্র থেকে এ অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, আইনশৃঙ্খলার অবনতি। দ্বিতীয়ত, আর্থিক খাতের দুর্বলতা ও তৃতীয়ত, জ্বালানি খাতের দীর্ঘদিনের সমস্যা।
>
> **জাহিদ হোসেন**, সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা কার্যালয়

দেশের অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ যৌথভাবে প্রতি মাসে যে পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (পিএমআই) প্রকাশ করে, এতে দেখা যাচ্ছে গত জুলাই ও আগস্টে মতো সেপ্টেম্বরেও অর্থনীতি সংকোচনের ধারায় ছিল। তবে আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে সংকোচনের গতি সামান্য কমেছে। এ কারণে আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে পিএমআইয়ের মান ৬ দশমিক ২ পয়েন্ট বেড়েছে।

সেপ্টেম্বরে পিএমআই সূচকের মান ছিল ৪৯ দশমিক ৭, আগস্টে যা ছিল ৪৩ দশমিক ৫। পিএমআই সূচকের মান ৫০-এর নিচে থাকার অর্থ হলো অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে এই সূচকের মান নির্ধারণ করা হয়, অর্থনীতির মূল চারটি খাতের ভিত্তিতে—কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা। এই চার খাতের মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে শুধু উৎপাদন খাত সম্প্রসারণের ধারায় ফিরেছে। বাকি তিনটি খাত সংকোচনের ধারায় ছিল।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, সার্বিকভাবে অর্থনীতির অবস্থা ‘যথেষ্ট খারাপ’। তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, দুর্নীতি, প্রবৃদ্ধির হিসাবে গরমিলের কারণে অর্থনীতিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমের মতে, ‘আমাদের অর্থনীতির তিনটি প্রধান খাত চাল, প্রবাসী আয় ও তৈরি পোশাক। সব খাতই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্য কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পে পুঁজির ব্যবস্থা করতে হবে। সারের যাতে ঘাটতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আর কর্মীদের বিদেশ গমন যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে।’

অর্থনীতির বড় অনিশ্চয়তা এখন উৎপাদন খাতে। নানা রকম উদ্যোগের পরও সবচেয়ে বড় রপ্তানি শিল্প পোশাক খাতে উৎপাদনব্যবস্থা এখনো ভঙ্গুর রয়ে গেছে। জুলাই মাস থেকে সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুরের পোশাকশিল্প এলাকায় চলছে শ্রমিক বিক্ষোভ। সম্প্রতি পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও তা টেকসই হয়েছে কি না, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। পোশাকশিল্পের মালিকদের সমিতি জানিয়েছে, তাদের উৎপাদন ও রপ্তানিতে যেমন ক্ষতি হয়েছে, তেমনি কিছু ক্রয়াদেশ অন্য দেশে চলে গেছে।

চলতি মাসের গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাংকের ‘বিজনেস রেডি’ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এটি মূলত ‘ইজ অব ডুয়িং বিজনেস’ বা ‘সহজে ব্যবসার সূচক’ শীর্ষক প্রতিবেদনের বিকল্প। কোনো কোম্পানির কাজ শুরু করা, পরিচালনা ও বন্ধ করা এবং প্রতিযোগিতার কাজের ধরন পরিবর্তনের মতো ১০টি বিষয়ের ভিত্তিতে নতুন এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে বিশ্বব্যাংক। ওই প্রতিবেদনেও বাংলাদেশ খুব ভালো অবস্থানে নেই।

অর্থনীতির চার চ্যালেঞ্জ

অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, সংস্কার কার্যক্রমে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। আবার বিজনেস রেডির কোনো কোনো সূচকে নেপাল ও পাকিস্তান চেয়েও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। আছে নীতি অনিশ্চয়তা। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কখন কী নিয়ম চালু করবে, তার নিশ্চয়তা থাকে না। এ কারণে ব্যবসায়ীরা অনিশ্চয়তায় ভোগেন।

বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে গত আওয়ামী লীগ সরকার ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। তবে বিশ্বব্যাংক আগেই তা অর্জনযোগ্য নয় বলে জানিয়েছিল। গত এপ্রিলে চলতি অর্থবছরের জন্য সংস্থাটি ৫ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল। এখন তারা প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস আরও বেশ খানিকটা কমিয়ে ৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

নতুন প্রকাশিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেটে বিশ্বব্যাংক দেশের অর্থনীতির জন্য চারটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো মূল্যস্ফীতি, বহিস্থ খাতের চাপ, আর্থিক খাতের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। গত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের রাজনৈতিক গতিপথ কী হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা শুধু বাড়ছেই।

জাহিদ হোসেন মনে করেন, যদি অনিশ্চয়তার বিষয়গুলো দ্রুত কাটিয়ে ওঠা যায় এবং প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত পক্ষে থাকে, তাহলে চলতি অর্থবছরে হয়তো ৫ শতাংশের একটু বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে। তিনি একে ‘শোভন প্রবৃদ্ধি’ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর কথায়, ‘আমাদের চেষ্টা করতে হবে ৫ দশমিক ২ শতাংশের দিকে যেতে।’

তবে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি সরকারি প্রাক্কলন অনুযায়ী হবে না বলে মনে করছেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তাঁর মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে, তা ব্যবহার করে যদি একটি কাম্য পরিবেশ তৈরি করা যায়, তাহলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমের মতে, ‘চলতি অর্থবছরের সমস্যাগুলো থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে পারি, তাহলে আগামী বছর অর্থনীতিতে আবার চাঙা ভাব ফিরে আসবে, এটা আমরা আশা করতে পারি।’

ইফাদ মোটরস দেশের বাজারে রাজকীয় মোটরবাইক রয়্যাল এনফিল্ডের চারটি মডেল নিয়ে এসেছে। গতকাল ঢাকার তেজগাঁওয়ে রয়্যাল এনফিল্ডের বিক্রয়কেন্দ্রে। ছবি : আশরাফুল আলম

রয়্যাল এনফিল্ডের বাজারজাত শুরু দেশের বাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বাজারে বাজারজাত শুরু হয়েছে রাজকীয় মোটরবাইক রয়্যাল এনফিল্ডের। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে রয়্যাল এনফিল্ডের প্রদর্শনী কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রয়েল এনফিল্ডের চারটি মডেলের মোটরবাইকের অগ্রিম ক্রয়াদেশ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। একই সঙ্গে রয়্যাল এনফিল্ডের শোরুমও চালু করা হয়েছে।

দেশের বাজারে রয়্যাল এনফিল্ডের চারটি মডেলের মোটরবাইকের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৪০ হাজার থেকে ৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে রয়্যাল এনফিল্ডের পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ইফাদ অটোসের চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ। আর লিখিত বিবৃতি দেন রয়্যাল এনফিল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বি গোবিন্দরাজন এবং প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা যাদবিন্দর সিং গুলেরিয়া।

দেশের বাজারে রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইকের পরিবেশক এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইফাদ অটোসের চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ বলেন, ‘আমরা রয়্যাল এনফিল্ডের মতো একটি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের অংশীদার হতে পেরে আনন্দিত। বাংলাদেশের বাইকাররা (বাইক চালকেরা) রাস্তায় একটি নতুন অভিজ্ঞতা পাবেন।

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামে অবস্থিত রয়্যাল এনফিল্ডের সংযোজন কারখানায় ৩৫০ সিসি শ্রেণিতে হান্টার, মিটিওর, ক্ল্যাসিক ও বুলেট—এই চার ফ্ল্যাগশিপ মডেলের মোটরবাইক উৎপাদন করা হচ্ছে। হান্টার মডেলের মোটরবাইকটির দাম ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা, ক্ল্যাসিক ৪ লাখ ৫ হাজার টাকা, বুলেট ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা ও মিটিওর দাম ৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশব্যাপী অনলাইন এবং প্রদর্শনীকেন্দ্র থেকে এই বাইকের অগ্রিম ক্রয়াদেশ দেওয়া যাবে।

শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন হয় বাংলাদেশে

অক্সফামের প্রতিবেদন

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বিশ্বের যেসব দেশে শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এই কাতারে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে আফগানিস্তান, জর্ডান ও জিম্বাবুয়ে।

অক্সফামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের সবচেয়ে নিচের ১০টি দেশের কাতারে। এই সূচকে ১৬৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১তম। সেই সঙ্গে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায়ও বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে তলানির ১০ দেশের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল গতকাল সোমবার যৌথভাবে ‘দ্য কমিটমেন্ট টু রিডিউসিং ইনইক্যুয়ালিটি (সিআরআই) ইনডেক্স ২০২৪’ বা ‘অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচক’ শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বাংলাদেশে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের চিত্র উঠে এসেছে।

দেখা যাচ্ছে, অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচকে বাংলাদেশ চলতি ২০২৪ সালে ১৭ ধাপ পিছিয়ে ১২৪তম স্থানে নেমে গেছে। ২০২২ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১৭তম। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে ১৪৮তম ও ২০২০ সালে ১১৩তম স্থানে ছিল।

প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশে বৈষম্য কমানোর তৎপরতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশ অসমতা হ্রাসে বিভিন্ন দিক থেকেই পিছিয়ে আছে। সেই সঙ্গে যেসব দেশে শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম।

২০২৪ সালের প্রতিবেদনটিতে আরও দেখা গেছে, ৮৪ শতাংশ দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ কমিয়েছে। ৮১ শতাংশ দেশ অনুক্রমিক করব্যবস্থা (প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স) থেকে, অর্থাৎ ধনীদের ওপর অধিক হারে করারোপের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। ৯০ শতাংশ দেশ শ্রমিকবান্ধব শ্রমনীতি প্রণয়ন ও মানসম্পন্ন কাজ নিশ্চিত করা ও আয় বণ্টনে পিছিয়েছে।

এবারের সূচকে শুধু বাংলাদেশ নয়, শ্রমিকের অধিকার রক্ষা ও ইউনিয়ন করার আইন প্রণয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে ৪১ শতাংশ দেশ পিছিয়েছে। তবে অনেক দেশ আবার উন্নতি করেছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি কম। এমনকি বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হলেও এই খাতের শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয়, তাতেও তাঁরা দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়ে গেছেন। খাতটির এত উন্নতি হলেও শ্রমিকদের শোভন জীবনযাপন নিশ্চিত করা যায়নি। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনসহ শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রতিনিয়তই লঙ্ঘিত হয়। ফলে এই সূচকে যে বাংলাদেশ সবার নিচের সারিতে, তা অপ্রত্যাশিত নয়; বরং দুঃখজনক।

অক্সফামের প্রতিবেদনে মোট তিনটি বিষয়ের নিরিখে সিআরআই সূচক তৈরি করেছে। এগুলো হলো সরকারি সেবা, করনীতি ও শ্রম। এই তিন ক্ষেত্রের মধ্যে সরকারি সেবায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫, কর নীতিতে ৭১ ও শ্রমে ১১৮।

অক্সফামের ২০২৪ সালের সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ১২৭তম, পাকিস্তান ১৪১তম, মালদ্বীপ ৬৬তম, নেপাল ১১৫তম, শ্রীলঙ্কা ১১৮তম অবস্থানে রয়েছে।

পাঁচ ব্যাংকে এমডি নিয়োগের চিঠি, চার ব্যাংকে নিয়োগ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাষ্ট্রমালিকানাধীন পাঁচ বাণিজ্যিক ব্যাংক নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পাচ্ছে। তবে আটকে গেছে রূপালী ব্যাংকের এমডি নিয়োগ। আর সরকারি চার বিশেষায়িত ব্যাংকে ইতিমধ্যে নতুন এমডি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে গতকাল সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গতকাল রাষ্ট্রমালিকানাধীন পাঁচ বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে নতুন এমডি নিয়োগ দিতে চিঠি পাঠিয়েছে। এক মাস আগে ছয় ব্যাংকের তৎকালীন এমডির সঙ্গে সরকার হঠাৎ চুক্তি বাতিল করে দেয়। এর পর থেকে এমডি ছাড়াই চলছে ব্যাংকগুলো।

এমডি নিয়োগে এক সপ্তাহ ধরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে নাম বাছাই, তাতে অর্থ উপদেষ্টার অনুমোদন এবং সবশেষে প্রধান উপদেষ্টার সম্মতি প্রদানের কাজ চলছিল। তা শেষ হয়েছে গত রোববার।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গতকাল বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (বিকেবি) এমডি শওকত আলী খানকে সোনালী ব্যাংকের এমডি করার জন্য ব্যাংকটির পর্ষদকে চিঠি পাঠিয়েছে। এ ছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এমডি মো. মজিবর রহমানকে জনতা ব্যাংকে, অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক ডিএমডি আনোয়ারুল ইসলামকে অগ্রণী ব্যাংকে, জনতা ব্যাংকের সাবেক ডিএমডি মো. জসীম উদ্দিনকে বিডিবিএলে এবং জনতা ব্যাংকের সাবেক ডিএমডি মো. কামরুজ্জামান খানকে বেসিক ব্যাংকের এমডি করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্ষদকে চিঠি দিয়েছে। রাকাবের ডিএমডি মো. আবদুর রহিমকে রূপালী ব্যাংকে নিয়োগের অনুমোদন থাকলেও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ব্যাংকটির পর্ষদকে চিঠি দেয়নি।

এর বাইরে চারটি বিশেষায়িত ব্যাংকের এমডি নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে। সে অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের বর্তমান ডিএমডি মীর মোফাজ্জল হোসেন আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের এমডি, কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি সালমা বানু পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের এমডি, সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি সঞ্চিয়া বিনতে আলী কৃষি ব্যাংকের এমডি এবং কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি চানু গোপাল ঘোষ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এমডি হয়েছেন।

জানা গেছে, ১০ ব্যাংকে এমডি হিসেবে নিয়োগের জন্য সম্ভাব্য ব্যক্তিদের নামের একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি হয় ১৪ অক্টোবর। এরপর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গত ১৬ সেপ্টেম্বর অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছে এ-সংক্রান্ত একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে। ওই দিনই তাতে সম্মতি দেন অর্থ উপদেষ্টা। এরপর সারসংক্ষেপটি যায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ২০ অক্টোবর তাতে অনুমোদন দেয় এবং একই দিন তা ফিরে আসে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গতকাল সোমবার চার বিশেষায়িত ব্যাংকের এমডি নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করলেও রাষ্ট্রমালিকানাধীন পাঁচ বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডি নিয়োগের চিঠি পাঠায় তাদের পর্ষদের কাছে।

করপোরেট সংবাদ

প্রাইম ব্যাংকের কর্মীদের বিমাসুবিধা দেবে মেটলাইফ

প্রাইম ব্যাংক সম্প্রতি মেটলাইফের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। এই চুক্তির ফলে প্রাইম ব্যাংকের ৯ হাজার ৬০০ জনের বেশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার খরচ, দুর্ঘটনা, অক্ষমতা ও জীবনহানির ক্ষেত্রে বিমাসুবিধা দেবে মেটলাইফ। প্রাইম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও হাসান ও. রশীদ এবং মেটলাইফ বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আলা আহমদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

প্যারিসের সিয়াল খাদ্য মেলায় প্রাণ

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলমান সিয়াল ফুড ফেয়ার নামক খাদ্যপণ্যের মেলায় অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদক ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ‘প্রাণ’। পাঁচ দিনের এ মেলায় বিশ্বের ১৩০টি দেশের সাড়ে সাত হাজার প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। মেলায় প্রাণ গ্রুপ জুস অ্যান্ড ড্রিংকস, কনফেকশনারি, স্ন্যাকস, বিস্কুট ও বেকারি পণ্য, কুলিনারি, মসলা পণ্য, নুডলস, বিস্কুট, চকলেট, কুকিজ ইত্যাদি পণ্য প্রদর্শন করছে। এতে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে রপ্তানি বাড়বে বলে প্রাণ আশা করছে। **বিজ্ঞপ্তি**

মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপ চিগো ব্র্যান্ডের পরিবেশক

মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপ সম্প্রতি চীনের ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড চিগো গ্রুপের পরিবেশক হয়েছে। এ ব্যাপারে মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক খান রাজ ও চিগো গ্রুপের ওভারসিজ মার্কেটিংয়ের ভাইস জেনারেল ম্যানেজার ব্রুস নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি চুক্তিতে সই করেন। এ সময় মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আল আকসা তানজিম খানসহ প্রতিষ্ঠানের সাপ্লাই চেইন বিভাগের প্রধান তানজির হোসেন ও চিগো গ্রুপের এশিয়া-প্যাসিফিকের রিজিওনাল ম্যানেজার ইরউইন উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

ডিবির সাবেক কর্মকর্তা হারুনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

হারুন অর রশীদ

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের সব ধরনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে থাকা হিসাবও জব্দ করেছে কর বিভাগ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) থেকে গতকাল সোমবার সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীদের এ-সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছে। এতে পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত হারুনের হিসাব জব্দ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে সিআইসি।

সিআইসি একই সঙ্গে ডিবি হারুন খ্যাত হারুন অর রশীদের পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। তাঁরা হলেন হারুনের স্ত্রী শিরিন আক্তার; মা জহুরা খাতুন; ভাই এ বি এম শাহরিয়ার ও জিয়াউর রহমান; শ্বশুর ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও আত্মীয় সমরাজ মিয়া।

হারুন অর রশীদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কর ফাঁকির বিষয়টি তদন্ত করছেন সিআইসির কর্মকর্তারা। তাঁদের আয়কর নথিতে দেখানো সম্পদ, আয়-ব্যয়ের পাশাপাশি অন্য কোনো আয় ও সম্পদ আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। এর অংশ হিসেবেই তাঁদের ব্যাংক হিসাব জব্দ হয়েছে। সিআইসির কর্মকর্তারা জানান, কর ফাঁকি ধরা পড়লে হারুন ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়দের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্প্রতি হারুনের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি মামলা হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জে শাহীন আল মামুন নামের এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে দুই কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবির অভিযোগে হারুনসহ সাতজনের বিরুদ্ধে এই মামলা হয়।

এদিকে দেশের শীর্ষ ছয় ব্যবসায়ীরও কর ফাঁকি অনুসন্ধানে নেমেছে সিআইসি। ওই ব্যবসায়ীরা হলেন বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমান, এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম মাসুদ, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান ও ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

২২ অক্টোবর ২০২৪

ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার

■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পি আই ডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডি এফ পি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ■

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

০৬ কার্তিক ১৪৩১
২২ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

দেশের সড়ক ও মহাসড়কে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নিরাপদ ও উন্নত সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম নিয়ামক। সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি আইনের প্রয়োগ ও আইন মেনে চলতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সড়কে মোটরযানের সংখ্যা ও সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিসহ পরিবার নিয়ে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিতকল্পে সড়ক বিভাজক নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক সরলীকরণ, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, ওভারপাস নির্মাণ, ট্রাফিক সাইন ও সিগন্যাল স্থাপন/পুনঃস্থাপনের পাশাপাশি গাড়ি চালক ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও যানজট নিরসনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী ও যুবসমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ সড়কে দুর্ঘটনা, বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। সড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী ও সংশ্লিষ্ট সবাই এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিনিষেধ প্রতিপালনে সচেষ্ট হবেন-এটাই সকলের প্রত্যাশা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে দেশব্যাপী একটি আধুনিক সড়ক পরিবহণ অবকাঠামো এবং দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশের উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন, সড়কে গতিশীলতা নিশ্চিত, নিরাপদ যানবাহন ব্যবহার ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সড়ককে দুর্ঘটনামুক্ত করতে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত ও সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

উপদেষ্টা
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রেক্ষাপটে আজ ২২ অক্টোবর দেশব্যাপী জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ পালিত হচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ক্রোড়পত্র দিবসটি পালনের কর্মসূচিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি সড়ক পরিবহণ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

২০১৮ সালের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, ২০২৪ সালের ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তীতে সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তরুণ সমাজের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আমাদের নতুন পথ দেখিয়েছে। ছাত্র জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও অর্থবহ হয়েছে।

টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাজ করছে। টেকসই, নিরাপদ, সাশ্রয়ী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক অবকাঠামো বিনির্মাণের পাশাপাশি সুলভ ও সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভৌত অবকাঠামোগত উচ্চাভিলাষ, প্রকল্পের কাজে দীর্ঘসূত্রিতা ও ব্যয় বৃদ্ধির আবর্তে মুনাফা বৃদ্ধির প্রবণতা কিংবা বড়ো শহর কেন্দ্রীকতার পরিবর্তে জনসাধারণের চলাচলের চাহিদা ও চাপ বিবেচনায় নিয়ে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন করতে হবে। গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিযোগিতামুলক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সাশ্রয়ী নির্মাণ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি মানুষের কী পরিমাণ উপকার হয়, গন্তব্যে পৌঁছাতে কত সময় লাগে এ ধরনের প্রকৃত নির্দেশকসমূহ (Indicators) হবে উন্নয়ন মূল্যায়নের নতুন মাপকাঠি।

দেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সড়কপথে অনিরাপদ যানবাহন চালনা, বিপজ্জনক বাঁক, অপ্রতুল প্রশিক্ষণ, বেপরোয়া গতি এবং আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি সড়ক নিরাপত্তার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবহণ মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী নির্বিশেষে সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান জানা ও মেনে চলা দরকার। এর পাশাপাশি বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নিরাপদ সড়ক, নিরাপদ যানবাহন, নিরাপদ সড়ক ব্যবহারকারী ও দুর্ঘটনা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আবশ্যক। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

ছাত্র জনতার মহান বিপ্লবের চেতনা সমুন্নত রাখতে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ এর সংকল্প হবে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে একযোগে কাজ করা এবং সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা।

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

মোঃ ইয়াসীন

আজ ২২ অক্টোবর 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪'। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালিত হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবছর ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার'। সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা ও শুদ্ধচর্চা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে এই প্রতিপাদ্য নিঃসন্দেহে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক ও জনসাধারণের দোরগোড়ায় মোটরযান সেবা সহজ প্রাপ্তির কারণে সড়ক পরিবহণ মানুষের প্রধানতম পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রায় ২২.৫ হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্য মহাসড়ক এবং ৩.৫ লক্ষ কিলোমিটারের অধিক গ্রামীণ সড়কে ৬১ লক্ষাধিক নিবন্ধিত মোটরযান চলছে। রেল ও নৌ পরিবহণের তুলনায় সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের পরিমাণ অনেক বেশি। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসেব অনুযায়ী জিডিপিতে পরিবহণ সেক্টরের অবদান ৭.৩৭%, যার মধ্যে সড়ক পরিবহণের অবদান ৬.৬১%। প্রতিনিয়ত মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সড়ক পরিবহণ সেক্টরে সড়ক দুর্ঘটনা একটি বড়ো সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এক একটি দুর্ঘটনা অসংখ্য মানুষ ও পরিবারের ভয়াবহতাসহ স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ পতন ঘটিয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি এবং গভীর শোক ও দুঃখের কারণ নয়, বরং অনেক পরিবারকেও আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করে শিশু-কিশোর এবং পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি।

বাংলাদেশ পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় বিগত ১০ বছরে গড়ে নিহত হয়েছে ৩৬২৬ জন। এছাড়াও বিআরটিএ সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। বিআরটিএ'র তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে ৫৪৯৫ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০২৪ জন নিহত ও ৭৪৯৫ জন আহত হয় এবং ২০২৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে ৪১২৭ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৭৯২ জন নিহত ও ৪৭৪৯ জন আহত হয়। বিআরটিএ'র হিসেব অনুযায়ী ২০২৩ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৭৮৩৭ টি মোটরযানের মধ্যে মোটরকার/জীপ ২০৬ টি (২.৬৩%), বাস/মিনিবাস ১০৮৩ টি (১৩.৮২%), ট্রাক/কাভার্ডভ্যান ১৩৮৯ টি (১৭.৭২%), পিকআপ ৩৭০ টি (৪.৭২%), মাইক্রোবাস ২২৬ টি (২.৮৮%), এ্যাম্বুলেন্স ১৬১ টি (২.০৫%), মোটরসাইকেল ১৭৪৭ টি (২২.২৯%), ভ্যান ২৩০ টি (২.৯৩%), ট্রাক্টর ১২৮ টি (১.৬৩%), ইজিবাইক ২১৭ টি (২.৭৭%), ব্যাটারিচালিত রিকশা ৪১৫ টি (৫.৩০%), অটোরিকশা ৪৯৭ টি (৬.৩৪%) ও অন্যান্য যান ১১৬৮ টি (১৪.৯০%)।

গাড়িচালকের যত্রতত্র ওভারটেকিং, অতিরিক্ত গতি বা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন ইত্যাদি কারণে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। চালক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল ও রোড মার্কিং অনুসরণ না করা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নিয়ে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়, মানসিক অস্থিরতা, অতিরিক্ত চাপ ও শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গাড়ি চালানো, গাড়ি চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা ইত্যাদি রয়েছে। মোটরযান মালিক সংশ্লিষ্ট কারণসমূহের মধ্যে গাড়ি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করা, বৈধ লাইসেন্সধারী ড্রাইভার নিয়োগ না করা, শ্রমিকদের দ্বারা অধিক পরিশ্রম করানো অর্থাৎ সরকার নির্ধারিত শ্রমঘন্টার অতিরিক্ত গাড়ি চালানো এবং অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতার অধিক মালামাল পরিবহণে ড্রাইভারকে উৎসাহ দেয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অসতর্ক ও অমনোযোগী হয়ে রাস্তায় চলাচল, তড়িঘড়ি করে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দৌড়ে রাস্তা পার হওয়া, রাস্তায় চলাচলরত অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা, ফুটপাত ব্যবহার না করা, রাস্তা পারাপারে জেব্রাক্রসিং, ফুটওভারব্রিজ, আন্ডারপাস ব্যবহার না করা ইত্যাদি কারণে সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারীদের মৃত্যু হয়।

নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইউএন গ্লোবাল প্ল্যানের পাঁচটি পিলার (সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ সড়ক ও গতিশীলতা, নিরাপদ যানবাহন, নিরাপদ সড়ক ব্যবহারকারী এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী কার্যক্রম) এবং সড়ক নিরাপত্তার মৌলিক ০৪টি বিষয় (প্রকৌশল, শিক্ষা, আইন প্রয়োগ এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ) সমন্বয় করে একশন প্ল্যান তৈরিপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিয়ে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে নিম্নরুপ কাজ করছে:

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে মেট্রোপলিটন, জেলা এবং উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটিগুলো নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ১১১টি সুপারিশের মধ্যে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- মোটরযানের গতিসীমা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২৪ জারিসহ তা বাস্তবায়নে মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ২২টি জাতীয় মহাসড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, অটোরিকশা, অটোটেম্পু এবং অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধে মোবাইলকোর্ট ও বাংলাদেশ পুলিশের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে বিআরটিএ নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমে স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসন, হাইওয়ে ও জেলা পুলিশের সহায়তায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৭৭৮২ টি মামলা প্রদানের মাধ্যমে ৭৩০২১৫২৬ টাকা জরিমানা আদায়, ২২৯ টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ ও ৪৮০ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।
- মোটরযান চালকদের মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন বন্ধ করার লক্ষ্যে গত জানুয়ারি ২০২২খ্রিঃ তারিখ থেকে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে বাধ্যতামুলকভাবে প্রার্থীদের ডোপটেস্ট সনদ/রিপোর্ট গ্রহণ করা হচ্ছে।
- সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিআরটিএ'র উদ্যোগে গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্লোগান সংবলিত স্টিকার ও লিফলেট নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে।
- সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য/স্লোগান টিভি স্ক্রলে প্রচার এবং টিভি ফিলার ও টেলপ ডকুমেন্ট বিটিভিসহ গুরুত্বপূর্ণ টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে।
- বিআরটিএ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সড়ক নিরাপত্তামুলক ভিডিওচিত্র জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা সদরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত ৫৪০টি সভা/সমাবেশে ৬০,৯৩৮ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, বিআরটিএ কর্তৃক স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের উপযোগী সড়ক নিরাপত্তামুলক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন ও ব্রশিয়ার বিতরণ করা হয়েছে।
- ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের পূর্বে বাধ্যতামুলকভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- মোটরযান চালক, যাত্রী ও জনসাধারণকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে মোটরযানের পিছনে সড়ক নিরাপত্তামূলক মেসেজ/স্লোগান লেখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তা ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ট্রাস্টিবোর্ডের মাধ্যমে ০৪টি ক্যাটাগরিতে (১) দুর্ঘটনায় নিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু ক্ষেত্রে এককালিন অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, (২) দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানির ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা (৩) গুরুতর আহত এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকার ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং (৪) গুরুতর আহত কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকার ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ছাত্র জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিতকল্পে বিআরটিএ'র অধিকাংশ সেবা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। অনলাইন সেবাসমুহের মধ্যে রয়েছে- ঘরে বসেই শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তিসহ মূল ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিল, ড্রাইভিং লাইসেন্সের তথ্য সংশোধন ও মোটরযানের শ্রেণি সংযোজনের আবেদন দাখিল, হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স এর প্রতিলিপির আবেদন দাখিল এবং এতৎসংক্রান্ত ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি। এছাড়া, মোটরযান নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিল, নিবন্ধিত মোটরযানের নিবন্ধন সনদের তথ্য পরিবর্তনের আবেদন দাখিল, ফিটনেস সনদ নবায়নের লক্ষ্যে মোটরযান পরিদর্শনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও রাইড শেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন দাখিল ও প্রাপ্তি, মোটরযানের অগ্রিম আয়কর, ফিটনেস নবায়ন ফি, ট্যাক্স-টোকেন ফিসহ অন্যান্য ফি'র পরিমাণ জানা, Debit, Credit Card, bKash, Rocket, নগদ ইত্যাদি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মোটরযান নিবন্ধন ফি, অগ্রিম আয়কর, ফিটনেস নবায়ন ফি, ট্যাক্স-টোকেন ফি, ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফিসহ অন্যান্য ফি জমা প্রদান, বিভিন্ন সেবার বিপরীতে প্রদত্ত মোটরযানের কর ও ফি যাচাই, ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্টের পরীক্ষার ফলাফল দেখা, ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্টের পরীক্ষার তারিখ গ্রহণ, মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত কর ও ফি প্রদানের নিমিত্তে নিকটস্থ ব্যাংকের শাখা ও বুথের তালিকা অনুসন্ধান ইত্যাদি।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকারি প্রচেষ্টার পাশপাশি বেসরকারি সংস্থা, পরিবহণ মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। হতে হবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইন প্রতিপালনে তৎপর। আসুন আমরা জুলাই বিপ্লবের শহিদদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ তথা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সুনাগরিক হিসেবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে একযোগে কাজ করি।

লেখক: চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬ কার্তিক ১৪৩১
২২ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে আজ ২২ অক্টোবর সারা দেশে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে। এ দিবসের প্রতিপাদ্য- 'ছাত্র-জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার' যথার্থ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

প্রথাগত সড়ক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১৮ সালে সংঘটিত শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়কের দাবিতে গণ-আন্দোলনের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান, ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন অদক্ষ চালক, অবৈধ যানবাহন সড়ক নিরাপত্তার যে ঝুঁকি তৈরি করে, সড়ক পরিবহণ মালিক-শ্রমিক তা উপলব্ধি করে এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে নিরাপদ সড়কের প্রত্যাশা পূরণ অনেকটাই সহজ হবে।

তরুণ প্রজন্ম ও আপামর জনসাধারণের মাঝে 'নতুন বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অভূতপূর্ব ঐক্যকে কাজে লাগিয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, মালিক, চালক, পথচারী, অভিভাবকসহ দলমত নির্বিশেষে সমাজের সবাই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসলে নিরাপদ সড়কের ধারণাকে বাস্তবরূপ দান করা সম্ভব।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সিনিয়র সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বাণী

সারাদেশে অষ্টমবারের মত ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনতামুলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরাপদ সড়ক গড়ার প্রত্যয়ে এবার জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের প্রতিপাদ্য 'ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার' নির্ধারণ করা হয়েছে- যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ সেবা ব্যবস্থাসহ মোটরযানের আধুনিকায়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পাশাপাশি মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছে। উপ-আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ উন্নত পরিবহণের চাহিদাপূরণ, পণ্য ও যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি এবং সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে এ বিভাগ ব্যাপক কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। পেশাজীবী গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচার অভিযানের মাধ্যমে লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার বিতরণসহ মহাসড়কে নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ইত্যাদি অবৈধ যান এবং হেলমেট, রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর আওতায় নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ শিক্ষা, প্রকৌশল ও প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে সমুন্নত রেখে ছাত্র জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এ বিভাগ নিরাপদ সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ণের পাশাপাশি প্রয়োজন সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা। এটি নিশ্চিত করা না গেলে সকল উন্নয়নমুলক কার্যক্রমের সুফল থেকে আমরা বঞ্চিত হব। তাই গাড়ি চালনা ও সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাড়িচালক, যাত্রীসাধারণ, পথচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন। আসুন, আমরা সকলে এ শপথে বলীয়ান হয়ে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হই।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ এর সকল কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। সকলের জন্য শুভ কামনা।

মোঃ এহছানুল হক

সাবধানে চালাবো গাড়ি, নিরাপদে ফিরবো বাড়ি ● আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো ● গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

ডিএফপি নং- ০৫, তারিখ: ২১-১০-২০২৪ খ্রি.

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ বসুন্ধরা এফ-ব্লকের প্রাইম লোকেশনে নির্মাণাধীন ১৮০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৬। টিবু-৬০২৪৯০

✸ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২-এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১। সি-৬০২৪৯১

✸ ধানমন্ডিতে ৩নং রোডে ২ পার্কিংসহ ২২২০ ও ৭/এ নং রোডে ২ পার্কিংসহ ২৮৫০ ব.ফু. নতুন ও ৬নং রোডে ১ পার্কিংসহ ১২০০ ব.ফু. ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭৯৩৩১১৭৬১। সি-৬০২৪৮৭

✸ মগবাজারে দক্ষিণমুখী রেডি ১১৬৩ ও ৮৩৪ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭৪৮৫১৭৪৪৪, ০১৭৪১২২০০৯১। সি-৬০২৪৮০

✸ মোহাম্মদপুরে তিন বেডরুমের রেডি ফ্ল্যাট তিতাস গ্যাস সংযোগসহ সুলভ মূল্যে বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮৮৩৩৯২৭। সি-৬০২৪৫৮

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ ডিওএইচএস সাভারে সুইমিংপুল, দক্ষিণমুখী পার্ক মসজিদ খেলার মাঠ স্কুল গ্লাসডোর হেভিলিফট জেনারেটর ফ্ল্যাট/ডুপ্লেক্স। মোবা : ০১৭২৪-০৭৯৭৯৬, ০১৭৩৪-২০৯৯৯৮। ডি-৬০২৫০৫

✸ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১, ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। সি-৬০২৪৯২

✸ উত্তরা দক্ষিণমুখী ডুপ্লেক্স রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৭৭৭৩৪৭১৬। সি-৬০২৪৫৯

✸ গুলশান আবাসিক এলাকায় নান্দনিক পরিবেশে সম্পূর্ণ রেডি ১৮৫৩ ও ২০৪৭ বর্গফুটের ২টি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি : ০১৮২৪-৫০০৫০১। ডি-৬০২৫০০

✸ বসুন্ধরা এফ-ব্লকে দক্ষিণমুখী ১৫০০ বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের নতুন তৃতীয় তলায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১১৯২৪৭৯৯। ডি-৬০২৫২৭

✸ মেরুল বাড্ডায় ১৯৫৭ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট পার্কিংসহ বিক্রি হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ : ০১৯৭০-৫৪৭৬৪৭। মহাবু-৬০২৪৯৮

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ এয়ারপোর্ট টার্মিনাল ৩ সংলগ্ন শান্ত নিরিবিল পরিবেশে ৩/৪ বেডের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০২৩, ০১৭৫৫৫১১০২০। ডি-৬০২৫৩৪

প্লট বিক্রয়

✸ রাজউক পূর্বাচল উপশহরে ৩ নং সেক্টরে ১০ কাঠা, ২৫ নং সেক্টরে ৭.৫ কাঠা ও ০৭, ১১ নং সেক্টরে ৫ কাঠা এ্যালোটি প্লট বিক্রয় হবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭৭৮৫৫৪৪৯৯ (মালিক নিজ)। ডি-৬০২৫০১

✸ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে স্পোর্টস কমপ্লেক্স সংলগ্ন এন-ব্লকে ১৬ কাঠা প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭২৫-৯১৩৮৯৫ (মালিক নিজ)। ডি-৬০২৫০৩

✸ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় আকর্ষণীয় লোকেশনে এক বিঘার আবাসিক কর্নার প্লট। সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশ। যোগাযোগ : ০১৯৭১৮২৬৬৭৬। ডি-৬০২৫১৯

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে পাঁচ কাঠার ও পি-ব্লকে তিন কাঠার বাউন্ডারিকৃত প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৬৩৩৫৩০২৩১। যাবু-৬০২৫১১

পাত্র চাই

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এ লেভেল এবং ইউএসএ হতে অনার্স/মাস্টার্স (৩২-৫´-৬´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৯৯৫৫৮৫২৩৩, ০১৯০৭৫৫০৩৬১। সি-৬০২৪৭৭

✸ দেশে এবং প্রবাসে উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্রদের জন্য শিক্ষিত পরিবারের অনেক সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান রয়েছে। আগ্রহী পাত্র/অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫০৪৫২০৯, ০১৭১৫৬৪৩৯৬৮। সি-৬০২৪৭৫

✸ অভিজাত এলাকায় বসবাসরত ও/এ লেভেল ইকোনমিকসে অনার্স-মাস্টার্স মাল্টিন্যাশনালে কর্মরত সুন্দরী (৫´-১´´+২৭) পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবকগণ : ০১৭৩২২১৩০৫১। সি-৬০২৪৬৭

✸ কয়েকজন ফরেন ডিগ্রি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অনার্স/মাস্টার্স ট্যালেন্টেড সুদর্শনাদের ইমিগ্র্যান্টসহ উপযুক্ত। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি ১৩, রোড ৯, গুলশান ১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০২৫০৭

প্লট বিক্রয়

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালিভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৪৪২৪৩৮৫৭। টিবু-৬০২৪৮৬

✸ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৩২৯৭১১৫৩১। টিবু-৬০২৪৮৮

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪৮। টিবু-৬০২৪৮৯

✸ পূর্বাচল ৩০০´ ও আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথে ইরিহ্যাব/রাজউক নিবন্ধকৃত বালিভরাটকৃত প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৩২২৯৩৯৪২২। বিকেএন-৬০২৪৮১

✸ পূর্বাচলের ১১, ৯নং সেক্টরে ৫ কাঠা, ২০, ৫ নং সেক্টরে লেকেরপাড়ে ৩ কাঠা, ১৪, ২৫নং সেক্টরে ৭.৫ কাঠা, ১০, ৩নং সেক্টরে ১০ কাঠা, নিকুঞ্জ-১, ৩ কাঠা, উত্তরায় ১৬ জে-ব্লকে ৬০´ রোডে ৩ কাঠা। ০১৭৩১৬১৩৯১৮। মিবু-৬০২৪৭৯

জমি বিক্রয়

✸ ফতুল্লায় মোল্লাসল্ট ফ্যাক্টরির সন্নিকটে হাইওয়ে রাস্তার সাথে সংযুক্ত ফ্যাক্টরি উপযোগী ৩০ শতাংশ জমি বিল্ডিংসহ বিক্রি হবে। +৮৮০১৭১৫০২৪৪৮১। বিকেএন-৬০২৪৮৩

ভাড়া হবে

✸ **ওয়্যারহাউস :** টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় ৫০০০ বর্গফুট ওপেন স্পেস (দোতলা) সুন্দর পরিবেশে ওয়্যারহাউস ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১৫২০১৭৪। সি-৬০২৪৮৪

পাত্রী চাই

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র মিসর থেকে অনার্স এবং মালয়েশিয়া মাস্টার্স অধ্যয়নরত (২৭-৫´-৬´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা : ০১৭২৯২৬১৮৭৬, ০১৬১৮৮৭০৬৮৪। সি-৬০২৪৭৬

✸ ঢাকা বেইজড জব যেমন: ইউনিভার্সিটির লেকচারার, ডেসকো, ডিপিডিসি, বাংলাদেশ ব্যাংক, পিজিসিবি, ইউনিলিভার, গ্রামীণফোন, নেসলে বাংলাদেশ, বাংলালিংক, রবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক পাত্রের সন্ধান রয়েছে। ০১৭৪৭৯৬১১৮০। সি-৬০২৪৭৩

✸ সরকারি-বেসরকারি মেডিকেলের বিসিএস/নন-বিসিএস ডাক্তার, জন্ম ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত অনেক পাত্রের সন্ধান রয়েছে। ০১৭০৬৪৮৩৫৬০। সি-৬০২৪৭৪

✸ ঢাকায় সেটেল্ড, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার একমাত্র ছেলে (৫´-১১´´+৩০) বিএসসি বুয়েট, এমএসসি ইউএসএ। ইউএসএ চাকরিরত পাত্রের পাত্রী। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। সি-৬০২৪৭১

✸ ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর (৩৫-৫´-৮´´) বুয়েট লেকচারার (৩০-৫´-১০´´) বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫´-৯´´) ইউকে ডাক্তার (৩৩-৫´-৮´´) পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। সি-৬০২৪৭০

✸ আমেরিকার সিটিজেন বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পিএইচডি ইউএসএ আমেরিকায় সরকারি চাকরিরত উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার (৩৬-৫´-১০´´) সুদর্শন নামাজি (ছুটিতে ঢাকায়) পাত্রের পাত্রী। মোবাইল : ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। সি-৬০২৪৬৬

পাত্রী চাই

✸ শর্ট ডিভোর্স মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকের এভিপি বিবিএ এমবিএ অ্যাকাউন্টিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন মার্জিত (৩৫-৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী। মোবা : ০১৭৬০৭২৫১৯১। সি-৬০২৪৬৪

✸ ৩৫ বছরের পাত্রের জন্য সুন্দরী বিধবা/ডিভোর্সি পাত্রী চাই। নো-মিডিয়া সরাসরি পাত্রীগণ যোগাযোগ পাত্র : ০১৩১৯৫৯২৪৭৩। সি-৬০২৪৮৫

✸ ডিভোর্স এমবিবিএস, বিসিএস, এমডি, আইএএসপি (পেইন মেডিসিন) থাইল্যান্ড, কর্মরত সরকারি মেডিকেল ঢাকা পিতা-মাতা ডাক্তার প্রফেসর (৩৮-৫´-৮´´) সুদর্শন অভিভাবকগণ যোগাযোগ : ০১৮৬৩৮২৭০০৮ হোয়াটসঅ্যাপ যাবু-৬০২৫১২

✸ বিএসসি (ইইই) এমএসসি কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক অ্যানালাইস্ট, কানাডিয়ান সিটিজেন, বাবা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা (ডিওএইচএস)-এ বসবাসরত (৩৭-৫´-৫´´) পাত্রের আর্জেন্ট পাত্রী। মোবা : ০১৭৩৩৮৯৪০২০। ডি-৬০২৫২২

✸ বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি বিএসসি বুয়েট (ইইই) ইঞ্জিনিয়ার (৩০-৫´-৮´´) ছোট পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন ও নামাজি পাত্রের অভিভাবকগণ : ০১৭০৬৫৮৮০০৩। kannakumari.m3158@gmail.com ডি-৬০২৫১৮

✸ বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট/বিসিএস নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার/ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত (৩১-৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী। ০১৭৩০২১৫৯২৮। ডি-৬০২৫২৩

✸ ম্যাজিস্ট্রেট (৩০-৫´-৮´´), প্রফেসর (৩৪-৫´-৯´´), মেজর (৩১-৫´-১০´´) পাইলট, ব্যাংকার, সিটিজেন ও শিল্পপতি পাত্রদের পাত্রী চাই। সোনিয়া আপা, হোম সার্ভিস। ০১৭১৯৮০৩৪৮৪। ডি-৬০২৫৪২

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্রপাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/ জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯, ০১৬১৮৮৭০৬৮৫। সি-৬০২৪৭৮

✸ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশিপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা, হোম সার্ভিস। # ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com সি-৬০২৪৬৫

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। সি-৬০২৪৬৩

✸ আপনি কি প্রবাসী পাত্র/পাত্রী খুঁজছেন? যেমন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের সিটিজেন উচ্চশিক্ষিত পাত্র/পাত্রীর জন্য লগন, গুলশান-১। মোবা : ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। বিকেএন-৬০২৪৮২

✸ বিসিএস ডাক্তার, আর্মির ডাক্তার, মেজর, ম্যাজিস্ট্রেট, সিটিজেন, শিল্পপতি, পিএইচডি ও এমবিএ সুন্দরীসহ সকল পাত্র-পাত্রীর প্রতিষ্ঠান। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। মোস্তফা স্যার-হোম সার্ভিস। ০১৭৭৭৬৫৯৯০০। ডি-৬০২৫৪১

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
SME FOUNDATION
পর্যটন ভবন (লেভেল ৬-৭), ই-৫/সি-১, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪১০২৪১০৮-১০, মোবাইল: ০১৮২০০৫৯৩১৪, ০১৬৮২২৫৭৫০৫, ০১৭১৩০৬৬৭১২
ওয়েবসাইট: www.smef.gov.bd

পুন:দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রুপ ফ্যামিলি ইন্স্যুরেন্স সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে আগ্রহী ও সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে পুন:দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। পুন:দরপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও সিডিউল ফাউন্ডেশন কার্যালয় থেকে অফেরতযোগ্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া পুন:দরপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট (www.smef.gov.bd) -এ পাওয়া যাবে।

দরপত্র জমা প্রদানের শেষ তারিখ: ২৮ অক্টোবর ২০২৪ দুপুর ০২:০০ ঘটিকায়
প্রি-বিড মিটিং: ২৪ অক্টোবর ২০২৪ সকাল ১১:০০ ঘটিকায়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Police
Police telecommunication Organization
Police Telecom Bhabon, Rajarbag, Dhaka.
web:telecom.police.gov.bd

Invitation for e-Tender

Memo No-44.01.0000.057.11.010.24/218/Betar — Date: 20-10-2024

For the financial year 2024-2025 e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of the following items.

SL	Description	e-Tender ID	Procurement Method	Online Tender Publication Date & Time	Online Tender Closing Date & Time
1	Purchase of RG-8/213 Feder Cable & Outdoor STP Cable	1027736	OTM	22 Oct 2024 16:30	13 Nov 2024 14:30
2	Purchase of Volume/Channel Knob, Contact Pin, Programming Kit, Connector & Others.	1027737	OTM	22 Oct 2024 16:30	13 Nov 2024 14:40
3	Purchase of 12Volt 80 Amp Maintenance Free Battery.	1027739	OTM	22 Oct 2024 16:30	13 Nov 2024 14:50
4	Purchase of 12Volt 120 Amp Maintenance Free Battery.	1027741	OTM	22 Oct 2024 16:30	13 Nov 2024 15:00

This is an online Tender, Where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP Systems Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.
The fees for downloading the e-tender documents from the National e-GP System portal have to be deposited online through any registered bank branches.
Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and from e-GP help desk (http://www.helpdesk@eprocure.gov.bd).
The Procuring entity reserves the right to accept or reject all Tenders/Proposal/Pre-Qualification/EOIs.

(Shahriar Bin Saleh)
BP 7810126915
SP (Logistics)
Police Telecommunication Organization
Rajarbag, Dhaka.
Mobile: 01320020041
E-mail:splog.telecom@police.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (ভবন-২)
১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
www.bfsa.gov.bd

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞ প্যানেল অন্তর্ভুক্তির জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট হতে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদনপত্র/প্রস্তাব আহ্বান।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠনের জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের নিকট হতে আবেদনপত্র/প্রস্তাব আহবান করা যাচ্ছে :

বিষয়সমূহ

(ক) খাদ্যে দূষণের কারণে জনস্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি; (খ) ভোক্তা সাধারণের উপর জৈব ও রাসায়নিক ঝুঁকির হুমকি নিরূপণ; (গ) দূষক বা ক্ষতিকর অনুজীব নিয়ন্ত্রণের অনুশাসন; (ঘ) জীব ও খাদ্যে জেনেটিক প্রযুক্তি বা অন্য কোনো প্রযুক্তির ব্যবহার; (ঙ) খাদ্যের নিরাপদ মান নির্ণয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রযুক্তি প্রয়োগ; (চ) খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ নজরদারি এবং সংকটকালীন জরুরি সাড়া প্রদান; (ছ) আন্তঃসংস্থা সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ; (জ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, মূল্যায়ন, পদ্ধতি উদ্ভাবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা; (ঝ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য বিধান ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরূপণ; (ঞ) খাদ্য গ্রহণের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি চিহ্নিতকরণ; (ট) জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ; (ঠ) খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ; (ড) খাদ্যদ্রব্যে দূষণকারী বস্তুর অবশিষ্টাংশের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ; (ঢ) খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক স্থাপন, পরীক্ষণ পদ্ধতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; (ণ) খাদ্যশিল্প ও খাদ্য ব্যবসা পরিচালনায় জনবল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা; (ত) নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের কৌশল; (থ) সংশ্লিষ্ট অংশীজন সচেতনতা ও সমন্বয় পদ্ধতি; (দ) খাদ্য দূষণে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণ; (ধ) নিরাপদ খাদ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন; (ন) নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়; (প) আইনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও নজরদারি।

বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য যোগ্যতা

(১) সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত, কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা; (২) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত গবেষণা, নিবন্ধ প্রকাশনা; (৩) চাকরি বিধি বা প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তিপ্রাপ্ত নয়; (৪) বুদ্ধিবৃত্তিক বা নৈতিক অসততার অভিযোগে অভিযুক্ত বা শাস্তিপ্রাপ্ত নয়; (৫) বিশেষ যোগ্যতা বা অর্জন (যদি থাকে)।

আবেদনের নিয়মাবলী

১। ই-মেইলে অগ্রায়নপত্রসহ research1@bfsa.gov.bd ঠিকানায় অথবা ডাকযোগে, উপপরিচালক, গবেষণা ও উন্নয়ন অধিশাখা, বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (ভবন-২), লেভেল-৫, রুম নং-৫০৭, ১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় আবেদনপত্র/প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

সময়সীমা

আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর, ২০২৪

বি: দ্র: কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধন/পরিমার্জন/সংযোজন বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

Community Development Centre (CODEC)
Invitation for Tender — Date: 22 October 2024

CODEC EPRC Project (Funded by UNHCR) is hereby inviting genuine suppliers to participate in the tender process with relation to **Installation of Solar System of Learning Facilities located at different Rohingya Refugee response camp areas, Cox's Bazar** (Details will be described in the schedule). Schedule are segregated by 2 LOTs based on the different camp location & all the intended Supplier are requested to collect the specific schedule accordingly. All suppliers should submit their proposal with the prescribed schedule which can be collected from CODEC-EPRC Project office, Kamrul Islam Building, near Upazila Health Complex Gate, Ukhiya, Cox's Bazar from **22nd October 2024 till 3rd November 2024 (Within 9.00AM to 4.00 PM)** and **a Pre-bid meeting will be held on 27th October 2024 at 02:00 PM in the CODEC-EPRC Project Office**. All the intended suppliers are requested to bring organization seal to collect the tender schedule. Schedule should be dropped on the CODEC-EPRC Project Office, Ukhiya from 22nd October 2024 till 3rd November 2024 (Up to 4.00 PM). All other terms & condition will be mentioned in the schedule. **Tender will be opened on 4.00PM in the same day on dated 3rd November 2024 at CODEC-EPRC Project Office.**
CODEC reserves the right to accept or reject in part or full/one or all quotations without assigning any reasons whatsoever.

UNHCR-CODEC EPRC Project Office
Kamrul Islam Building, Near Upazila Health Complex Gate, Main Road, Ukhiya, Cox's Bazar. Contact for info: +880 1866-155555

The Govt. Peoples Republic of Bangladesh
Superintendent.
250 Bed General Hospital
Barguna.

MemoNo-45.01.0400.243.00.00.24.1012 — **Date: 21/10/2024**

E-Tender Notice

e-tender will be invited in the National e-GP System portal (http:www.eprocure.gov.bd.) for procurement of flowing goods.

Sl no	Tender Id no	Description	Publication date and time	Tender ducument last selling/ downloading date and time	Online tender closing date	Tender opening date and time
1	1024142	Medicine(Druge) Out of EDCL	22.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	05.11.2024
2	1024143	Surgical Equipment and other	22.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	05.11.2024
3	1024145	Hospital Linen	22.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	05.11.2024
4	1024144	Gauge Bandage and cotton	22.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	05.11.2024
5	1024146	Chamical and Reagent	22.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	05.11.2024
6	1024145	MSR Furniture	22.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	05.11.2024
7	1009992	Transportation medicine.medical Equipment and other	22.10.2024	4.11.2024	05.11.2024	05.11.2024
8	1009989	Washing linen Meterial	22.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	05.11.2024

This is online tender where only e- tender will be accepted in the Nationa e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submite e-tender Registration in the National e-GP System portal (http:www.eprocure.gov.bd.) is required. The fees for downloading the e-tender document frome the National e-GP System portal have to be deposited online through and registared bank branche.

Futher conformation and guidlines are avilable in the National e-GP System portal and fron e-GP (helpdesk@d[rpcire.gov.bd)

(Dr A K M Nazmul Ahsan)
Superintendent.
250 Bed General Hospital
Barguna.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিপ্র-০১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২	সংগ্রহকারী দপ্তরের নাম	বিপ্র-০১ শাখা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৩	দরপত্র নং ও প্রকাশের তারিখ	৩৯.০০.০০০০.০০৯.৯৯.০০৩.২৩.৩৫৬, তারিখ: ২১/১০/২০২৪
৪	দরপত্র সংগ্রহ পদ্ধতি	পিপিআর-২০০৮ এর উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM)
৫	বাজেট এবং তহবিলের উৎস	রাজস্ব খাত (GOB)
৬	দরপত্রের নাম	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল নিয়ে Journal of Science and Technology Research 2022-2023 Volume-6 (Issue-2) ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সমাপ্ত গবেষণা প্রকল্পের সারাংশ নিয়ে "Research Abstract 2023-2024" বই মুদ্রণ।
৭	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	০৫.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত
৮	দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	০৬.১১.২০২৪ তারিখ বেলা ১২:০০ টা পর্যন্ত
৯	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	০৬.১১.২০২৪ তারিখ বেলা ১২:১৫ টা পর্যন্ত
১০	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ, যুগ্মসচিব, বিপ্র-০১ শাখা, ভবন নং-৬, কক্ষ নং-৯১৭, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১	দরপত্র প্রাপ্তি, দরপত্র দাখিল এবং দরপত্র খোলার স্থান	অধিশাখা-৯, ভবন নং-৬, কক্ষ নং-৯১৭, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২	দরপত্র দাতার যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	০১. বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজের প্রকাশনার অভিজ্ঞতাসহ প্রকৃত প্রকাশনকারী/প্রেস মালিক/ব্যবসায়ী। ০২. হালনাগাদকৃত ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ব্যাংক সলভেন্সী সনদ পত্র ইত্যাদি থাকতে হবে।
১৩	সিডিউল মূল্য (অফেরতযোগ্য)	১০০০/- (এক হাজার টাকা), সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বরাবরে পে-অর্ডার
১৪	দরপত্র জামানত (ফেরতযোগ্য)	দরপত্রের সাথে সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক থেকে উদ্ধৃত দরের ৩% টাকা জামানত হিসেবে পে অর্ডার সংযুক্ত করতে হবে।
১৫	মালামাল সরবরাহ	চুক্তির ৬০-৭৫ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

বিঃদ্রঃ কোন কারণ প্রদর্শন ছাড়াই কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ০২২২৩৩৫৬৫৩৯

বিয়ে করছেন নাম বো-রা

আগামী বছরের মে মাসে এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করছেন কোরীয় তারকা অভিনেত্রী নাম বো-রা। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

জেনিফারের সুখবর

মা হতে চলেছেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী জেনিফার লরেন্স। কুক ম্যারোনি ও জেনিফার দম্পতির এটি দ্বিতীয় সন্তান। গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেনিফার লরেন্সের মুখপাত্র। 'পিপল' জানিয়েছে, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখা গেছে জেনিফারকে। সেখানে হালকা হলুদ রঙের ওভারসাইজড শার্টের সঙ্গে কালো প্যান্ট পরেছিলেন জেনিফার। **বিনোদন ডেস্ক**

জেনিফার লরেন্স। রয়টার্স ফাইল ছবি

থিয়েটার ফ্যাক্টরির সভা

থিয়েটার ফ্যাক্টরির সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও দলের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা হয় ১৯ অক্টোবর। নিজস্ব মহড়াকক্ষে আয়োজিত সভায় দলের বিগত দুই বছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রতিবেদন পেশ করেন অলোক বসু। এরপর আগামী দুই বছরের জন্য মো. হাসানুজ্জামান খানকে প্রধান কারিগরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কারিগরমণ্ডলীর অন্য সদস্যরা হলেন দীপু মাহমুদ, সুভাষ সরকার, বিপাশা সাইদ, মুনমুন খান ও আরিফ আনোয়ার। সভায় অলোক বসুর রচনা ও নির্দেশনায় *কমলা রঙের বোধ* নামে নতুন একটি মঞ্চনাটক দ্রুততম সময়ে মঞ্চে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **বিনোদন ডেস্ক**

রাশিয়ায় 'কল্কি'

আগামীকাল ২৩ অক্টোবর ৪৫-এ পা দেবেন প্রভাস। দক্ষিণি সুপারস্টারের জন্মদিন উপলক্ষে রাশিয়ায় *কল্কি ২৮৯৮ এডি* মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছবিটির নির্মাতারা। নাগ অশ্বিন পরিচালিত সায়েন্স ফিকশন ছবিটিতে প্রভাস ছাড়াও আছেন অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন, কমল হাসান ও দিশা পাটানি। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

কল্কি সিনেমায় প্রভাস।
ছবি : প্রযোজনা সংস্থা

বাংলাদেশে বক্স অফিস নেই কেন

ই-টিকেটিং ও বক্স অফিস চালু করা নিয়ে প্রযোজক-পরিবেশক ও প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা একে অপরকে দোষ চাপিয়ে আসছেন। এই পদ্ধতি চালু করতে বাধা কোথায়, তা জানার চেষ্টা করেছেন **মনজুর কাদের**

চলচ্চিত্র

'ক' নামের সিনেমা চলছে না, এমন কথা যেমন শোনা যায়, তেমনি 'খ' নামের সিনেমা দেখতে লম্বা লাইন, তা-ও শোনা যায়। দেশে হাতে গোনা যে কটি প্রেক্ষাগৃহে ডিজিটালি টিকিট সংগ্রহ করার ব্যবস্থা আছে, সেখানেও অনলাইনে ঢুঁ মেরে কখনো টিকিট না পাওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশি ছবির ক্ষেত্রে সিঙ্গেল স্ক্রিন থেকে মাল্টিপ্লেক্স —সবখানে টিকিটের দীর্ঘ লাইন দৃশ্যমান। ঢাকার মধুমিতা ও স্টার সিনেপ্লেক্সে যেমন এই দৃশ্য দেখা যায়, তেমনি গাইবান্ধার রোমা কিংবা ময়মনসিংহের ছায়াবাণীতেও। দর্শক সাড়ার পরও সঠিক জানা যায় না, কত টাকার টিকিট বিক্রি হলো। দিন বা সপ্তাহে, এমনকি মাস পার হলেও মুক্তি পাওয়া সিনেমার বক্স অফিস সংগ্রহ কত, তা প্রকাশ্যে আসে না। প্রযোজকেরা যাঁর যা খুশি, তা-ই বলে দেন; তা বিশ্বাস করে তৃপ্ত থাকেন ছবিপ্রেমীরা।

দেশ স্বাধীনের পাঁচ দশক পার হয়েছে, এখনো কার্যকর হয়নি বক্স অফিস। অথচ আড়াই দশক আগে ভারত বক্স অফিস কার্যকর করে। এমনটাই জানান দেশটির প্রভাবশালী একাধিক প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কর্তা। তাঁদের মতে, বক্স অফিস না থাকার কারণে দেশটিতে বিক্রির স্বচ্ছতা থাকত না। আয়কর ফাঁকিরও সুযোগও ছিল। বক্স অফিস কার্যকর হওয়ায় হিসাবে স্বচ্ছতা এসেছে। চুরি হয় না বললেই চলে। প্রদর্শনী শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে কটা টিকিট বিক্রি হলো, কটা আসন খালি থাকল, কত টাকা আয় হলো, সব হিসাব জানা যায়। এরপর তা প্রযোজক-পরিবেশককে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ দেশের বাইরে সিনেমার টিকিট বিক্রির হিসাব নিয়ে যে কটি সংস্থা কাজ করে, তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বক্স অফিস ইন্ডিয়া, কমস্কোর মুভিজ, স্যাকনিল্ক। কোনো ছবি মুক্তি পেলে প্রতিনিয়ত তার আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়ে থাকে এসব সংস্থা।

চলচ্চিত্র-বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভারতে বক্স অফিস কার্যকরে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে ভারতের প্রযোজক, পরিবেশকদের সংগঠন দ্য ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন (ইমপা)। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংগঠনের অভাব না থাকলেও বক্স অফিস কার্যকরে তাদের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এককভাবে কেউ চাইলে বক্স অফিস কার্যকর করা কঠিন। প্রভাবিত হয়ে একপেশে প্রতিবেদন দেওয়ার সুযোগ থেকে যায়। তাই সরকারি তদারকিরও দরকার মনে করছেন বাংলাদেশ ও ভারতের চলচ্চিত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ। তাঁদের বেশির ভাগের মতে, প্রযোজক, পরিবেশক, হলমালিকদের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে।

প্রিয়তমা, *তুফান*, *রাজকুমার*, *সুড়ঙ্গ*, *হাওয়া*, *পরাণ* সিনেমাগুলো দেখতে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। ছবিগুলো ব্লকবাস্টার, 'হিট', 'সুপারহিট' 'বাম্পার হিট' তকমাও পেয়েছে। কিন্তু কত আয় হলো, কতজন দেখলেন, তার সঠিক কোনো হিসাব সামনে আসে না। কার্যকর বক্স অফিস সিস্টেম না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজক ন্যায্য অর্থ পান না। পেলেও তা প্রকাশ করেন না। এতে আয়কর ফাঁকির সুযোগ থাকাতে সরকার রাজস্ব হারায়। এর আগে *আয়নাবাজি*, *ঢাকা অ্যাটাক* ও *মনপুরা* ছবি দেখতেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাংলাদেশে বক্স অফিস নিয়ে শুরু থেকেই ধোঁয়াশা। হলমালিকেরা যে তথ্য দেন, সেটাকেই মেনে নিতে বাধ্য যেন প্রযোজক। প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহের এক কোণে থাকে টিকিট কাউন্টার, সেটাই 'বক্স অফিস' নামে পরিচিত। পৃথিবীব্যাপী এই ঘরের খবর সবার জানা হয়, বাংলাদেশে যেন তা উল্টো পথে।

চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে এবং গত কয়েক দিন খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, দেশে বক্স অফিস আছে। প্রতিদিন রিপোর্টও হচ্ছে। কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে টিকিট ব্যবস্থা ই-টিকেটিং হচ্ছে, আবার ম্যানুয়ালিও হচ্ছে। সেসব প্রতিবেদন প্রযোজকদের কাছে যাচ্ছেও। কথা হচ্ছে, সেই প্রতিবেদন শুধু প্রকাশ্যে আসছে না। সিনেমার ব্যবসার এই হিসাব-নিকাশ প্রকাশ না করার সুবিধা হলমালিকও নিচ্ছেন, প্রযোজকও নিচ্ছেন।

চলচ্চিত্র-বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, শুটিং শুরুতে প্রযোজক বলছেন, 'আমার সিনেমায় এত কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি।' যেটার প্রমাণ থাকছে না। আবার মুক্তির পর বলছেন, 'আমার আয় হয়েছে এত।' এখানে টাকার অঙ্কের বড় ফাঁকফোকর থেকে যাচ্ছে। কোনো প্রযোজক আবার দেখা যায়, ব্যবসা কম হওয়ার দোহাই দিয়ে শিল্পীদের টাকা কম দিচ্ছেন। ক্ষেত্রবিশেষে নিয়মবহির্ভূত সুযোগ-সুবিধাও নিচ্ছেন। যখন এই বিক্রির সঠিক প্রতিবেদন প্রকাশ পাবে, সরকারের কাছে এই খাতের আয় দৃশ্যমান হবে। তাতে তারা রাজস্ব পাবে, এই রাজস্ব ফাঁকি দিতেও এমনটা করে থাকে দুই পক্ষ।

প্রযোজক, পরিবেশক ও হলমালিকেরা যা বলছেন

প্রযোজনা ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান টাইগার মিডিয়ার কর্ণধার জাহিদ হাসান গত রোববার দুপুরে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বাস, ট্রেন থেকে শুরু উড়োজাহাজ—সব ধরনের টিকিট অ্যাপসের মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেন্ট্রালি একটা জায়গায় সব তথ্য থাকে। সিনেমার টিকিটের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিতে যাওয়া উচিত। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, প্রযোজক, পরিবেশক ও হলমালিকেরা মিলে বক্স অফিস নিয়ে কাজ করতে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করতে পারেন। তৃতীয় পক্ষ কাউকে নিয়োগ দেওয়া উচিত, যারা একটা অ্যাপস বা সফটওয়্যার ডেভেলপ করবে, যার মাধ্যমে মানুষ অনলাইনেও টিকিট কাটবেন, আবার কাউন্টারে এসেও কাটবেন। এতে হিসাবটা এক জায়গায় থাকবে। হলমালিকদেরও আর প্রযোজককে আলাদা করে হিসাব দেওয়া লাগবে না। কথা হচ্ছে, প্রযোজক হিসেবে যদি হলমালিক আমার ছবি চালান, তখন ওই সংস্থার প্রতিনিধি আমাকে একটা আইডি ও পাসওয়ার্ড দেবেন। আমি সেই আইডিতে ঢুকে সব ডেটা দেখতে পাব কোন প্রেক্ষাগৃহ থেকে কী পরিমাণ টাকা এসেছে। এখনকার যুগে এসব চালু করা কোনো ব্যাপারই নয়। টিকিট হাতে হাতে বিক্রি করার ফলে হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতার ঘাটতি থাকে। বক্স অফিস কার্যকরের জন্য ডিজিটালি টিকিট বিক্রির বিকল্প নেই।'

আলোচিত সিনেমা *তুফান* প্রযোজনায় ছিল এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার শাকিল জানালেন, বক্স অফিস ও ই-টিকেটিং কার্যকরে সরকারের পদক্ষেপ প্রয়োজন। সরকার যদি নিয়ম করে দেয়, সিঙ্গেল স্ক্রিন বা মাল্টিপ্লেক্স যেটাই হোক, সবার একটা সেন্ট্রাল সার্ভারের তত্ত্বাবধানে আসতে হবে, তাহলেই জটিলতা অনেকটা কমে যায়। এ ক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রয়োজন বলেও মনে করছেন তিনি।

মাল্টিপ্লেক্স ও সিঙ্গেল স্ক্রিনের ই-টিকেটিং পদ্ধতি প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা এই প্রযোজক জানালেন এভাবে, 'মাল্টিপ্লেক্সে টিকিট বিক্রির একটা স্বচ্ছতা পেলেও সিঙ্গেল স্ক্রিনে কিন্তু কোনো স্বচ্ছতা পাই না। এ মুহূর্তে এর প্রতিকার দরকার। সরকারকে নিয়ম করে দিতে হবে, টিকিট ই-টিকেটিংয়ে হতে হবে। কাউন্টারে গিয়েও যদি টিকিট কাটা হয়, সেটার তথ্যও কেন্দ্রীয় সার্ভারের দিতে হবে। তাহলে হবে কী, একটা শোতে কত টিকিট বিক্রি হলো, ১ হাজার নাকি ৫৫০টি, টিকিটগুলোর দাম ২৫০ টাকা নাকি ৫০০ টাকা, তা নিমেষেই জেনে যেতে পারি। শো শুরুর পরপরই প্রযোজক তা দেখতে পারবেন। সরকারের সম্পৃক্ততা থাকলে সুবিধা হচ্ছে, মুক্তি পাওয়া সেই ছবিতে কত রেভিনিউ হলো, তা-ও জানতে পারবে। আর এত রেভিনিউ মানে, এত আয়কর আমিও পাব, তা নিশ্চিত হবে।'

দেশের ঐতিহ্যবাহী সিঙ্গেল স্ক্রিন মধুমিতা প্রেক্ষাগৃহের কর্ণধার ইফতেখারউদ্দিন নওশাদ বললেন, 'বক্স অফিস প্রকাশ্যে আনার বিষয় আমাদের নয়। আমাদের ১০ টাকা বিক্রি হলে,ওদের ১০ টাকাই দিই। ৫০০ হলে ৫০০ দিই। বক্স অফিস তো তারাই দেবে। প্রযোজক ঘোষণা দেবেন, "আমাদের ছবি এত ব্যবসা করেছে।" শতাধিক প্রেক্ষাগৃহে বিক্রির রিপোর্ট তাঁরা সংগ্রহ করবেন। না হলে কাউকে দায়িত্ব দেবেন। এটার জন্য সেন্ট্রাল সার্ভারও লাগে না, লাগে শুধু সদিচ্ছা।'

এদিকে শাহরিয়ার শাকিল মনে করছেন, ই-টিকেটিং পদ্ধতিতে প্রধান বাধা পলিসি। সরকার তার পলিসিতে যদি স্পষ্টভাবে বলে দেয়, অনলাইনে বিক্রি হোক, সরাসরি হোক—পুরো তথ্য কেন্দ্রীয় সার্ভারে যুক্ত করতে হবে, তাহলেই হয়ে যায়। সেন্ট্রাল সার্ভারের সেই পদ্ধতিই বক্স অফিস হিসেবে বিবেচিত হবে।

কার্যকর সময়ের ব্যাপার

বক্স অফিস পদ্ধতি কার্যকর করা সময়ের ব্যাপার মনে করছেন অ্যাকশন কাট এন্টারটেইনমেন্টের স্বত্বাধিকারী ও চলচ্চিত্র পরিচালক অনন্য মামুন। তিনি বললেন, 'আমরা দেশের বাইরে গেলে বুক মাই শো অ্যাপে ঢুকে সিনেমার টিকিট কাটি। ঢুকেই দেখা যায়, কত আসন খালি, কতটা বুক হয়েছে। সেবা ডটকম থেকে আমরা ট্রেনের টিকিট কাটি, ব্যাপারটা ওই রকমই। কথা হচ্ছে, আমাদের এখানে ৮০ শতাংশ প্রেক্ষাগৃহে অনলাইনে টিকিট কাটার কোনো সিস্টেমই নেই। এসব সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে। আর সেন্ট্রাল সার্ভার পদ্ধতির জন্য কিছুই নয়; কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইন্টারনেট-সংযোগ লাগে। সবচেয়ে বেশি যেটা লাগে, প্রযোজক, পরিবেশক ও হলমালিকের আন্তরিক সহযোগিতা।' শাহরিয়ার শাকিল জানালেন, যে পরিমাণ লজিস্টিক সাপোর্ট তাঁর কাছে আছে, তাতে সারা দেশের শতভাগ নিখুঁত না হলেও ৯৫ শতাংশ প্রেক্ষাগৃহের যাবতীয় তথ্য তিনি দিতে পারবেন। কিন্তু সরকারের জন্য এসব কোনো ব্যাপার নয়। তিনি বললেন, 'সরকার যদি চায়, আমরা সহযোগিতাও করতে পারি। তা ছাড়া সবচেয়ে কম টাকায় ভালো সেবা সরকারকে যারা দিতে পারবে, কাজটা তাদের পাওয়া উচিত।'

আন্তর্জাতিক পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন স্কেয়ারক্রো-এর বাংলাদেশ অংশের প্রধান নির্বাহী সৈকত সালাহউদ্দীন বললেন এভাবে, প্রদর্শক সমিতি, সিঙ্গেল স্ক্রিন ও মাল্টিপ্লেক্স ফোরাম একীভূত হয়ে যদি প্রযোজক ও প্রদর্শকদের সম্মতি নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়, তারাও প্রাথমিকভাবে বিক্রির সঠিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে। ভারতীয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে মুভিজের স্বত্বাধিকারী অশোক ধানুকা গতকাল সোমবার *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের এখানে প্রেক্ষাগৃহগুলো সিনেমার প্রতিদিনের টিকিট বিক্রির তথ্য পরিবেশকদের পাঠিয়ে দেয়। সেই হিসাব ইমপা কার্যালয়ে জমা হয়। সেখানে প্রতিটি সিনেমার হিসাব টেনে আয়ের হিসাব হয়। ফাঁকির কোনো সুযোগ নেই। প্রযোজক, পরিবেশকেরা সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বাংলাদেশেও সম্ভব।'

কোনো এক রাতের গল্প-এর পোস্টার

স্বল্পদৈর্ঘ্য উৎসবে

বিনোদন ডেস্ক

১১তম গোয়া স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনয়ন পেয়েছে বাংলাদেশের *কোনো এক রাতের গল্প*। এটি পরিচালনা করেছেন শাহাদত সাগর। তরুণ নির্মাতাদের আগ্রহ জোগাতেই আয়োজন করা হয় উৎসবটির। ভৌতিক গল্পের এ ছবিতে অভিনয় করেছেন সুস্মি রহমান, আর এ রাহুল, কোহিনুর আলম। ২৫ ও ২৬ অক্টোবর উৎসবটি হবে ভারতের গোয়ায়।

দক্ষিণি ছবি জনপ্রিয়তার কারণ জানালেন তামান্না

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

দক্ষিণের পর এখন উত্তর ভারতের সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয়েও জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। বিশেষ করে *স্ত্রী-২* ছবিতে 'আজ কি রাত' গানের সঙ্গে তাঁর আইটেম নাচ হাজার হাজার তরুণের হৃদয়ে ঝড় তুলেছে। পাশাপাশি জন আব্রাহামের *বেধা* ছবিতে তামান্নাকে অতিথি চরিত্রে দেখা গেছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী দক্ষিণের সঙ্গে বলিউডের তফাত নিয়ে নিজের মত দিয়েছেন।

দক্ষিণ ভারতীয় ছবি শুধু ভারতে নয়, দেশের বাইরেও দাপট দেখাচ্ছে। সেই তুলনায় বলিউড ছবির বাজার একটু মন্দা। বলিউডের তুলনায় দক্ষিণি ছবি দর্শকের কেন ভালো লাগছে? এ প্রসঙ্গে তামান্না বলেছেন, 'দক্ষিণ ভারতীয় ছবির কাহিনি শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ এখানকার ছবিগুলো মাটির সঙ্গে মিশে আছে। তাই বৈশ্বিক স্তরে দক্ষিণ ভারতীয় ছবি এত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। সবাই এখানকার ছবি বেশি পছন্দ করছেন। ডাবিংয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতীয় ছবি আরও বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে।'

তামান্না ভাটিয়া।
ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম

একই সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী আরও বলেন, 'দক্ষিণি ছবিগুলোতে মানবিক আবেগ; মা, বাবা, ভাই, বোন নিয়ে সম্পর্কের দিকগুলোকে অনেক সুন্দর করে তুলে ধরা হয়। দক্ষিণি ছবিতে সেই দিকগুলো দেখানো হয়, যার সম্পর্কে নির্মাতারা সম্পূর্ণভাবে অবগত। বলিউডে অনেক সময় শুধু দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য ছবি নির্মাণ করা হয়। তাই সেটা অনেক সময় কার্যকর হয় না।' তামান্না মনে করেন, চলতি বছর সাড়া জাগানো *লাপাতা লেডিস*-এর মতো সিনেমা বলিউডে বেশি বেশি হওয়া দরকার।

তামান্না আর বিজয় ভার্মার প্রেম আর এখন গোপন কোনো বিষয় নয়। সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর দর্শন নিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, 'অনেক সময় আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনসঙ্গীকে বদলানোর চেষ্টা করি। এর মাধ্যমে সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই। এটা ঠিক নয়। একইভাবে সঙ্গীর সঙ্গে মিথ্যাও বলা উচিত নয়। কেউ যদি ছোটখাটো বিষয় নিয়েও মিথ্যা বলেন, তাঁদের আমি এড়িয়ে চলি।'

“ সেঞ্চুরি বা অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো খেলোয়াড় সে নয়। সে এমন এক খেলোয়াড়, যে পরিসংখ্যানের জন্য খেলে না।

এম এস কে প্রসাদ
ঋষভ পন্ত কেন বারবার ৯০-এর ঘরে আউট হচ্ছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে ভারতের সাবেক উইকেটকিপার

স্কোরকার্ড

টস : বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস

	রান	বল	৪	৬
মাহমুদুল ব পিট	৩০	৯৭	২	১
সাদমান ক মার্করাম ব মুল্ডার	০	৪	০	০
মুমিনুল ক ভেরেইনা ব মুল্ডার	৪	৬	১	০
নাজমুল ক মহারাজ ব মুল্ডার	৭	৭	১	০
মুশফিক ব রাবাদা	১১	২০	২	০
লিটন ক স্টাবস ব রাবাদা	১	১৩	০	০
মিরাজ এলবিডব্লু ব মহারাজ	১৩	২৪	৩	০
জাকের স্টা ভেরেইনা ব মহারাজ	২	১৫	০	০
নাঈম ক মুল্ডার ব রাবাদা	৮	১৬	১	০
তাইজুল ব মহারাজ	১৬	৩১	২	০
হাসান অপরাজিত	৪	১৩	০	০
অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ৪, নো ৫)	১০			

মোট (৪০.১ ওভারে অলআউট) **১০৬**

উইকেট পতন : ১-৬ (সাদমান, ১.৪ ওভার), ২-১৩ (মুমিনুল, ৩.৩), ৩-২১ (নাজমুল, ৫.৫), ৪-৪০ (মুশফিক, ১৩.৫), ৫-৪৫ (লিটন, ১৯.১), ৬-৬০ (মিরাজ, ২৬.১), ৭-৭৬ (মাহমুদুল, ২৯.৬), ৮-৭৬ (জাকের, ৩০.৩), ৯-১০২ (নাঈম, ৩৭.৫), ১০-১০৬ (তাইজুল, ৪০.১)।

বোলিং : রাবাদা ১১-৪-২৬-৩ (নো ৪), মুল্ডার ৮-৪-২২-৩ (নো ১), মহারাজ ১৬.১-৪-৩৪-৩, পিট ৫-১-১৯-১।

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস

	রান	বল	৪	৬
মার্করাম ব হাসান	৬	৭	১	০
ডি জর্জি ক মাহমুদুল ব তাইজুল	৩০	৭২	৪	০
স্টাবস ক সাদমান ব তাইজুল	২৩	২৭	৪	০
বেডিংহাম ক লিটন ব তাইজুল	১১	২৫	০	০
রিকেলটন ক লিটন ব তাইজুল	২৭	৪৯	৪	০
ব্রিটজকে ব তাইজুল	০	৪	০	০
ভেরেইনা ব্যাটিং	১৮	৩২	১	০
মুল্ডার ব্যাটিং	১৭	৩১	৩	০
অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ৬, নো ১)	৮			

মোট (৪১ ওভারে, ৬ উইকেটে) **১৪০**

উইকেট পতন : ১-৯ (মার্করাম, ০.৬), ২-৫০ (স্টাবস, ১১.৪), ৩-৭২ (বেডিংহাম, ১৯.৩), ৪-৯৯ (ডি জর্জি, ২৭.২), ৫-৯৯ (ব্রিটজকে, ২৭.৬), ৬-১০৮ (রিকেলটন, ৩১.৩)।

বোলিং : হাসান ৮-১-৩১-১ (নো ১), মিরাজ ১০-০-৩৩-০, তাইজুল ১৫-২-৪৯-৫, নাঈম ৮-০-২০-০।

(১ম দিন শেষে)

সাকিব থাকলেও খেলেন তো তাইজুলই

মিরপুর টেস্ট

তাইজুল মনে করিয়ে দিলেন, সাকিবের সঙ্গে খেলে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে আগেও ভালো বোলিং করেছেন তিনি।

তারেক মাহমুদ, *ঢাকা*

দুর্দান্ত বোলিং করে টেস্টে ১৩তম বারের মতো টেস্টে ৫ উইকেট নিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে নিজের ২০০তম উইকেটও পেলেন এই ইনিংসে। এরপর কী দুর্দান্ত ব্যাটিংটাও করলেন!

ভুল শুধরে দিতে চাচ্ছেন? তাইজুল ইসলাম তো কাল ব্যাটিং করেছেন বোলিংয়ের আগে! ৩১ বলে ১৬ রান—এমন দুর্দান্ত কিছুও নয়। তাহলে কীর্তিময় বোলিংয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ের গুণগান আসে কোত্থেকে!

এই ব্যাটিং তাইজুল আসলে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উইকেটে করেননি, করেছেন মিরপুর টেস্টের প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে। প্রশ্নগুলো যদিওবা তাঁকে কেউ প্রতিপক্ষ হিসেবে করেননি, তবু তাইজুলের মনে হতেই পারে, প্রশ্নের আড়ালে তাঁর দিকে ধেয়ে আসছিল অদৃশ্য সব গতিময় বল। কাজেই চালাও ব্যাট!

বাঁহাতি স্পিনার তাইজুলের সংবাদ সম্মেলনে বরাবরই ভর করে থাকেন দলে তাঁর অগ্রজ বাঁহাতি স্পিনার সাকিব আল হাসান। কালও প্রায় প্রতিটি প্রশ্নে তাইজুলের নামের সঙ্গে উচ্চারিত হলো সাকিবের নাম। তবে কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে প্রতিটি প্রশ্নে তাইজুল এমন প্রাণবন্ত কাটা কাটা উত্তর দিলেন যে একেকবার তাঁর কথা শুনে সবাই হেসেই খুন!

সাকিবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে তাইজুল বললেন, ‘সাকিব ভাই ছাড়া যে আমি খেলি নাই, তা তো না! উনি থাকা পর্যন্তও অনেক ম্যাচে আমি সাকিব ভাই ছাড়া খেলেছি। আমরা যখন নিউজিল্যান্ডে টেস্ট জিতেছি, সাকিব ভাই ছিল না। যখন নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের এখানে টেস্ট জিতেছি, তখন সাকিব ভাই ছিল না। আসলে আপনি তো একটা খেলোয়াড়কে ৫০ বছর খেলাতে পারবেন না। একজন আসবে, একজন যাবে।’

তাইজুলের হয়ে পরিসংখ্যানও এ কথাই বলে। সাকিবের অভিষেকের পর সাকিব খেলেননি, এমন টেস্টে বাংলাদেশের বোলারদের ইনিংসে ৫ উইকেট আছে ১২ বার। এর মধ্যে তাইজুলেরই ৯ বার, এক টেস্টে ১০ উইকেট আছে ২ বার। অন্য তিনবার ৫ উইকেট মিরাজ, নাঈম ও ইবাদতের। সাকিবকে (৫৪ টেস্ট) পেছনে ফেলে টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে দ্রুততম ২০০ উইকেটও এখন তাইজুলের (৪৮ টেস্ট)।

এত অর্জনের পরও তাইজুলের তারকাদ্যুতি ছড়ায়নি সেভাবে। এখানেও অবশ্য তাঁর নিজস্ব একটা ভাবনা আছে, ‘আমাদের দেশে অনেক কিছুই মুখে মুখে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, খারাপ খেলে ট্রল হতে হতেই অনেকে তারকা হয়ে গেছে। আবার অনেকে ভালো খেলেও তারকা হতে পারেনি। আমি এটা মেনে নিয়েছি (হাসি)।’

তাইজুলের দর্শন—যে যাই ভাবুক, খেলেন তো তিনি নিজে! তাঁর সহজ-সরল ভাষায় কথাটা এ রকম, ‘সাকিব ভাই থাকলেও আমি সাকিব ভাইয়ের কারণে উইকেট পাই, সাকিব ভাই না থাকলেও সাকিব ভাইয়ের কারণে উইকেট পাই। কিন্তু খেলি তো আমি!’ নিজেকে বঞ্চিত ভাবেন কি না, প্রশ্নে হেসে উঠে পাল্টা বলেন, ‘প্রশ্নটা কেমন জানি হয়ে গেল...। বঞ্চিতের এখানে কিছু নেই। বিশ্বের অনেক বড় বড় খেলোয়াড়ের এ রকম উদাহরণ আছে। আমিও দেখি সামনে ভালো কিছু হয় নাকি।’

এখন পর্যন্ত নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নিয়ে তাইজুল তৃপ্ত। ১০ বছরের ক্যারিয়ারে যে পরিমাণ ম্যাচ খেলা উচিত ছিল, সে পরিমাণ খেলতে পারেননি মেনেও বলছেন, ‘ক্যারিয়ার যে খুব খারাপ আছে, তা বলব না। আলহামদুলিল্লাহ, ক্যারিয়ার খুব ভালো আছে।’

তাইজুলের ইচ্ছা ৩৫০-৪০০ উইকেট নিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ার শেষ করবেন। ২০০ উইকেট তো হয়েই গেছে। আরও বছর পাঁচেক খেললে নিশ্চয়ই লক্ষ্যটা পূরণ হয়ে যাবে। তবে বাস্তববাদী তাইজুলের হিসাবটা ভিন্ন, ‘আগে দেখতে হবে ৫ বছরে আমাদের কয়টা টেস্ট আছে। টেস্ট যদি থাকে ১০টা, তাহলে তো কঠিন (হাসি)।’

বোলার তাইজুলকে সাকিব কখনোই আড়ালে রাখতে পারেননি। তিনি আড়াল হতেন সাকিবের তারকাদ্যুতির কারণে। এখন আর সেটি নেই বলেই কি কাল সংবাদ সম্মেলনে অমন জ্বলে উঠলেন তাইজুল!

তাইজুল-কীর্তি

২০০ সাকিবের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে ২০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন তাইজুল। সাকিব ২০০ ছুঁয়েছিলেন ৫৪ টেস্টে, তাইজুল ৪৮ টেস্টেই।

৭৯ টেস্টে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সবচেয়ে বেশি উইকেট এখন তাইজুলের। ৫ উইকেট নিয়ে কাল সাকিবকে (৭৬) পেছনে ফেলেছেন তাইজুল।

উইকেট নেওয়ার আনন্দে তাইজুল যেন উড়াল দিলেন। ব্যাটসম্যানরা হতাশ করার দিনে **তাইজুলই** বাংলাদেশকে যা একটু আনন্দ দিয়েছেন। গতকাল মিরপুরে। ছবি : শামসুল হক

রাবাদার বিস্ময়, রাবাদার আনন্দ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মিরপুর টেস্টের উইকেটকে হয়তো স্পিনসহায়কই ভেবেছিল বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট। নইলে তিন স্পিনারের সঙ্গে পেসার মাত্র একজন রাখা হতো না দলে। কিন্তু প্রথম দিনের খেলা শেষে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের এই উইকেটকে শুধুই স্পিনসহায়ক বলাটা ঠিক হবে না।

কাগিসো রাবাদা, উইয়ান মুল্ডারের পর হাসান মাহমুদের সিম মুভমেন্টও জানিয়ে দিয়েছে উইকেটে স্পিনারদের পাশাপাশি সাহায্য ছিল পেসারদের জন্যও। রাবাদা অবশ্য এতে বেশ বিস্মিতই হয়েছেন। বাংলাদেশে এসে উইকেট থেকে ধারাবাহিকভাবে সিম মুভমেন্ট পাবেন, এটা চিন্তাও করেননি কাল ১১ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেওয়া এই দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার।

কালই টেস্টে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা রাবাদা প্রথম দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘উইকেটের আচরণ দেখে আমরা বেশ অবাকই হয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম বল টার্ন করবে, সিম মুভমেন্ট থাকবে না। কিন্তু নতুন বলে যথেষ্ট মুভমেন্ট ছিল। খুব বেশি সুইং নয়, তবে সিম মুভমেন্ট।’

গত কয়েক দিন শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠের নেটেও নাকি এমন উইকেটেই অনুশীলন করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা দল। তাদের জন্য কাজটা তাই কিছুটা সহজ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়েছে রাবাদার কথা শুনে, ‘নেটেও আমরা একই ধরনের উইকেট পেয়েছি। এই উইকেটে স্পিনাররা যেমন টার্ন পাচ্ছে, তেমনি সিমাররাও মুভমেন্ট পাচ্ছে। আমরা যা দেখে বেশ অবাকই হয়েছি।’

৩০০ উইকেট পাওয়া নিয়ে রাবাদার প্রতিক্রিয়া, ‘এ রকম মাইলফলক ছোঁয়ার জন্যই তো খেলে সবাই। এই অর্জনটা আমার জন্য আনন্দের।’ এ জন্য সতীর্থদেরও ধন্যবাদ দিয়েছেন ২৯ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার।

৩০০ টেস্ট উইকেট নেওয়ার কীর্তির পাশাপাশি কাল একটা বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছেন রাবাদা। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ওয়াকার ইউনিসকে ছাড়িয়ে তিনিই এখন টেস্টে বলের হিসাবে দ্রুততম ৩০০ উইকেটশিকারি বোলার। রাবাদার অবশ্য এই রেকর্ডটা জানাই ছিল না, ‘আমি এই রেকর্ডের ব্যাপারে জানতাম না। তবে হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে এই রেকর্ডটা **আমাকে আরও ভালো করতে অনুপ্রাণিত করবে।**’

৩০০

দক্ষিণ আফ্রিকার ষষ্ঠ ও টেস্ট ইতিহাসের ৩৯তম বোলার হিসেবে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন কাগিসো রাবাদা। বলের হিসাবে এই মাইলফলকে প্রোটিয়া ফাস্ট বোলারই দ্রুততম। ১১৮১৭তম বলে ৩০০ ছুঁয়েছেন রাবাদা। আগের রেকর্ড পাকিস্তানের ওয়াকার ইউনিসের (১২৬০২)।

বাফুফে নির্বাচন নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টার প্রশ্ন

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২৬ অক্টোবর হতে যাওয়া বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) নির্বাচন কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে, সেটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। গতকাল বাফুফে পরিদর্শনের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ সন্দেহের কথা বলেন।

দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) বেশ কয়েকবারই গেছেন আসিফ মাহমুদ। ক্রিকেটের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের অংশও হয়েছেন; কিন্তু কালই প্রথম ফুটবল ফেডারেশনে গিয়ে কিছু সময় কাটালেন তিনি। যদিও আসিফ মাহমুদের পরিদর্শনের সময় বাফুফের বিদায়ী নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। বাফুফে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও যেন উপস্থিত না থাকেন, সে ব্যাপারে তাঁর নির্দেশনা ছিল।

পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আসিফ মাহমুদ বাফুফে নির্বাচন নিয়ে বলেন, ‘আগের যে রাজনৈতিক দুষ্টচক্র খেলাধুলাকে নিয়ন্ত্রণ করত, যাঁদের সঙ্গে খেলাধুলার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই, তাঁরা এখনো জেলা ফুটবল সংস্থায় রয়ে গেছেন। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে, সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। আগের কাউন্সিলরদের স্বস্থানে রেখে নির্বাচন করার বিপক্ষে আমি। তবে ফিফা নিয়মকানুন আর বাফুফের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটির প্রতি সম্মান রাখতেই হবে।’

ফুটবলে পৃষ্ঠপোষক না আসা নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে ক্রীড়া উপদেষ্টার মন্তব্য, ‘সবাই ক্রিকেটে টাকা ঢালতে চায়, ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায়; কিন্তু অন্য খেলায় যেতে চায় না। বাফুফে নিয়ে তো এমন কথাও ছিল যে এখানে স্পনসরের ৩০ শতাংশ অর্থ অন্য কারও পকেটে চলে যাওয়ার পর বাকি ৭০ শতাংশের ব্যবহার হতো। সত্য-মিথ্যা জানি না। আপনারাই (সাংবাদিকেরা) ভালো বলতে পারবেন। এ রকম হলে তো কেউ আসবে না।’

শুধু বাফুফে নির্বাচনে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রীড়া উপদেষ্টা কথা বলেছেন ক্রীড়াঙ্গনের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েও, ‘শুধু ফুটবল, ক্রিকেট নয়, অন্য খেলাগুলোতেও রাজনৈতিক দুষ্টচক্র বসে আছে। একজন একটা ফেডারেশনে আছে ৪০ বছর ধরে। কোনো কোনো ফেডারেশনে পরিবারের সদস্যরা ঢুকে বসে আছে। আমি তো মাঝেমধ্যে ভাবি, এত অনিয়মের মধ্যে কীভাবে দেশের খেলাধুলা বেঁচে আছে!’

ছোট পর্দায় আজ

মিরপুর টেস্ট-২য় দিন	*টি স্পোর্টস, গাজী টিভি*
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা	সকাল ১০টা
ইমার্জিং এশিয়া কাপ	*স্টার স্পোর্টস ১, পিটিভি স্পোর্টস*
আফগানিস্তান ‘এ’-হংকং	বেলা ৩টা
বাংলাদেশ ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’	সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ	*স্পোর্টস ১৮-১*
এস্তেগলাল-আল নাসর	রাত ১০টা
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ	*সনি স্পোর্টস টেন ২*
এসি মিলান-ক্লাব ব্রুগা	রাত ১০-৪৫ মি.
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ	*রাত ১টা*
রিয়াল মাদ্রিদ-ডর্টমুন্ড	সনি স্পোর্টস টেন ২
আর্সেনাল-শাখতার	সনি স্পোর্টস টেন ১
পিএসজি-পিএসভি	সনি স্পোর্টস টেন ৫
জুভেন্টাস-স্টুটগার্ট	সনি স্পোর্টস টেন ৩

মনিকার ক্ষোভ, মনিকার আক্ষেপ

সাফ নারী ফুটবল

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

সব কোচেরই নিজস্ব পছন্দ থাকে। ম্যাচে কাকে খেলাবেন, সেটি একান্তই তাঁর সিদ্ধান্ত। পিটার বাটলারও নিজের পছন্দমতোই দল ও একাদশ গড়েন। কিন্তু বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এই ব্রিটিশ কোচের পছন্দের তালিকায় নাকি সিনিয়ররা নেই। এত দিন কথাটা দলের বাইরে থেকে অনেকে বলতেন। এবার দলের ভেতর থেকেই মিডফিল্ডার মনিকা চাকমা পাকিস্তান ম্যাচে সিনিয়র সবাইকে না খেলানোয় বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন।

কাঠমান্ডুতে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে পরশু শেষ মুহূর্তে শামসুন্নাহারের গোলে পাকিস্তানের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। এ ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার হিসেবে ২৫ হাজার নেপালি রুপি পেয়েছেন খাগড়াছড়ির মেয়ে মনিকা। ওই টাকায় সতীর্থ সবাইকে খাওয়াবেন জানিয়ে কাল টিম হোটেলে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে পাকিস্তান ম্যাচের ব্যর্থতা নিয়ে নানা কথা বলেছেন মনিকা। পরে *প্রথম আলো*র সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে গিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন ওই ম্যাচে কোচ কয়েকজন সিনিয়রকে বসিয়ে রাখায়।

মনিকা কী বলেছেন শুনুন, ‘আসলে আমাদের হেড কোচ মারিয়া, মাসুরা আপু, কৃষ্ণাদি...তাদেরকে পছন্দই করেন না। ওদের নামাবেনই না। আমরা সিনিয়র খেলোয়াড়েরা গিয়ে ওনার সাথে কথা বলেছিলাম। কেন নামাচ্ছেন না, কী কারণ? তাদের তো প্রয়োজন আছে টিমের স্বার্থে। তারপরও উনি মানেননি।’

> “ আসলে আমাদের হেড কোচ মারিয়া, মাসুরা আপু, কৃষ্ণাদি...তাদেরকে পছন্দই করেন না। ওদের নামাবেনই না।
>
> **মনিকা চাকমা**, নারী ফুটবল দলের মিডফিল্ডার

পিটার বাটলার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ নারী দল এখন পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ খেলেছে। থিম্পুতে ভুটানের সঙ্গে দুটিতেই জয়। ঘরের মাঠে দুই হার চীনা তাইপের কাছে। সর্বশেষ পাকিস্তানের সঙ্গে কোনোমতে হার এড়িয়েছে দল। এসব ম্যাচে তরুণদেরই মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন বাটলার। চীনা তাইপের বিপক্ষে এক ম্যাচে সাবিনাকে একাদশের বাইরে রেখেছেন। ফলে দলের অন্দরে কান পাতলে কোচের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ-অসন্তোষ বেরিয়ে আসছে।

কোচ কেন পছন্দ করেন না সিনিয়রদের? ‘এটা হেড কোচ জানেন’ বলে মনিকা যোগ করেন, ‘সিনিয়রদের পছন্দই করেন না উনি, এটা মেইন কথা। যদি ক্যাপ্টেন না হতো, তাহলে আপুর (সাবিনা খাতুন) পজিশনেও অন্য কাউকে নামিয়ে দিতেন।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে মাসুরা, সানজিদা পুরো সময়ই ছিলেন বেঞ্চে। কৃষ্ণা, মারিয়াকে কোচ নামান শেষ দিকে। কৃষ্ণা পুরো ফিট নন, তাঁর বদলি নামা স্বাভাবিকই। তবে মারিয়াকে একাদশে না রাখায় অনেকেই অবাক। এঁদের সবাইকে খুব মিস করেছেন জানিয়ে মনিকা বলছিলেন, ‘এবার মাঠে মাসুরা আপু, মারিয়া, সানজিদা, কৃষ্ণাদি—এরা ছিল না, একটু প্রেশার ছিল। যেহেতু সিনিয়র খেলোয়াড় মাঠে নেই।’

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে ড্রয়ে বড় বিপর্যয়ই এড়ানো গেছে। বাটলার এতে খুশি হলেও মনিকা খুবই অসন্তুষ্ট, ‘আমার মনে হয় আমরা খেলোয়াড়েরা এই রেজাল্টে সন্তুষ্ট নই। হেড কোচ হয়তো-বা সন্তুষ্ট হয়েছেন এই পারফরম্যান্সে। তবে আমরা হ্যাপি না।’

মনিকা আগামীকাল ভারতের বিপক্ষে দলে সিনিয়র আরও চান, ‘যদি আমাদের সিনিয়র খেলোয়াড়দের দুই-তিনজনকে নামানো হয়, তাহলে হয়তো ভালো একটা রেজাল্ট আমরা আশা করি।’

পাকিস্তানের সঙ্গে যাঁর গোলে শেষ সময়ে ড্র করেছে বাংলাদেশ, সেই শামসুন্নাহার জুনিয়র অবশ্য ভারতকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই সেমিতে ওঠার স্বপ্ন দেখছেন। পায়ে হালকা ব্যথা থাকলেও ভারতের বিপক্ষে খেলতে চান শামসুন্নাহার। চান সে ম্যাচেও গোল পেতে।

প্রস্তুতি বার্নাব্যুতে আজ রাতে প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, যাদের হারিয়েই সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জিতেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই ম্যাচ সামনে রেখেই গতকাল রিয়ালের অনুশীলনে জুড বেলিংহাম ও এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। ছবি : রিয়াল মাদ্রিদ ওয়েবসাইট

আশরাফুলের ৫ উইকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

৫১৬ রানের লক্ষ্য। চতুর্থ ইনিংসে এত রান তাড়া করে বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে জেতেনি কোনো দল। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সেই রেকর্ডের পেছনেই ছুটছে খুলনা। রাজশাহীর বিপক্ষে কাল তৃতীয় দিনটা বিনা উইকেটে ১২০ রান তুলে শেষ করেছে দলটি। জাতীয় দলের বাইরে থাকা ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকার ৮০ রানে ও তাঁর সঙ্গী অমিত মজুমদার ৩৭ রানে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনার সাব্বির হোসেনের ১৩৯ বলে খেলা ১৫০ রানের ইনিংসটাই মূলত খুলনাকে রানের পাহাড়ের সামনে দাঁড় করিয়েছে রাজশাহী। ১৩টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন সাব্বির। তাঁর দল দ্বিতীয় ইনিংস ছাড়ে ৬ উইকেটে ২৮৩ রান তোলে।

কাল সেঞ্চুরি পেয়েছেন ঢাকা বিভাগের মাহিদুল ইসলামও (১১৮)। খুলনায় সিলেটের বিপক্ষে তাঁর দল প্রথম ইনিংসে করেছে ২২৪। সিলেট দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ৫২ করলেও পিছিয়ে আছে ২৬ রানে।

সিলেট একাডেমি মাঠে ঢাকা মহানগরকে আবারও ব্যাট করাতে ১৫৭ রান দরকার বরিশালের। মহানগরের ৪০৮ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ২১৯ রানে অলআউট বরিশাল ফলোঅনে নেমে ৩২ রান তুলেছে কোনো উইকেট না হারিয়ে। মহানগরের অফ স্পিনার আশরাফুল ইসলাম প্রথম শ্রেণির অভিষেকে নিয়েছেন ৫ উইকেট।

বগুড়ায় চট্টগ্রামকে ১০৩ রানে অলআউট করে ১৭০ রানের লিড নিয়েছে রংপুর।

তিন দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন রাজধানীর সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় এলাকায়। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

চট্টগ্রামে মাইক্রোবাসে এসে প্রকাশ্যে গুলি করে ব্যবসায়ীকে হত্যা

অভিযোগ সন্ত্রাসী সাজ্জাদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

আফতাব উদ্দিন

চট্টগ্রাম নগরে দিনদুপুরে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর নাম আফতাব উদ্দিন তাহসিন (২৬)। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে নগরের চান্দগাঁও থানার শমসেরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও পরিবার বলছে, সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন তাঁর সহযোগীদের নিয়ে মাইক্রোবাসে এসে গুলি করে চলে যান। আশপাশে লোকজন থাকলেও ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি। নিহত আফতাব ইট ও বালুর ব্যবসা করেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মো. ইসতিয়াক বলেন, চান্দগাঁও থানার শমসেরপাড়ার উদুপাড়া এলাকায় আফতাব তাঁর ব্যবসার জন্য আনা বালু ও ইট রাখেন। বিকেল সোয়া চারটার দিকে মজুতের জন্য এক ট্রাক বালু আনা হয়। এ কারণে আফতাব সেখানে আসেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে একটি নোয়া মাইক্রোবাস আসে। প্রথমে গাড়ির ভেতর থেকে আফতাবকে লক্ষ্য করে একটি গুলি ছোড়া হয়। এরপর সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর সহযোগী মাহমুদ, হাছানসহ চারজন গাড়ি থেকে নেমে গুলি করতে থাকেন। তাঁরা আফতাবের উরু ও পায়ে পরপর চারটি গুলি করে চলে যান।

গতকাল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের লাশঘরের সামনে নিহত আফতাবের ছোট ভাই মো. তানভীর *প্রথম আলো*কে বলেন, সন্ত্রাসী সাজ্জাদের বিরুদ্ধে তাঁর ভাই ফেসবুকে লেখালেখি করতেন। ইট ও বালুর ব্যবসা করতে হলে ভাইয়ের কাছে চাঁদা চান। এ কারণে আদালতে জিডিও করেন দুই মাস আগে।

ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন আফতাবের মা-বাবা। বাবা মোহাম্মদ মুছা লাশঘরের সামনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আর কত লাশ ফেলবে সাজ্জাদ? আমার ছেলেকে কেন গুলি করল?'

এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার কালারপুল এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে সাজ্জাদ তাঁর দুই সহযোগীকে নিয়ে গুলি করেন। এ ঘটনা সিসিটিভি ফুটেজে উঠে আসে।

জানতে চাইলে নগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ ও অভিযান) আবদুল মান্নান মিয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, সন্ত্রাসী সাজ্জাদই গুলি করেছেন—প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি

নীলক্ষেত ও সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় চার ঘণ্টার বেশি অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়।

- দাবি মেনে নিতে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা।
- দাবি মেনে না নিলে বুধবার আবারও আন্দোলনে নামার ঘোষণা শিক্ষার্থীদের।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* ও **প্রতিবেদক**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ তিনটি দাবিতে সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার নীলক্ষেত ও সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় চার ঘণ্টার বেশি অবরোধ করে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। এতে বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হলে ভোগান্তিতে পড়ে নগরবাসী।

গতকাল বেলা ১১টার পর থেকেই সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে ঢাকা কলেজের সামনে জড়ো হতে থাকেন। সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের সামনে থেকে নীলক্ষেত মোড়ে গিয়ে সড়কে অবস্থান নেন। এরপর সেখান থেকে একদল শিক্ষার্থী সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে গিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। বেলা তিনটার দিকে নীলক্ষেত মোড়ে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে যান।

বিকেল পৌনে চারটার দিকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দাবি মেনে নিতে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার দেওয়ার মাধ্যমে বিক্ষোভ কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করা হয়। এ সময়ের মধ্যে দাবি মেনে না নিলে আগামীকাল বুধবার আবারও আন্দোলনে নামবেন বলে ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

এ সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য দেন আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আবদুর রহমান। তিনি বলেন, তাঁদের দাবি মানা না হলে বুধবার 'ব্লকেড' কর্মসূচি পালন করা হবে। তবে বুধবার কখন, কোথায় এ কর্মসূচি পালন করা হবে, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান নেওয়ায় সকাল থেকেই নীলক্ষেত ও আশপাশের সড়কগুলোতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এসব এলাকায় যান চলাচল একপ্রকার স্থবির হয়ে পড়ে। পরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সেটি ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় অনেককে বাস ও রিকশা থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। বিকেলে চারটার দিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করলেও তাঁদের সরিয়ে দিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তেমন তৎপরতা চোখে পড়েনি। পুলিশের রমনা জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা *প্রথম আলো*কে বলেন, কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা যেন না হয়, সে চেষ্টা করেছে পুলিশ। শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করা হয়েছিল, তাঁরা যেন সাধারণ মানুষের কোনো ভোগান্তি সৃষ্টি না করেন।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো সাত কলেজকে নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করতে হবে; সংস্কার কমিটি ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়ন করবে; সংস্কার কমিটি বর্তমান কাঠামো সচল রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে, যাতে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সেশন জটিলতার কোনো ধরনের পরিবেশ তৈরি না হয়।

বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা বলছেন, ২০১৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে রাজধানীর সরকারি সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। তবে এ সিদ্ধান্ত ছিল অপরিকল্পিত। ফলে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই কলেজগুলো অধিভুক্ত করা হয়েছিল, সেটি বিগত সাত বছরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য তাঁরা আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত থাকতে চান না।

শিক্ষার্থীরা জানান, এসব দাবি বাস্তবায়নে এর আগে শিক্ষা উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু কারও কাছ থেকেই কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাজধানীর সাত কলেজ হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

বসুন্ধরার চেয়ারম্যানসহ পরিবারের আটজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরসহ এই পরিবারের আট সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন গতকাল সোমবার এ আদেশ দেন।

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ তাঁর পরিবারের আটজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেছেন দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর।

আদালত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান, তাঁর স্ত্রী আফরোজা বেগম, ছেলে সায়েম সোবহান আনভীর ও তাঁর স্ত্রী সাবরিনা সোবহান, আরেক ছেলে সাদাত সোবহান ও তাঁর স্ত্রী সোনিয়া ফেরদৌস সোবহান এবং আরও দুই ছেলে সাফিয়াত সোবহান সানভীর ও সাফওয়ান সোবহানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

পিপি মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর *প্রথম আলো*কে বলেন, দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ পরিবারের আট সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

দুদকের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে আদালতকে জানানো হয়েছে, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং, সরকারের রাজস্ব ফাঁকি, ভূমি জবরদখল, ঋণ জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎ, অবৈধ সম্পদ অর্জনসহ অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তরসহ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সম্পৃক্ত ধারার অপরাধের অভিযোগ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এ জন্য দুদক অনুসন্ধান টিম গঠন করেছে। তাঁরা দেশত্যাগের পরিকল্পনা করেছেন। এ জন্য তাঁদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন বলে আদালতকে জানিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক মো. নাজমুল হুসাইন।

মন্নুজানসহ চারজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান ও তাঁর তিন ঘনিষ্ঠজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন। অন্যরা হলেন খুলনার শাহাবুদ্দিন আহমেদ, এ এম ইয়াছিন ও শামীমা সুলতানা (হৃদয়)।

দুদকের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে আদালতকে জানানো হয়, সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অকল্পনীয় সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। মন্নুজানসহ তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন বলে জানতে পেরেছে দুদক।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম *প্রথম আলো*কে বলেন, দুদকের আবেদনের শুনানি নিয়ে সাবেক প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ানসহ চারজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

মহীউদ্দীন খান আলমগীরের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালত এ আদেশ দেন। দুদক আদালতকে বলেছে, মহীউদ্দীন খান আলমগীরের মাধ্যমে সাবেক ফারমার্স ব্যাংক (বর্তমানে) পদ্মা ব্যাংকের জামালপুরের বকশীগঞ্জ শাখায় ৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও সন্দেহজনক লেনদেন করার অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। তিনি বিদেশে পালাতে পারেন বলে দুদক জানতে পেরেছে। আদালত শুনানি নিয়ে তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

অ্যাননটেক্স গ্রুপের চারজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

অ্যাননটেক্স গ্রুপের মোহাম্মদ ইউনুছ, কাজী মোস্তফা সারওয়ার, আবদুল্লাহ সিদ্দিক ও মোহাম্মদ কবির হোসেনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞার আবেদনে দুদক আদালতকে বলেছে, অ্যাননটেক্স গ্রুপের মালিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে জালিয়াতি, আত্মসাৎ, অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তরসহ মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। অ্যাননটেক্স গ্রুপের এই চারজন দেশত্যাগের পরিকল্পনা করেছেন বলে দুদক জানতে পেরেছে।

পাখি

কুয়াকাটার পশ্চিম বেড়িবাঁধ এলাকায় ইসাবেলিন হুইটিয়ার। ১৬ অক্টোবর। শাহরিয়ার কবীর রুশদী

নতুন পাখি ইসাবেলিন হুইটিয়ার

সীমান্ত দীপু, *বন্য প্রাণী গবেষক*

ইসাবেলিন হুইটিয়ারের দেখা মিলল বাংলাদেশে। এটি এ দেশের জন্য নতুন পাখি। এ নিয়ে এ দেশে পাখির প্রজাতির সংখ্যা দাঁড়াল ৭৩০। এ মাসের ১৬ তারিখে হঠাৎ ইসাবেলিন হুইটিয়ারের দেখা মেলে কুয়াকাটায়। পাখিদেখিয়ে বন্ধু শাহরিয়ার কবীর রুশদী ও তার সঙ্গী রিদওয়ান ইসলাম রিয়াদ এ পাখিটি আবিষ্কার করেন।

অক্টোবর মাসটি সব সময়ই পাখিদেখিয়েদের জন্য সৌভাগ্যের মাস। এরই মধ্যে এ মাসে এ দেশে ইসাবেলিন হুইটিয়ার ছাড়াও আরও একটি নতুন পাখি আবিষ্কার হয়েছে। ৯ অক্টোবর ইয়েলো র‍্যাম্পড ফ্লাইক্যাচার নামের পাখিটি দেখা গেছে কক্সবাজার থেকে। গত বছর এই অক্টোবর মাসেই তিনটি নতুন পাখির দেখা মিলেছিল কুয়াকাটায়। সেই লোভেই মূলত রুশদী গিয়েছিলেন কুয়াকাটায়।

কুয়াকাটা সৈকত থেকে চার কিলোমিটার পশ্চিমে লেবু চরের আশপাশে বেশ ভালো ঝাউবন ও বাদাবন আছে। সেখানেই তাঁরা পাখি দেখতে গেলেন। তেমন কোনো অপরিচিত পাখির দেখা না পেয়ে অনেকটা হতাশা নিয়েই বরিশালে যাওয়ার বাস ধরার জন্য মোটরসাইকেলযোগে বাসস্ট্যান্ডে ফিরছিলেন। এ সময় যখন তারা পশ্চিম বেড়িবাঁধ এলাকায় গেলেন। আচমকা একটি অচেনা পাখি চোখে পড়ল। বেশ খানিকটা পথ চলেও গিয়েছিলেন। তারপর মোটরসাইকেল থামিয়ে বাইনোকুলার দিয়ে দেখে পাখিটি চিনতে পারছিলেন না। প্রথমে তাঁরা বেশ কিছু ছবি ওঠালেন। এরপর পাখির ফিল্ড গাইডে মিলিয়ে দেখলেন, এটি ইসাবেলিন হুইটিয়ার। পাখিটি শনাক্তের পর নিজেরাই আনন্দে উত্তেজিত হয়ে গেলেন। সেই খবরই রুশদী ফোনে আমাকে জানালেন।

হুইটিয়ার নামটি শুনলেই মনে হবে গম অথবা কান; কিন্তু এ নামের উৎপত্তি এর কোনোটিই নয়। পৃথিবীতে এই গণের ৩৩ প্রজাতির প্রায় বেশির ভাগেরই লেজের অংশ সাদা, যা থেকেই এই নামকরণের উৎপত্তি। ইসাবেলিন হুইটিয়ারকে বাংলায় বলা যেতে পারে ইসাবেলিন কানকালি। এর উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি আর হেঁটে যাওয়ার ধরন অন্য পাখির চেয়ে আলাদা। পাখিটি একটু উড়ে গিয়ে আবার মাটিতে বসে। একটু নিচু হয়ে হাঁটে, আবার সোজা দৌড় শুরু করে। পাখিটি খুব কাছাকাছি যেতে দিতে চায় না। এরা ২০-২৫ ফুট কাছাকাছি গেলেই উড়ে যায়। পাখিটি প্রথম দেখায় লালচে রঙের মনে হয়, অনেকটা দেখাতে আমাদের দেশের বাবুবাটানের মতন। পা ও ঠোঁটের কালো অংশ বেশ দূর থেকেই বোঝা যায়। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা খুবই অদ্ভুত, একেবারেই সোজা হয়ে দাঁড়ায়। লেজের ওপরটা সাদা আর লেজের মাথাটা কালো, যা উড়ে যাওয়ার সময় স্পষ্ট বোঝা যায়।

বাংলাদেশে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এক জাতের হুইটিয়ারের দেখা মিলেছিল চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়। তবে সেটি ইসাবেলিন হুইটিয়ারের ছিল না। ওই প্রজাতি ছিল ডেজার্ট হুইটিয়ার বা উষর কানকালি। এরপর আবারও এ জাতের পাখির দেখা মিলেছিল ওই এলাকায় ১৯৯১ সালের ৭ ডিসেম্বর। গোটা পৃথিবীতে এই গণের প্রায় ৩৩টি প্রজাতি থাকলেও গোটা ভারতবর্ষে ৯ জাতের হুইটিয়ারের দেখা মেলে। এ দেশে এর দেখা পাওয়া একেবারেই ভাগ্যের ব্যাপার। ইসাবেলিন হুইটিয়ারের এ দেশে এর আগে দেখা না মিললেও ভারতের আসাম, গুয়াহাটি, সিকিম, কাঠমান্ডু, ভুটানসহ পাঁচ-ছয়টি জায়গায় দেখার তথ্য আছে। তবে উত্তর ভারতে এর দেখা মেলে। প্রজননকাল কাটায় সাধারণত দক্ষিণ রাশিয়া, ইরান, ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া—এসব এলাকায়।

ইসাবেলিন হুইটিয়ার পৃথিবীতে বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে। গত ১০ বছরে এই পাখির সংখ্যা বিশ্বব্যাপী অপরিবর্তিত রয়েছে। শীত ও গ্রীষ্মে পাখি দেখার চেয়েও অক্টোবর মাসটি নতুন ও অচেনা পাখি দেখার সবচেয়ে ভালো সময়। কারণ, এ সময় এক অঞ্চলের পাখি অন্য অঞ্চলে পরিযায়ন করে। পরিযায়নের সময় এরা কোন কোন জায়গায় বিশ্রাম নেয়। ইসাবেলিন হুইটিয়ার আমাদের জন্য পরিযায়ী পাখি নয়। চলার পথে ওই এলাকায় বিশ্রাম নিয়ে খাবার খুঁজছিল।

এ দেশে নতুন পাখি দেখা গেলেই পাখিদেখিয়েদের ছবি তোলার ভিড় শুরু হয়ে যায়। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ছবি তুললে পাখিটি বিরক্ত হবে না। আমাদের সবারই আশা, ইসাবেলিন হুইটিয়ার এ দেশ থেকে নিরাপদে তার ভূমিতে ফিরে যাবে।

ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দুজন নারী ও অপরজন পুরুষ। মৃতদের তিনজনই পঞ্চাশোর্ধ্ব। তিনজনই ঢাকা দক্ষিণ সিটির বিভিন্ন হাসপাতালের রোগী ছিলেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত সোমবার সকাল আটটা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৩৯ জন। নতুন করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৬০৩ জন আর ঢাকার বাইরের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হয়েছেন আরও ৪৩৬ জন রোগী।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ২৫০ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে, যাঁদের ৪৬ দশমিক ৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৫৩ দশমিক ২ শতাংশ নারী। চলতি বছর ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৫০ হাজার ৯১৯ জন। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ নারী।

সবিতা রানী বালা

নিজ বাড়িতে শ্বাসরোধে নারী শিক্ষককে হত্যা

প্রতিনিধি, *লোহাগড়া, নড়াইল*

নড়াইলের লোহাগড়ায় এক নারী শিক্ষককে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। গত রোববার রাতে উপজেলার চরদৌলতপুর গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সবিতা রানী বালা (৫৭) চরদৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, স্বামী পরিতোষ কুমার মণ্ডলসহ একটি টিনের ঘরে বসবাস করতেন সবিতা রানী। ঘরটিতে টিনের চালা ও টিনের বেড়া; মেঝে ও দেয়াল কাঁচা মাটির। ওই ঘরের শয়নকক্ষের পাশের একটি কক্ষে সবিতা রানী পড়াশোনা ও অফিসের কাজ করতেন। রোববার রাতে সেই কক্ষে একা ঘুমিয়েছিলেন সবিতা। ওই ঘরের সিঁধ কেটে (মাটি খুঁড়ে) দুর্বৃত্তরা কক্ষে ঢোকে।

পরিতোষ কুমার মণ্ডল বলেন, 'পড়াশোনা শেষে রাত ১২টার দিকে ওই কক্ষেই একা ঘুমিয়েছিল সবিতা। রাত সাড়ে তিনটার দিকে পূজা-অর্চনা করতে আমি উঠি; দেখি তার কক্ষে বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। পরিবারের অন্যদের ডেকে ঘরে ঢুকে দেখি, বিছানায় সে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার গলার ভেতরে কাপড় ঢোকানো। হাত-পা কাপড় দিয়ে বাঁধা। হাতের বালা, গলার চেইন, কানের দুল, একটি আংটি ও ল্যাপটপ লুট হয়েছে।'

লোহাগড়া থানার ওসি আশিকুর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্বর্ণালংকার ও ল্যাপটপ লুট করতে গিয়ে সবিতা রানীকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, মামলার প্রক্রিয়া চলছে। আজ (গতকাল) রাতের মধ্যে মামলা হওয়ার কথা।

নিষেধ অমান্য, ইলিশ ধরা হচ্ছে অভয়াশ্রমেও

দক্ষিণাঞ্চল

নিষেধাজ্ঞার এই ২২ দিনে ইলিশ শিকারে বিএনপির নেতারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে স্থানীয় জেলেরা অভিযোগ করেছেন।

এম জসীম উদ্দীন, *বরিশাল*

মেঘনা ও এর শাখা নদ-নদীর অভয়াশ্রমে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও মা ইলিশ শিকার বন্ধ করা যাচ্ছে না। ছোট-বড় ইঞ্জিনচালিত অসংখ্য নৌকা নিয়ে এসব এলাকায় দিন-রাত মা ইলিশ শিকার করা হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ইলিশ শিকারে বিএনপির নেতারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে জেলেরা অভিযোগ করেছেন।

মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হামলার শিকার হচ্ছেন। অভিযান শুরুর প্রথম পাঁচ দিন তিন দফায় হামলার শিকার হয়েছেন তাঁরা। সর্বশেষ গত শুক্রবার বিকেলে হিজলা-গৌরব্দী ইউনিয়নের ওরাকল বাজারের ৭ নম্বর ঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীতে অভিযান চালাতে গেলে হামলার শিকার হয়েছেন হিজলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), একজন আনসার সদস্য ও মৎস্য বিভাগের তিন কর্মচারী।

হিজলার ইউএনও মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, এখানে দুই ধরনের জেলে দুই এলাকায় মাছ ধরেন। মূল মেঘনায় বড় বড় ট্রলার নিয়ে সংঘবদ্ধ জেলেরা ইলিশ নিধন করেন। তাঁরা আসলে কাউকেই ভয় পান না।

ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে ১৩ অক্টোবর থেকে আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। এ সময় ইলিশ বিক্রি, মজুত ও বাজারজাতকরণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে হিজলা উপজেলা বিএনপির কয়েকজন নেতার পৃষ্ঠপোষকতায় হিজলা, ভোলা, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও চাঁদপুরের জেলেদের নিয়ে অবৈধ একটি চক্র গড়ে উঠেছে। চক্রটি শিকার করা ইলিশ সন্ধ্যা ও ভোরে মেঘনা নদীর তীরে কয়েকটি এলাকায় নিলামে বিক্রি করে। শরীয়তপুর, মাদারীপুর, চাঁদপুর ও মাওয়া থেকে আসা পাইকারেরা সেই মাছ কিনে স্পিডবোট ও ট্রলারে নিয়ে চলে যান।

মৎস্য বিভাগ থেকে জানা যায়, বরিশাল সদর উপজেলার কালাবদর নদের হবিনগর পয়েন্ট থেকে মেহেন্দীগঞ্জের বামনীরচর পয়েন্ট পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার, মেহেন্দীগঞ্জের গজারিয়া নদীর হাট পয়েন্ট থেকে হিজলা লঞ্চঘাট পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার, হিজলার মেঘনার মৌলভীর হাট পয়েন্ট থেকে মেহেন্দীগঞ্জ-সংলগ্ন মেঘনার দক্ষিণ-পশ্চিম জাঙ্গালিয়া পয়েন্ট পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এলাকা ইলিশের অভয়াশ্রম।

জেলে ও মাছ ব্যবসায় সংশ্লিষ্টরা জানান, শরীয়তপুরের গোসাইরহাট, চাঁদপুরের হাইমচর এবং বরিশালের হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ সীমানার মেঘনার জানপুর এলাকাটি অবৈধ ইলিশ শিকারের মূল কেন্দ্র (হটস্পট) হয়ে উঠেছে। মূলত হিজলার জানপুর ঘিরেই এসব মাছ কেনাবেচা ও পাচার হয়। এলাকাটি দুর্গম এবং কয়েকটি জেলার মোহনা হওয়ায় এককভাবে কোনো জেলার প্রশাসন অভিযান চালাতে গেলে সীমানা-জটিলতায় পড়ে। এই সুযোগ নিয়েই এসব এলাকায় অন্তত দুই হাজার জেলে বড় বড় ট্রলার নিয়ে দিন-রাত ইলিশ ধরছেন।

স্থানীয় জেলেদের দাবি, পুরো এলাকায় ইলিশ নিধন কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে হিজলা থেকে। জানপুরে অন্তত ২০টি মাছঘাট আছে। ৩ নম্বর ঘাট হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাছঘাট। এই এলাকার মাছঘাট নিয়ন্ত্রণ করেন হিজলা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল গাফফার তালুকদার। তাঁর সঙ্গে উপজেলা বিএনপির আরও প্রভাবশালী দুই নেতা আছেন। আগে নিয়ন্ত্রণে ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও হিজলা-গৌরব্দী ইউপির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম ওরফে মিলন। সঙ্গে ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক ও বড়জালিয়া ইউপির চেয়ারম্যান এনায়েত হোসেন হাওলাদার।

আবুপুর, হরিনাথপুর, আশুলি আবুপুর এলাকার কয়েকজন জেলে জানান, প্রশাসন ম্যানেজ করার জন্য তাঁরা বিএনপি নেতা খালেক মাঝি, সুজন সরদার, সোহেল ব্যাপারীকে টাকা দেন।

বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক দেওয়ান মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, তাঁদের আমি হুঁশিয়ার করে দিয়েছি।' বিএনপি নেতা আবদুল গাফফার তালুকদার বলেন, 'আমার হিজলা এলাকায় কেউ অবৈধভাবে মাছ ধরে না।'

জানতে চাইলে বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস *প্রথম আলো*কে বলেন, একটি বড় চক্র অবৈধভাবে ইলিশ শিকার করছে। চক্রটির অপতৎপরতা বন্ধে নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, নৌ পুলিশের সহায়তায় চাঁদপুর জেলা প্রশাসন কাজ করছে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২১ অক্টোবর, ২০২৪
০৫ কার্তিক, ১৪৩১
১৭ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম মুসলিম ছাত্রীর নাম কী?

  উত্তর: বেগম ফজিলতুন্নেসা জোহা। [মৃত্যু: ২১ অক্টোবর, ১৯৭৭]

- সম্প্রতি কোন দেশ বাংলাদেশের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে বিভিন্ন উদ্ধার সরঞ্জাম দিয়েছে?

  উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

- 'The Rime of the Ancient Mariner' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

  উত্তর: স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ। [জন্ম: ২১ অক্টোবর, ১৭৭২]

- ডিনামাইট কে আবিষ্কার করেন?

  উত্তর: নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেল। [জন্ম: ২১ অক্টোবর, ১৯৩৩]

- ২০২৪ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ কত?

  উত্তর: ১.৮৩ ট্রিলিয়ন ডলার।

- কত সালে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়?

  উত্তর: ২০১৫ সালে।

- ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতির নাম কী?

  উত্তর: পাবোও সুবিয়ান্তো।

- নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ এর চ্যাম্পিয়ন দলের নাম কি?

  উত্তর: নিউজিল্যান্ড। [রানার্সআপ-সাউথ আফ্রিকা]